প্রখ্যাত অভিধার্মিক লেডী ছেয়াদ বিরচিত

পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

প্রখ্যাত অভিধার্মিক লেডী ছেয়াদ বিরচিত

পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী

(বঙ্গানুবাদ)

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

অনূদিত

২৫৫৫ বুদ্ধবর্ষ; ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী

প্রখ্যাত অভিধার্মিক লেডী ছেয়াদ বিরচিত

ও

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু অনূদিত

প্রথম প্রকাশকাল :

১৪ অক্টোবর ২০১১

২য় দানোত্তম কঠিন চীবর দান

মৈত্রী বন বিহার, ইপিজেড, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায় :

উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ

মৈত্রী বন বিহার, ইপিজেড, চট্টগ্রাম।

কম্পোজ :

শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু

বৈজয়ন্ত বন বিহার

ঘাগড়া, কাউখালী

গ্রন্থস্বত্ব :

অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ :

রাজবন অফসেট প্রেস

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

উৎসর্গ-পত্র

যাঁর বিরচিত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহের সটীক বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি পড়ে আমার অভিধর্ম অধ্যয়নের গোড়াপত্তন এবং অভিধর্মের নিগূঢ়তত্ত্বসমূহে অনায়াস প্রবেশাধিকার লাভ করে রীতিমত পুলকিত ও বিমুগ্ধ হয়েছি, আমার সেই পরম প্রীতিভাজন বর্তমানে পরলোকগত প্রখ্যাত অভিধার্মিক **শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি** মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর পরমা শান্তি দুঃখমুক্তি নির্বাণ কামনায় এই ক্ষুদ্রকায় 'পট্ঠানুদ্দেশ-দীপনী' গ্রন্থখানি পরম কৃতজ্ঞতায় উৎসর্গিত হল।

ইতি

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

প্রথম প্রকাশনা প্রসঙ্গে

বুদ্ধ বলেছেন–"সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি" অর্থাৎ ধর্মদান সকল দানকে জয় করে। চট্টগ্রাম মৈত্রী বন বিহারে ২য় বারের মতো দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন উপলক্ষে উপাসক-উপাসিকা কর্তৃক ধর্মদানস্বরূপ পট্‌ঠানের সার-সংক্ষেপ 'পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী' নামক পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত। অবশ্য এর পূর্বে উক্ত বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুসংঘ আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে উক্ত বইটি ছাপিয়ে দেয়ার জন্য পরামর্শ দিলে আমরা সেই মহতী পুণ্যকর্মের সুযোগ পাই। তাই উক্ত বিহারের ভিক্ষুসংঘের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বলাবাহুল্য, বর্তমানে সুখ-বিলাসী মানুষ আরাম-আয়াসের জন্য ব্যতিব্যস্ত। লৌকিক ও ক্ষণস্থায়ী সুখ-বিলাসে মোহপরায়ণ সমাজে সত্যধর্ম উপেক্ষিত হয়, আর্যপুদ্গল তিরস্কৃত হয়, হিতকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী-গুণীজনের উপদেশ বাণী শ্রবণ ও আচরণ খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। দুর্লভ মানবজন্ম সার্থকতায় পর্যবসিত করার জন্য দান, শীল এবং ভাবনার বিকল্প নেই। স্বীয় কর্মফলই হচ্ছে জীবনের বাস্তবতা, এতে ভাগ্যের উপর কোন হাত নেই।

এই ধর্ম গ্রন্থটি প্রকাশনার পুণ্যের ফলে প্রত্যেক মানুষের পরিপূর্ণভাবে শীল পালন, শীলরক্ষা করার শক্তি অর্জিত হোক, চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান উদয় হোক।

পরিশেষে এই ধর্ম গ্রন্থটি সার্থকভাবে প্রকাশনার জন্য যারা আর্থিক, কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও সর্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি।

"জযতু বুদ্ধসাসনম্"

নিবেদক
উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ
মৈত্রী বন বিহার, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থ সম্পর্কে

'অভিধর্ম' ত্রিপিটকের তৃতীয় ও শেষ পিটক। অভিধর্ম পিটক আবার সাতটি গ্রন্থে বিভক্ত। সেগুলো হলো : ধর্মসঙ্গনী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্ঠান। এই সাতটি গ্রন্থ আবার এক বা একাধিক খণ্ডে বিভক্ত। সেই হিসেবে অভিধর্ম পিটকের সপ্তম গ্রন্থ পট্ঠান ছয় খণ্ডে বিভক্ত।

সমগ্র অভিধর্ম পিটকের সার-সংকলন হচ্ছে 'অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ'। ঠিক তেমনি ছয় খণ্ড সমন্বিত পট্ঠানের সার-সংকলন হচ্ছে 'পট্ঠানুদ্দেস-দীপনী'। এর রচয়িতা তদানীন্তন বার্মা অধুনা মায়ানমার নিবাসী প্রখ্যাত অভিধর্ম-বিশারদ অরণ্যবিহারী লেডী সেয়াদ। এটি মূলত পালি ভাষায় রচিত হয়। আর পালি ভাষা হতে বাংলায় তর্জমা করেন উদীয়মান অনুবাদক ও লেখক স্নেহভাজন করুণাবংশ ভিক্ষু।

'পট্ঠান' শব্দের অর্থ মূল কারণ, প্রকৃত কারণ, প্রধান কারণ, অপরিহার্য কারণ। এর আলোচ্য বিষয় ২৪ প্রকার প্রত্যয়। সেগুলো হলো : হেতু-প্রত্যয়, আলম্বন-প্রত্যয়, অধিপতি-প্রত্যয়, অনন্তর-প্রত্যয়, সমনন্তর-প্রত্যয়, সহজাত-প্রত্যয়, অন্যোন্য-প্রত্যয়, নিশ্রয়-প্রত্যয়, উপনিশ্রয়-প্রত্যয়, পূর্বজাত-প্রত্যয়, পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়, আসেবন-প্রত্যয়, কর্ম-প্রত্যয়, বিপাক-প্রত্যয়, আহার-প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়, ধ্যান-প্রত্যয়, মার্গ-প্রত্যয়, সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয়, বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়, অস্তি-প্রত্যয়, নাস্তি-প্রত্যয়, বিগত-প্রত্যয় ও অবিগত-প্রত্যয়। সংখ্যাশাস্ত্রের দশটি সংখ্যার ন্যায় পট্ঠানের জড়াজড়ের যাবতীয় ঘটনাকে এই ২৪টি প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রত্যয়গুলোর বিষয়বস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অত্যন্ত গভীর এবং অপরিমেয়। এই পট্ঠান সর্বজ্ঞবুদ্ধগণের গোচরীভূত বিষয়। যদি কোন বিদগ্ধ পণ্ডিত যথার্থভাবে এই পট্ঠানের বিষয়বস্তু আয়ত্ত ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, কেবল তিনিই স্বীকার করবেন যে বাস্তবিকই বুদ্ধের জ্ঞানের সীমা অনন্ত, অচিন্তনীয় এবং অপ্রমেয়। অন্য কারো পক্ষে বুদ্ধগুণ

সম্বন্ধে ধারণা করাও সম্ভব নহে। সেজন্য ধর্মসঙ্গনীসহ আরো পাঁচটি অভিধর্ম গ্রন্থ বিষয়ে চিন্তা করার সময় বুদ্ধের শরীর হতে কোন রশ্মি নির্গত হয়নি। অবশেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-বিনাশ রহস্যাদি বিষয়ে কার্য-কারণ সূচক ২৪টি প্রত্যয় ধর্ম সম্বলিত 'পট্ঠান' বিষয় চিন্তা করার সময় তাঁর শরীর হতে অত্যুজ্জ্বল ষড়বর্ণ-রশ্মি নির্গত হয়ে বুদ্ধ-শরীরসহ দশদিক আলোকোদ্ভাসিত হয়েছিল।

তথাগত বুদ্ধ নির্বাণ [illegible] ব্যতিরেকে জগতের সব কিছুকেই অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মদৃষ্টিতে দেখেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জড়-অজড় কোন কিছুর মধ্যেই তিনি স্থায়ী বস্তুসত্তা খুঁজে পাননি। তাঁর মতে যা সত্য তা হচ্ছে এই নাম-রূপময় জগতের সবকিছুর নিয়ত-পরিবর্তনশীলতা; তাকে দর্শনের ভাষায় বলা হয়েছে 'বিপরীনামধর্মীতা'। প্রতিক্ষণেই সবকিছুর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ এই তিন অবস্থাতে এবং একটি নির্দিষ্ট বিধানে এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। কোন কিছুই খেয়ালের বশে বা বিনা হেতু বা বিনা কারণে সংগঠিত হচ্ছে না।

এমনতর মূল্যবান ও উপাদেয় গ্রন্থ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করে পাঠোপযোগী করে দেয়ার জন্য অনুবাদক সত্যিই প্রশংসা এবং সাধুবাদ পাওয়ার দাবীদার। অভিধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ও গবেষকগণ এ অনুবাদ-গ্রন্থ পাঠ করে প্রভূত উপকৃত হবেন বলে মনে করি। উক্ত গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করে সকলে বুদ্ধজ্ঞান-সমুন্নত জীবনের অধিকারী হোক—এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

"সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু"
সকল প্রাণী সুখী হোক।

২৫৫৫ বুদ্ধবর্ষ, ১৪১৮ বাংলা,
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১

বিধুর ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

অবতরণিকা

সাত খণ্ড অভিধর্ম পিটকের মধ্যে পট্‌ঠানের স্থান সর্বশেষ। অপরাপর ছয়টি খণ্ডের নাম যথাক্রমে–ধর্মসঙ্গনী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু ও যমক। সমগ্র পট্‌ঠানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়। সেই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় যথাক্রমে–১) হেতু প্রত্যয়, ২) আলম্বন প্রত্যয়, ৩) অধিপতি প্রত্যয়, ৪) অনন্তর প্রত্যয়, ৫) সমনন্তর প্রত্যয়, ৬) সহজাত প্রত্যয়, ৭) অন্যোন্য প্রত্যয়, ৮) নিশ্রয় প্রত্যয়, ৯) উপনিশ্রয় প্রত্যয়, ১০) পূর্বজাত প্রত্যয়, ১১) পশ্চাজ্জাত প্রত্যয়, ১২) আসেবন প্রত্যয়, ১৩) কর্ম প্রত্যয়, ১৪) বিপাক প্রত্যয়, ১৫) আহার প্রত্যয়, ১৬) ইন্দ্রিয় প্রত্যয়, ১৭) ধ্যান প্রত্যয়, ১৮) মার্গ প্রত্যয়, ১৯) সম্প্রযুক্ত প্রত্যয়, ২০) বিপ্রযুক্ত প্রত্যয়, ২১) অস্তি প্রত্যয়, ২২) নাস্তি প্রত্যয়, ২৩) বিগত প্রত্যয় এবং ২৪) অবিগত প্রত্যয়।

মনোজগতের সহিত মনোজগতের এবং মনোজগতের সহিত জড়জগতের পরস্পর সম্পর্ক কি, সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে যাবতীয় নামরূপের পরস্পর সম্পর্কই বা কি সে সম্বন্ধে বিশাল "পট্‌ঠান" গ্রন্থে এই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের দ্বারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ব্যবহারিকভাবে তুমি, আমি, শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা প্রভৃতি বলা হলেও পারমার্থিকভাবে কিন্তু ইহারা উৎপত্তি-বিলয়শীল নামরূপের কারিশমা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সূত্র পিটকের প্রতীত্যসমুৎপাদে যা দ্বাদশ নিদান আকারে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত; তা-ই পট্‌ঠানে চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়াকারে অতীব বিশদরূপে প্রমাণিত ও প্রদর্শিত। সেই হিসেবে "পট্‌ঠান" প্রতীত্যসমুৎপাদেরই বিশদতম ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। অভিধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যাবতীয় নামরূপের "অনিত্যতা" ও "অনাত্মতা" প্রদর্শন করা। সর্বশেষ "পট্‌ঠান" গ্রন্থেই ইহা চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

ইহা ঠিক যে, পট্‌ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু অতীব গুরুগম্ভীর। সকলের পক্ষে তা সহজভাবে বুঝা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

তারপরও বলতে হয়, পট্‌ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু অনধিগম্য নহে দূরধিগম্য, অনবগাহ নহে দূরবগাহ, অবোধ্য নহে দূর্বোধ্য। তবে পরম সুখের বিষয় এই যে, পট্‌ঠানোক্ত অতীব গুরুগম্ভীর বিষয়গুলিকে সহজায়িত পদ্ধতিতে অতীব সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে রচিত হয়েছে এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ "পট্‌ঠানোদ্দেস-দীপনী"। ইহার রচয়িতা ব্রহ্মদেশ নিবাসী ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত অভিধার্মিক অরণ্যবিহারী লেডী ছেয়াদ। ইহা ছাড়াও তিনি আচার্য অনুরুদ্ধকৃত "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহো" নামক গ্রন্থের উপর বিশদ বিশ্লেষণধর্মী "পরমত্থ-দীপনী" নামক টীকা গ্রন্থ পালি ভাষায় রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত এই দুটি গ্রন্থ অভিধর্ম শিক্ষার্থীদের নিকট অদ্যাবধি অতীব শ্রদ্ধার সহিত আদৃত হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য, আমি যখন বিগত ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে "অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ" অধ্যয়ন শুরু করি। প্রায় বছর খানেক (কাজের ফাঁকে ফাঁকে) অধ্যয়ন শেষেও চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিতই বলা চলে। একসময় আমি অভিধর্মার্থ-সংগ্রহের অনুবাদক পাহাড়তলী নিবাসী প্রখ্যাত অভিধার্মিক শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দির লিখিত জবানিতে "পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী" নামক গ্রন্থটির উল্লেখ দেখতে পাই। তারপর রাঙামাটি রাজবন বিহারে এসে ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত ষষ্ঠ সঙ্গায়নের ত্রিপিটক সিডিতে বইটির খোঁজ করি এবং পেয়ে যাই। সেটিসহ ধর্মসঙ্গনীর অর্থকথা 'অত্থসালিনী' এবং আরও কয়েকটি পালি গ্রন্থ প্রিন্ট আউট করে ২০১১ সালের ৬ মে বান্দরবান জেলাধীন বালাঘাটা, করুণাপুর বন বিহারে চলে আসি। আসার দুয়েক দিনের মধ্যেই বেশ আগ্রহের সহিত এই ক্ষুদ্রকায় "পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী" গ্রন্থটি অধ্যয়ন শুরু করি। ইহা ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ হলে কি হবে, বেশ কয়েকদিন অধ্যয়ন শেষে ইহার বিষয়বস্তু, ভাব-ভাষা ও বর্ণনা পড়ে এতটাই মুগ্ধ হই যে, এক পর্যায়ে অবচেতন মনের গভীরে গ্রন্থটি অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষীদের উপহার দেয়ার সুপ্ত বাসনা উৎপন্ন হলো। তারপর ১৮ মে থেকে ২৯ মে এই ১১ দিনের মধ্যে ইহার বাংলা অনুবাদ শেষ করি।

বিজ্ঞ পাঠক! পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ই হচ্ছে পট্‌ঠানের মূল আলোচ্য বিষয়। আর সেই বিশাল পট্‌ঠানের মূল বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করেই এই "পট্‌ঠানুদ্দেশ-দীপনী" গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। ইহার আলোচনা সীমিত পরিসরে করা হলেও ইহার সহজায়িত ধারাবাহিক আলোচনা, ভাব-ভাষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। ইহা বিশালকায় পট্‌ঠান পড়ার আগে পট্‌ঠান শিক্ষার্থীদের অবশ্য-পাঠ্য বলে মনে করি। কারণ ইহা পট্‌ঠান অধ্যয়নকালে তথ্য-সহায়িকা ও পথনির্দেশক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে একথাও স্মর্তব্য যে, পট্‌ঠান বা পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী পড়ার আগে অবশ্যই "অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ" ভালভাবে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করতে হবে। অভিধর্মার্থ-সংগ্রহই হচ্ছে অভিধর্মের প্রবেশ-দ্বার। এক কথায় বলতে গেলে সমগ্র অভিধর্ম পিটক অধ্যয়নের পূর্বশর্তই হলো আগে "অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ" ভালভাবে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করা। তা না হলে অভিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহে অনায়াস প্রবেশাধিকার লাভ করা সম্ভব নহে। অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেছেন এমন পাঠকেরাই শুধুমাত্র এই গ্রন্থের রসাস্বাদনে সমর্থ হবেন। সাধারণ পাঠকেরা এমন দার্শনিক আলোচনা সমৃদ্ধ তাত্ত্বিক বিষয়গুলি পড়ে রস পাবেন বলে মনে হয় না। আমি পাঠকদের উপলব্ধির সুবিধার্থে ন্যূনতম যা যা জানা থাকা অতীব প্রয়োজন বলে মনে করি সেসব বিষয়ের উপর সংক্ষেপে সুখবোধ্য উপায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

অভিধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মাত্র চারিটি। যথা : চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে মাত্র দুটি বিষয়। যথা : রূপ ও অরূপ। চিত্ত, চৈতসিক ও নির্বাণ এই তিনটি অরূপ পর্যায়ভূক্ত আর একমাত্র রূপই রূপপর্যায়ভুক্ত। তন্মধ্যে চিত্ত, চৈতসিক ও রূপ এই তিনটি প্রত্যয়াধীন, কিন্তু 'নির্বাণ' প্রত্যয়াধীন নহে। অতএব পট্‌ঠান বা পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনীর আলোচনা ঘুরে ফিরে চিত্ত, চৈতসিক ও রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর 'নির্বাণ' প্রত্যয়াধীন নহে বিধায় ইহার আলোচ্য বিষয় হয়নি। এখন আমরা পট্‌ঠান বা

পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনীর আলোচ্য বিষয় চিত্ত, চৈতসিক ও রূপ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব।

উননব্বই প্রকার চিত্ত

"যাহা চিন্তা করে তাহাই চিত্ত। কি চিন্তা করে? বিষয় বা আলম্বন চিন্তা করে। এখানে চিন্তা করে অর্থ আলম্বন গ্রহণ করে; আলম্বন জানে, আলম্বন অবগত হয়। চিত্ত, মন, বিজ্ঞান একার্থবোধক। ইহাদের যে কোন একটি অন্য দুইটির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। তাহাদের লক্ষণ যথাক্রমে চিন্তন, মনন ও বিজানন; ইহারাও একার্থবোধক। আলম্বন বিজানন চিত্তের স্বভাব।" (শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি অনূদিত "অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ", পৃষ্ঠা–১২) এই চিত্তকে ভূমি বা উৎপত্তি স্থান অনুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : কামাবচর চিত্ত চুয়ান্নটি, রূপাবচর চিত্ত পনেরটি, অরূপাবচর চিত্ত বারটি এবং লোকোত্তর চিত্ত আটটি। সর্বমোট উননব্বই প্রকার চিত্ত। তন্মধ্যে কামাবচর চিত্তকে অকুশল, অহেতুক বিপাক ও শোভন এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

বার প্রকার অকুশল চিত্ত

(ক) লোভমূলক চিত্ত আটটি, যথা :

১। সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
২। সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
৩। সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
৪। সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
৫। উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
৬। উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
৭। উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
৮। উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

(খ) দ্বেষমূলক চিত্ত দুটি, যথা :

১। দৌর্মনস্য সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
২। দৌর্মনস্য সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

(গ) মোহমূলক চিত্ত দুটি, যথা :

১। উপেক্ষা সহগত বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত।

২। উপেক্ষা সহগত ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত চিত্ত।

যেই চিত্ত জীবন দুঃখের এবং সেই দুঃখের হেতু তৃষ্ণার জনক, পরিপোষক ও পরিবর্ধক সেই চিত্তই অকুশল। এই অর্থে লোভ, দ্বেষ ও মোহ অকুশলের হেতু। লোভ এবং দ্বেষের হেতুও মোহ। সুতরাং অকুশল চিত্ত হেতু বা মূল অনুসারে ত্রিবিধ : লোভমূলক, দ্বেষমূলক ও মোহমূলক।

লোভমূলক চিত্ত মূলত একটি মাত্র চিত্ত। কিন্তু বেদনা, দৃষ্টি ও সংস্কারের বিভিন্ন সমাবেশের কারণে ইহা আট প্রকার হয়েছে। 'বেদনা' ভেদে ইহা সৌমনস্য বা উপেক্ষা সহগত। 'দৃষ্টি' ভেদে ইহা দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত বা দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত। এক্ষেত্রে দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত হলে 'মান' চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হওয়ার সুযোগ হয়। সংস্কার ভেদে ইহা অসংস্কারিক ও সসংস্কারিক।

চিত্ত আনন্দের সহিত উৎপন্ন হলে সৌমনস্য সহগত হয়। আর আনন্দের সহিত উৎপন্ন না হলে চিত্ত উপেক্ষা সহগত হয়। লোভনীয় আলম্বনকে শুভ, সুখ, নিত্য, আত্মা ভেবে গ্রহণ করাই দৃষ্টির লক্ষণ বা স্বভাব। তীর্থ-স্নানে পাপধ্বংস, পুত্রমুখ দর্শনের দ্বারা পুন্নাম নরক হতে পরিত্রাণের জন্য ভার্যা গ্রহণ প্রভৃতি কার্য যদি ঈদৃশ অভিপ্রায়ে করা হয়, তখন চিত্ত দৃষ্টি সহগত হয়। ঈদৃশ অভিপ্রায় বিদ্যমান না থাকলে চিত্ত দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত হয়।

যেই চিত্ত আলম্বনের প্রভাব ব্যতীত, কোনরূপ উৎসাহ ব্যতীত, শুধু স্বীয় স্বভাব হেতু তীক্ষ্ণভাবে উৎপন্ন হয়, সেই চিত্ত অসংস্কারিক। সসংস্কারিক চিত্ত অত্যন্ত ধীর লয়ে, নিজের বা পরের উৎসাহ প্রদান সাপেক্ষে উৎপন্ন হয়।

'প্রথম লোভ-চিত্ত' রূপ, শব্দাদি আলম্বনকে শুভ ও মঙ্গলকর মনে করে আনন্দের সহিত তীক্ষ্ণভাবে পরের কোনরূপ উৎসাহ ব্যতীত শুধু স্বীয় স্বভাব বশে উৎপন্ন হয়।

'দ্বিতীয় লোভ-চিত্ত' রূপ, শব্দাদি আলম্বনকে শুভ ও মঙ্গলকর মনে করে আনন্দের সহিত উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত ধীর লয়ে, নিজের বা পরের উৎসাহ প্রদান সাপেক্ষে।

'তৃতীয় লোভ-চিত্ত' রূপ, শব্দাদি আলম্বনকে শুভ ও মঙ্গলকর মনে না করা সত্ত্বেও আনন্দের সহিত শুধু উপভোগের জন্য, তীক্ষ্ণভাবে, পরের কোনরূপ উৎসাহ ব্যতীত শুধু স্বীয় স্বভাব বশে উৎপন্ন হয়।

'চতুর্থ লোভ-চিত্ত' রূপ, শব্দাদি আলম্বনকে শুভ ও মঙ্গলকর মনে না করা সত্ত্বেও আনন্দের সহিত শুধু উপভোগের জন্য অত্যন্ত ধীর লয়ে, নিজের বা পরের উৎসাহ প্রদান সাপেক্ষে উৎপন্ন হয়।

অবশিষ্ট পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম লোভ-চিত্তের প্রত্যেকটিতে শুধু সৌমনস্যের পরিবর্তে উপেক্ষা বেদনা বিদ্যমান থাকে। অন্যথায় এই চিত্তগুলি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্তের অনুরূপ।

প্রতিঘ তথা দ্বেষ-চিত্তও মূলত একটি মাত্র চিত্ত। সংস্কার অনুসারেই ইহা দুই প্রকার প্রভেদ হয়েছে। তাই সংস্কার ভেদে ইহা অসংস্কারিক ও সসংস্কারিক। আলম্বনকে হনন করবার ইচ্ছা উৎপন্ন হলেই চিত্তে 'প্রতিঘ' বা 'দ্বেষ' অবস্থার উৎপন্ন হয়। মানসিক দুঃখ বেদনা প্রতিঘ তথা দ্বেষ-চিত্তের নিত্য সহচর। সেজন্য দ্বেষ-চিত্তদ্বয়, সবসময় দৌর্মনস্য সহগত। ইহাতে সৌমনস্য বা উপেক্ষা বেদনার স্থান নেই। তাই দ্বেষ-চিত্তদ্বয়কে বেদনা অনুসারে বিভাগ করা যেতে পারে না।

মোহমূলক চিত্তদ্বয়ও একমাত্র উপেক্ষা বেদনা সহগত। ইষ্টানিষ্ট বোধের অভাব হেতু মোহ চিত্তে সৌমনস্য বা দৌর্মনস্যের স্থান নেই। মোহের আধিক্য হেতু চিত্ত আলম্বনে অভিনিবেশ করতে পারে না। সেজন্য ইহারা বিচিকিৎসা বা ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত। মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি যখন আলম্বনের প্রকৃত স্বভাব জানতে পারে না তখন 'ইহা' না 'উহা' 'এরূপ' না 'অন্যরূপ' এভাবে সংশয় দোলায় দুলিতে থাকে। চিত্তের এই দোলায়মান অবস্থাই বিচিকিৎসা। কিন্তু চিত্ত যখন আলম্বনে একাগ্র হতে পারে না, আলম্বন পুনঃপুন বিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তখন চিত্তের

ঔদ্ধত্য বা চাঞ্চল্যের অবস্থা। সেজন্য মোহচিত্তদ্বয় বিচিকিৎসা ও ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত।

আঠার প্রকার অহেতুক বিপাক চিত্ত

(ক) পূর্বজন্মকৃত অকুশল কর্মের সাত প্রকার অহেতুক বিপাক চিত্ত, যথা :

১। উপেক্ষা সহগত চক্ষুবিজ্ঞান, ২। উপেক্ষা সহগত শ্রোত্রবিজ্ঞান, ৩। উপেক্ষা সহগত ঘ্রাণবিজ্ঞান, ৪। উপেক্ষা সহগত জিহ্বাবিজ্ঞান, ৫। দুঃখ সহগত কায়বিজ্ঞান, ৬। উপেক্ষা সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত, ৭। উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত।

(খ) পূর্বজন্মকৃত কুশল কর্মের আট প্রকার অহেতুক বিপাক চিত্ত, যথা :

৮। উপেক্ষা সহগত চক্ষুবিজ্ঞান, ৯। উপেক্ষা সহগত শ্রোত্রবিজ্ঞান, ১০। উপেক্ষা সহগত ঘ্রাণবিজ্ঞান, ১১। উপেক্ষা সহগত জিহ্বাবিজ্ঞান, ১২। সুখ সহগত কায়বিজ্ঞান, ১৩। উপেক্ষা সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত, ১৪। সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্ত, ১৫। উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত।

(গ) অহেতুক ক্রিয়াচিত্ত তিন প্রকার, যথা :

১৬। উপেক্ষা সহগত পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত, ১৭। উপেক্ষা সহগত মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, ১৮। সৌমনস্য সহগত হাসিতুৎপাদ চিত্ত।

এই আঠার প্রকার অহেতুক চিত্তের মধ্যে লোভ, দ্বেষ, মোহ বা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এই ছয়টি হেতুর কোনটিই বিদ্যমান থাকে না। তাই এই চিত্তগুলিকে অহেতুক বলা হয়েছে। এই সমস্ত বিপাক চিত্ত জীবনের নিষ্ক্রিয় অংশ। এদের উপর আমাদের কোন আধিপত্য নেই। বহির্জগৎ হতে এই ছাপ নিরন্তর চক্ষাদি পঞ্চদ্বারে পতিত হয়ে এই সমস্ত বিপাক চিত্ত উৎপন্ন করে থাকে।

চিত্ত চক্ষাদির সাহায্যে রূপাদি আলম্বন অবগত হয়। সুতরাং বিজ্ঞানের উৎপত্তি চক্ষাদি বাস্তু, রূপাদি আলম্বন, মনস্কার ও আলোকাদি অন্যান্য বহু প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে।

যখন কোন আলম্বন চক্ষুদ্বারে উপস্থিত হয়, তখন চিত্ত জানতে পারে যে, চক্ষুদ্বারেই উপস্থিত হয়েছে, অন্য দ্বারে নহে। চিত্তের ঈদৃশ জাননই 'চক্ষুবিজ্ঞান'।

তারপর চিত্ত ঐ চক্ষুদ্বারে আগত আলম্বনকে বিনা বাধায় আসতে দিয়ে যেন গ্রহণ করল। চিত্তের এই নিষ্ক্রিয় গ্রহণ কার্যটিই হচ্ছে 'সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত'। এই সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত মনোরম বা অমনোরম যে কোন আলম্বন নিষ্ক্রিয়ভাবেই গ্রহণ করে।

তারপর চিত্ত ঐ রূপালম্বনকে পূর্ব পরিচিত রূপালম্বনাদির সহিত যেন তুলনা করত পরীক্ষা করল। চিত্তের এই সন্তীরণ তথা পরীক্ষা কার্যটিই হচ্ছে 'সন্তীরণ চিত্ত'। এই সমস্তই অহেতুক বিপাক চিত্ত। অন্যান্য শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান ও কায়বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত ত্রিবিধ। পঞ্চদ্বারিক আলম্বনের কোন এক আলম্বন যখন ভবাঙ্গ স্রোত ছিন্ন করে, তখন চিত্ত ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করে ঐ আলম্বনের দিকে আবর্তিত হয়। চিত্তের এই প্রকার আবর্তনাবস্থার নামই 'আবর্তন-চিত্ত' তথা 'পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত'। চিত্তের এই আবর্তনাবস্থা হতেই ইহার বীথি-ভ্রমণ আরম্ভ হয়। এই 'বীথি' সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। ইহাই পঞ্চদ্বারাবর্তন ক্রিয়াচিত্ত। চিত্তের ঈদৃশ অবস্থায়ও কোন প্রকার হেতু এতে বিদ্যমান থাকে না। এজন্য ইহা 'অহেতুক' নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু মনোদ্বারিক আলম্বনের স্পর্শে যখন ভবাঙ্গ-প্রবাহ ছিন্ন হয় এবং চিত্ত ঐ ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করে মনোদ্বারিক আলম্বনে আবর্তিত হয়, তখন ইহা 'মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত' বা 'ব্যবস্থাপন চিত্ত'। ইহাও ক্রিয়া চিত্ত এবং অহেতুক।

হাসিতোৎপাদ ক্রিয়া চিত্ত শুধু অর্হতের চিত্ত। পৃথকজনের নিকট বা শৈক্ষ্য পুদ্গলের নিকট এই চিত্ত উৎপন্ন হয় না। কিন্তু পঞ্চদ্বারাবর্তন ও মনোদ্বারাবর্তন এই চিত্তদ্বয় ক্রিয়া চিত্ত হলেও পৃথকজন, শৈক্ষ্য, অর্হৎ সকলের নিকট উৎপন্ন হয়।

চব্বিশ প্রকার কামাবচর শোভন চিত্ত

(ক) কামাবচর মহাকুশল চিত্ত আট প্রকার, যথা :

১। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
২। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
৩। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
৪। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
৫। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
৬। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
৭। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
৮। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

(খ) কামাবচর মহাবিপাক চিত্ত আট প্রকার, যথা :

৯। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
১০। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
১১। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
১২। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
১৩। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
১৪। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
১৫। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
১৬। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

(গ) কামাবচর মহাক্রিয়া চিত্ত আট প্রকার, যথা :

১৭। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
১৮। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
১৯। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
২০। সৌমনস্য সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
২১। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
২২। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
২৩। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
২৪। উপেক্ষা সহগত জ্ঞানবিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

এভাবে কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া চিত্ত ভেদে কামাবচর শোভন চিত্ত মোট চব্বিশ প্রকার হয়েছে। তন্মধ্যে কামাবচর মহাকুশল চিত্ত বাস্তবিক পক্ষে মাত্র একটি চিত্ত। কিন্তু ইহা বেদনা, জ্ঞান ও সংস্কারের বিভিন্ন প্রকার সংযোগের কারণে হীন, মধ্যম ও উত্তম হয়ে থাকে। সেই সংযোগ অনুসারে ইহার আট প্রকার বিকাশ। বেদনা ভেদে ইহা সৌমনস্য বা উপেক্ষা সহগত। সংস্কারভেদে ইহা অসংস্কারিক বা সসংস্কারিক। জ্ঞানভেদে ইহা জ্ঞানসম্প্রযুক্ত বা জ্ঞানবিপ্রযুক্ত।

শ্রদ্ধাবাহুল্য, দৃষ্টিবিশুদ্ধি ও কুশল কর্মের বিপাক দর্শনই চিত্তে সৌমনস্য উৎপত্তির প্রধান কারণ। কিন্তু যখন এই সমস্ত গুণের অভাব দেখা দেয় তখনই চিত্ত উপেক্ষা সহগত হয়।

কুশল কার্যের প্রকৃতি অনুসারে চিত্ত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত বা জ্ঞানবিপ্রযুক্ত কুশলভাব জাগ্রত করে কায়কর্ম, বাক্যকর্ম সম্পাদন করে তখন চিত্ত অসংস্কারিক হয়। সেভাবে উৎপন্ন হতে না পেরে যদি বাইরের আলম্বনের সাহায্যে বা পরের উৎসাহ উদ্দীপনায় বহু চিন্তা-বিচারের পর কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তখন চিত্ত সসংস্কারিক হয়।

দশবিধ কুশল কর্মের মধ্যে যে কোন একটি যদি কেহ স্বেচ্ছায়, সানন্দে জ্ঞানমূলক চিন্তা বিবেচনার পর অসংকুচিত চিত্তে সম্পাদন করেন, তখন প্রথম মহাকুশল চিত্ত। আর সংকুচিত চিত্তে বা দ্বিধা চিত্তে বা পরের উৎসাহ-উদ্দীপনা সাপেক্ষে সম্পাদন করলে দ্বিতীয় মহাকুশল চিত্ত। অন্যের দেখাদেখি কিন্তু স্বীয় চিত্তের স্বভাব হেতু অসংকুচিত চিত্তে সানন্দে সম্পাদন করলে তৃতীয় মহাকুশল চিত্ত। অন্যের দেখাদেখি কিন্তু প্ররোচনায় ও ইতস্ততভাবে সানন্দে সম্পাদন করলে চতুর্থ মহাকুশল চিত্ত। শুধু উপেক্ষা বেদনার সহিত উক্ত চারিভাবে সম্পাদন করলে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম মহাকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়।

অষ্টবিধ কামাবচর মহাবিপাক চিত্ত চারিস্থানে বিপাক প্রদান করে, যথা : তদালম্বন, প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি। এই মহাবিপাক চিত্তসমূহ শক্তি অনুসারে সপ্তবিধ কাম-সুগতিতেই প্রতিসন্ধি জন্মায়। সেই সপ্তবিধ কামসুগতি হচ্ছে এই- মনুষ্যলোক, চতুর্মহারাজিক,

ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি এবং পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোক। কিন্তু "অহেতুক কামাবচর কুশল বিপাক সন্তীরণ চিত্ত" মনুষ্যলোকে প্রতিসন্ধি প্রদান করলেও জন্মান্ধ, বধির, বিকৃত-মস্তিষ্ক, বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়।

কামাবচর মহাক্রিয়া চিত্ত শুধু অর্হতের চিত্ত। অনাগামীর নিকটও এই চিত্ত উৎপন্ন হয় না। "ক্রিয়াচিত্ত" বলতে এই বুঝায় যে, চিত্তের ক্রিয়া আছে কিন্তু সে ক্রিয়ার বিপাক নেই। কারণ কুশলাকুশলের হেতু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মহাক্রিয়া চিত্ত বেদনা, জ্ঞান ও সংস্কার ভেদে মহাকুশল চিত্তের ন্যায়।

উপরোক্ত চুয়ান্ন প্রকার চিত্তের সবগুলিই কামাবচর চিত্ত। এই সমস্ত চিত্ত কামলোকের সত্ত্বগণের নিকট উৎপন্ন হয়।

পনের প্রকার রূপাবচর চিত্ত

(ক) রূপাবচর কুশল চিত্ত পাঁচ প্রকার, যথা :

১। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত প্রথম ধ্যান কুশল চিত্ত।

২। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত দ্বিতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত।

৩। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত তৃতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত।

৪। সুখ, একাগ্রতার সহিত চতুর্থ ধ্যান কুশল চিত্ত।

৫। উপেক্ষা, একাগ্রতার সহিত পঞ্চম ধ্যান কুশল চিত্ত।

(খ) রূপাবচর বিপাক চিত্ত পাঁচ প্রকার, যথা :

৬। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত।

৭। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত দ্বিতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত।

৮। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত তৃতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত।

৯। সুখ, একাগ্রতার সহিত চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্ত।

১০। উপেক্ষা, একাগ্রতার সহিত পঞ্চম ধ্যান বিপাক চিত্ত।

(গ) রূপাবচর ক্রিয়াচিত্ত পাঁচ প্রকার, যথা :

১১। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত প্রথম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

১২। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত দ্বিতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

১৩। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত তৃতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

১৪। সুখ, একাগ্রতার সহিত চতুর্থ ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

১৫। উপেক্ষা, একাগ্রতার সহিত পঞ্চম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

এই রূপাবচর চিত্তগুলি ধ্যান চিত্ত। কামাবচর কুশল চিত্তকে চল্লিশ প্রকার শমথ ধ্যানের কোন একটির সাহায্যে রূপাবচর ধ্যান চিত্তে উন্নীত করতে হয়। শুধু বিশুদ্ধ জলই যেমন মেঘে পরিণত হতে ও উন্মুক্ত বাতাসে বিচরণ করতে পারে, তেমনি শীলবিশুদ্ধ চিত্তই একমাত্র রূপাবচর ধ্যান চিত্তে উন্নীত হতে ও শান্তিতে বিচরণ করতে পারে।

চল্লিশ প্রকার শমথ ধ্যানের যে কোন একটি কর্মস্থান ভাবনা করার সময় ক্রমে চিত্ত যখন প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়, তখন তার কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা এই পঞ্চ নীবরণ উত্থানশক্তিহীন হয় বিধায় চিত্ত উপচার সমাধি প্রাপ্ত হয়। তখন তার সেই ধ্যান চিত্তে ধ্যানাঙ্গের আকারে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা বহুলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। এই পঞ্চ ধ্যানাঙ্গের ক্রমিক বিবর্জনতা অনুসারেই রূপাবচর কুশল চিত্ত পঞ্চবিধ হয়েছে। প্রথম রূপাবচর কুশল চিত্তে উক্ত পঞ্চ ধ্যানাঙ্গের সবকটিই ক্রিয়াশীল থাকে। দ্বিতীয় ধ্যান চিত্তে বিতর্ক, তৃতীয় ধ্যান চিত্তে বিচার, চতুর্থ ধ্যান চিত্তে প্রীতি এবং পঞ্চম ধ্যান চিত্তে সুখ বর্জিত হয়। পঞ্চম ধ্যান চিত্তে সুখের স্থানে উপেক্ষা ও একাগ্রতাই ক্রিয়াশীল থাকে।

রূপাবচর ধ্যান চিত্ত সর্বদা কুশল বিধায় ইহার বিপাক চিত্তও সবসময় কুশল জাতীয়। কামাবচরের কুশল সুযোগ অনুসারে

একসময় বা অন্যসময় বিপাক প্রদান করে। কিন্তু রূপাবচর কুশল প্রবল শক্তিশালী বিধায় পরবর্তী জন্মেই বিপাক প্রদান করে।

রূপাবচর ক্রিয়াচিত্ত শুধু অর্হতের চিত্ত। অর্হতের চিত্ত-সন্ততি অনুশয় রহিত বিধায় তাঁরা যখন রূপাবচর ধ্যান করেন, তখন তাঁদের সেই রূপ-ধ্যান-চিত্ত এই ক্রিয়া চিত্তের আকারেই উৎপন্ন হয়। সেজন্য এই ক্রিয়া চিত্তকে কুশল চিত্তের ন্যায় জ্ঞাতব্য।

বার প্রকার অরূপাবচর চিত্ত

(ক) অরূপাবচর কুশল চিত্ত চারি প্রকার, যথা :

১। আকাশ-অনন্ত-আয়তন কুশল চিত্ত।
২। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন কুশল চিত্ত।
৩। আকিঞ্চন-আয়তন কুশল চিত্ত।
৪। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা-আয়তন কুশল চিত্ত।

(খ) অরূপাবচর বিপাক চিত্ত চারি প্রকার, যথা :

৫। আকাশ-অনন্ত-আয়তন বিপাক চিত্ত।
৬। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন বিপাক চিত্ত।
৭। আকিঞ্চন-আয়তন বিপাক চিত্ত।
৮। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা-আয়তন বিপাক চিত্ত।

(গ) অরূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত চারি প্রকার, যথা :

৯। আকাশ-অনন্ত-আয়তন ক্রিয়া চিত্ত।
১০। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ক্রিয়া চিত্ত।
১১। আকিঞ্চন-আয়তন ক্রিয়া চিত্ত।
১২। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা-আয়তন ক্রিয়া চিত্ত।

অরূপাবচর চিত্তও মূলত ধ্যান চিত্ত। অরূপ সত্ত্বগণের চিত্তের অনুরূপ অবস্থা এই মনুষ্যলোকে মনুষ্যগণ স্ব স্ব চিত্তে উৎপন্ন করতে পারেন। এই চিত্ত সর্বদা পঞ্চম ধ্যানিক। অর্থাৎ এই চিত্ত শুধু পঞ্চম ধ্যানেই উৎপন্ন করা সম্ভব। সুতরাং ইহার মুখ্য ধ্যানাঙ্গ উপেক্ষা ও একাগ্রতা। রূপাবচর ধ্যানে সুদক্ষ যোগীই একমাত্র অরূপাবচর ধ্যান চিত্তের উৎপাদনের জন্য চেষ্টিত হবার অধিকারী।

রূপাবচর পঞ্চম ধ্যানলাভী যোগী যখন অনন্ত আকাশকে আলম্বন করে কুশল চিত্ত উৎপন্ন করেন তখন তার চিত্ত "আকাশ-অনন্ত-আয়তন কুশল চিত্ত।" তারপর যোগী যখন অনন্ত আকাশের ন্যায় অনন্ত চিত্তকে আলম্বন করে ধ্যান করেন তখন তার চিত্ত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন কুশল চিত্ত। তারপর যোগী যখন এই অনন্ত চিত্তও 'কিছু না' এই ধারণায় ধ্যান করতে থাকেন তখন 'আকিঞ্চন-আয়তন কুশল চিত্ত।' এই তৃতীয় অরূপ ধ্যান কুশল চিত্তের শান্ত-ধীর অবস্থাকে 'সংজ্ঞাও নহে, অসংজ্ঞাও নহে" এভাবে আলম্বন করে যোগী যখন ধ্যান করেন তখন নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন কুশল চিত্ত।

এরূপে অরূপাবচর ধ্যান চিত্তের আলম্বন পার্থক্যের কারণে ইহার চারি প্রকার বিকাশ। কিন্তু কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া ভেদে ইহা বার প্রকার হয়েছে।

আট প্রকার লোকোত্তর চিত্ত

(ক) লোকোত্তর কুশল চিত্ত চার প্রকার, যথা :

১। স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।
২। সকৃদাগামী মার্গ চিত্ত।
৩। অনাগামী মার্গ চিত্ত।
৪। অরহত্ত্ব মার্গ চিত্ত।

(খ) লোকোত্তর বিপাক চিত্ত চার প্রকার, যথা :

৫। স্রোতাপত্তি ফল চিত্ত।
৬। সকৃদাগামী ফল চিত্ত।
৭। অনাগামী ফল চিত্ত।
৮। অরহত্ত্ব ফল চিত্ত।

কামাবচর চিত্ত উপচার সমাধির মধ্য দিয়ে যেই প্রণালীতে রূপাবচর ধ্যানচিত্তে উন্নীত হয়, সেই প্রণালীতেই উহা লোকোত্তর মার্গ চিত্তে বা ফল চিত্তে উন্নীত হয়। সুতরাং ইহাও ধ্যানচিত্ত। চিত্ত যখন নির্বাণকে আলম্বন করে উৎপন্ন হয়, তখন পৃথকজন গোত্র ত্যাগ করে লোকোত্তর গোত্রে আবর্তিত হয় এবং এক চিত্তক্ষণের জন্য মার্গচিত্ত উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। এইক্ষণে দুঃখ সত্য প্রকটিত হয়, আত্মবাদ,

শীলব্রত পরামর্শ, বিচিকিৎসা ধ্বংস হয়, নির্বাণ প্রত্যক্ষীভূত হয় এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন হয়। ইহাই 'স্রোতাপত্তি মার্গচিত্ত।'

তারপর শ্রদ্ধাদি কুশল ধর্মের গাঢ় অনুশীলনে উহারা পটু হয়। তৎদ্বারা কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ হয়ে আসে বটে কিন্তু সমুচ্ছিন্ন হয় না। তখন ইহা সকৃদাগামী মার্গচিত্ত।

যখন শ্রদ্ধাদি কুশল ধর্মের গাঢ় অনুশীলনে উহারা পটুত্তর হয়, তখন কামরাগ ও ব্যাপাদ সমুচ্ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু তখনও রূপরাগ ও অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা নিঃশেষিতরূপে দূর করতে সক্ষম হয় না। তারা চিত্ত সন্ততিতে ক্ষীণভাবে বিদ্যমান থাকে। তখন ইহা অনাগামী মার্গ চিত্ত।

গাঢ় অনুশীলনে যখন শ্রদ্ধাদি বোধিপক্ষীয় ধর্ম পটুত্তম হয়, তখন জ্ঞানও পটুত্তম হয় এবং চতুর্থ মার্গের অনুশীলন সম্পূর্ণ হয়। সমস্ত ক্লেশ-অরি হত হওয়ায় তিনি অর্হৎ নামে অভিহিত হন। তখন ইহা অর্হত্ত্ব মার্গ চিত্ত। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর পুনর্জন্ম রহিত হয়েছে, ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এর চাইতে বেশি কিছু আর নেই। ইহা অনুত্তর! ইহা লোকোত্তর! ইহা অচলা শান্তি! ইহাই নির্বাণ!

মার্গ চিত্ত অনুশীলনের অবস্থা আর ফল চিত্ত অনুশীলিত অবস্থা। মার্গ চিত্তের অনুক্রমে ফলচিত্তও চতুর্বিধ। মার্গ চিত্ত এক চিত্তক্ষণিক। মার্গ চিত্তের অব্যবহিত পরেই দুই কি তিনবার ফল চিত্ত উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়।

এই পর্যন্ত ঊননব্বই প্রকার চিত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো। এই ঊননব্বই প্রকার চিত্তকে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ একশ একুশ প্রকার চিত্ত হিসেবে গণনা করে থাকেন। তাহা কিরূপ?

অষ্ট লোকোত্তর চিত্তের প্রত্যেকটিকে রূপাবচর পঞ্চ ধ্যান চিত্তের সহিত গুণ করলে আমরা মোট চল্লিশ প্রকার লোকোত্তর চিত্ত পাই। এভাবেই ঊননব্বই প্রকার চিত্ত একশ একুশ প্রকার হয়ে থাকে।

বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক

(ক) সাত প্রকার সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক, যথা : স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় ও মনস্কার।

(খ) ছয় প্রকার প্রকীর্ণ চৈতসিক, যথা : বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য, প্রীতি ও ছন্দ।

(গ) চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিক, যথা : মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা, ঔদ্ধত্য, লোভ, দৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান, মিদ্ধ ও বিচিকিৎসা।

(ঘ) উনিশ প্রকার শোভন সাধারণ চৈতসিক, যথা : শ্রদ্ধা, স্মৃতি, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, তত্রমধ্যস্থতা, কায়প্রশ্রদ্ধি, চিত্তপ্রশ্রদ্ধি, কায়লঘুতা, চিত্তলঘুতা, কায়মৃদুতা, চিত্তমৃদুতা, কায়কর্মন্যতা, চিত্ত কর্মন্যতা, কায় প্রগুণতা, চিত্ত প্রগুণতা, কায় ঋজুতা ও চিত্ত ঋজুতা।

(ঙ) তিন প্রকার বিরতি চৈতসিক, যথা : সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম ও সম্যকজীবিকা।

(চ) দুই প্রকার অপ্রমেয় চৈতসিক, যথা : করুণা ও মুদিতা।

(ছ) এক প্রকার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক, যথা : প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

এই বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক মূলত একেকটি চিত্তবৃত্তি। ইহারা বিভিন্ন সমবায়ে চিত্তের সহিত একসঙ্গে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয় এবং একই আলম্বন ও একই বাস্তু গ্রহণ করে। চিত্ত স্বভাবত প্রভাস্বর তথা নির্মল। কিন্তু চৈতসিকের সংযোগে চিত্ত চৈতসিকের স্বভাবানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চৈতসিক যেমন চিত্তের আশ্রয় ভিন্ন উৎপন্ন হতে পারে না, তদ্রূপ চিত্তও চৈতসিকের সাহায্য ভিন্ন উৎপন্ন হতে পারে না।

সাত প্রকার সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক চারি ভূমির প্রত্যেক চিত্তক্রিয়ার সঙ্গে বিদ্যমান থাকে। আর ছয় প্রকার প্রকীর্ণ চৈতসিক তাদের প্রকীর্ণ তথা মিশ্র স্বভাব হেতু কুশলাকুশল উভয় চিত্তে সংযুক্ত হয়। ইহারা যখন কুশল চিত্তে সংযুক্ত হয় তখন কুশল কর্মে সাহায্য করে। আর যখন অকুশল চিত্তে যুক্ত হয় তখন অকুশল কর্মে সাহায্য করে।

চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিক শুধুমাত্র অকুশল চিত্তে সংযুক্ত হয়। তন্মধ্যে মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা ও ঔদ্ধত্য এই চারিটি সকল প্রকার অকুশল চিত্তে বিদ্যমান থাকে বিধায় এগুলিকে "সর্ব অকুশল চিত্ত সাধারণ" বলে। লোভ, দৃষ্টি, মান শুধু লোভমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয় বিধায় এই তিনটি চৈতসিকের সাধারণ নাম "লোভ-ত্রিক"। দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য এই চারিটি চৈতসিক শুধু দ্বেষমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয় বিধায় ইহাদের সাধারণ নাম "দ্বেষ-চতুষ্টয়"। স্ত্যান-মিদ্ধ চৈতসিকদ্বয় লোভমূলক ও দ্বেষমূলক উভয়বিধ অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয় বিধায় এই দুটির সাধারণ নাম "অকুশল-প্রকীর্ণ"। 'বিচিকিৎসা' শুধু মোহ চিত্তে সংযুক্ত হয় বিধায় ইহার সাধারণ নাম 'একক'।

বাকী পঁচিশটি চৈতসিককে শোভন চৈতসিক বলা হয়। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাদি উনিশটি চৈতসিক সর্ববিধ কুশল চিত্তে বিদ্যমান থাকে। সম্যকবাক্যাদি তিন প্রকার বিরতি চৈতসিক লোকোত্তর চিত্তে সবসময় বিদ্যমান থাকে, কিন্তু লৌকীয় কামাবচর কুশল চিত্তে কখনও কখনও উৎপন্ন হয়। করুণা ও মুদিতা নামক অপ্রমেয় চৈতসিকদ্বয় কিন্তু কামাবচর কুশল চিত্তে, সহেতুক কামাবচর ক্রিয়াচিত্তে এবং পঞ্চম ধ্যান বর্জিত মহদ্‌গত চিত্তে কখনও কখনও উৎপন্ন হয়। যখন উৎপন্ন হয় তখন পরস্পর পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়। এবং প্রজ্ঞা বার প্রকার জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর চিত্তে, মহদ্‌গত ও লোকোত্তর চিত্তে উৎপন্ন হয়।

উপরোক্ত বায়ান্ন প্রকার চৈতসিকের স্বভাব, লক্ষণ, সংজ্ঞা প্রভৃতি বিস্তারিত জানতে অভিধর্মার্থ-সংগ্রহের "চৈতসিক সংগ্রহ" পরিচ্ছেদটি দেখুন।

চিত্তের বীথি-পর্যটন

"বীথি" অর্থ হচ্ছে ভ্রমণ পথ বা গমন পথ। আর "চিত্তের বীথি" মানে হচ্ছে চিত্তের ভ্রমণ পথ বা গমন পথ। চক্ষাদি ছয়দ্বার পথে আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গ অবস্থা হতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে নির্দিষ্ট দশ প্রকার স্থানের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট চৌদ্দ প্রকার কৃত্য সমাপনান্তে পুন ভবাঙ্গে পতিত হয়। চিত্ত পরম্পরা এই সমস্ত কার্য সম্পাদনই "চিত্তের

বীথি-পর্যটন"। এভাবে চিত্ত পরম্পরা অশ্রান্তভাবে বীথি ও ভবাঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু চিত্ত পরম্পরা ভবাঙ্গের মধ্য দিয়ে এমন দ্রুত গতিতে বীথির পর বীথি অতিক্রম করে যে, আমাদের সাধারণ জ্ঞানে তা ধরা পড়ে না। সেজন্য এই অসংখ্য চিত্ত পরম্পরাকে একটি মাত্র চিত্ত বলে ধারণা জন্মে।

প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, আবর্তন, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, সম্প্রতীচ্ছ, সন্তীরণ, ব্যবস্থাপন, জবন, তদালম্বন ও চ্যুতি এই হচ্ছে চৌদ্দ প্রকার কৃত্য। তন্মধ্যে দর্শন-শ্রবণ-ঘ্রাণ-আস্বাদন-স্পর্শ এই পাঁচটি কৃত্য স্থান হিসেবে মাত্র একটি। সুতরাং উপরোক্ত চৌদ্দ প্রকার কৃত্য স্থান অনুসারে মাত্র দশটি।

প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি এই তিনটি কৃত্য বীথি চিত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে, এগুলো দ্বার বিমুক্ত চিত্ত। তন্মধ্যে সত্ত্বগণের প্রতিসন্ধির সময় চিত্ত যেই কৃত্য করে তা-ই প্রতিসন্ধি চিত্ত ও প্রতিসন্ধি কৃত্য। আর মৃত্যুর সময় যেই চিত্ত উৎপন্ন হয় তা-ই চ্যুতি চিত্ত ও চ্যুতি কৃত্য। তরঙ্গহীন নদী স্রোতের ন্যায় 'ভবাঙ্গ' শান্তভাবে সদা প্রবহমান। কিন্তু বাতাসের আঘাতে যেমন শান্ত নদী প্রবাহে তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়, তেমনি চক্ষাদি দ্বারপথে আরম্বনের অভিঘাতে ভবাঙ্গ প্রবাহে চিত্তোৎপত্তি হয়। তখনই আবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং চিত্তের বীথি-পর্যটন আরম্ভ হয়।

এক উৎপত্তিক্ষণ, এক স্থিতিক্ষণ ও এক ভঙ্গক্ষণ এই তিনক্ষণে মিলে এক চিত্তক্ষণ। এই এক চিত্তক্ষণই চিত্তের আয়ু। এভাবে পঞ্চদ্বার বীথিতে চিত্ত চৌদ্দক্ষণ পর্যন্ত বীথি পর্যটন করে। আবর্তন চিত্ত আবর্তন কৃত্য করার সময় এক চিত্তক্ষণ, পঞ্চবিজ্ঞান যথাক্রমে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন কৃত্য করার সময় এক এক চিত্তক্ষণ, সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত সম্প্রতীচ্ছ কৃত্য করার সময় এক চিত্তক্ষণ, সন্তীরণ চিত্ত সন্তীরণ কৃত্য করার সময় এক চিত্তক্ষণ, ব্যবস্থাপন চিত্ত ব্যবস্থাপন কৃত্য করার সময় এক চিত্তক্ষণ, জবন চিত্ত জবন কৃত্য করার সময় সাত চিত্তক্ষণ এবং তদালম্বন চিত্ত তদালম্বন কৃত্য করার সময় দুই চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয়। এভাবে পঞ্চদ্বারিক বীথিচিত্ত চৌদ্দ চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয়। তারপর পুনরায় ভবাঙ্গে পতিত হয়।

আর মনোদ্বার বীথিতে চিত্ত মাত্র তিনটি কৃত্য করে, যথা : মনোদ্বারাবর্তন, জবন ও তদালম্বন। মনোদ্বারাবর্তনে এক চিত্তক্ষণ, জবন স্থানে সাত চিত্তক্ষণ ও তদালম্বন স্থানে দুই চিত্তক্ষণ এভাবে মোট দশ চিত্তক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তারপর পুনরায় ভবাঙ্গে পতিত হয়।

এভাবেই চিত্ত নির্দিষ্ট ছয়দ্বার পথে আলম্বনের স্পর্শে জাগ্রত হয়ে নির্দিষ্ট দশ প্রকার স্থানের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট চৌদ্দ প্রকার কৃত্য অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করে থাকে। চিত্তের এহেন স্থান ও কৃত্য নির্দিষ্টতার কারণে পরপর শত সহস্র চিত্ত উৎপন্ন হলেও একটি মাত্র চিত্ত বলে মানুষ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়। চিত্তের বীথি-পর্যটন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে অভিধর্মার্থ-সংগ্রহের "বীথি-সংগ্রহ" পরিচ্ছেদটি দেখুন।

আটাশ প্রকার রূপ

রূপকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা : মহাভূতরূপ ও মহাভূতোৎপন্ন রূপ। এই দুই প্রকার রূপকে এগার প্রকারেও ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) চারি মহাভুতরূপ : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু।

(খ) পঞ্চ প্রসাদরূপ : চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়।

(গ) সপ্ত গোচররূপ : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং আপধাতু-বর্জিত ভূতত্রয় নামক স্প্রষ্টব্য।

(ঘ) দুই প্রকার ভাবরূপ : স্ত্রীভাব, পুংভাব।

(ঙ) হৃদয়রূপ : হৃদয় বাস্তু।

(চ) এক প্রকার জীবিত রূপ : জীবিতেন্দ্রিয়।

(ছ) এক প্রকার আহার রূপ : কবলীকৃত আহার।

(জ) পরিচ্ছেদ রূপ : আকাশধাতু।

(ঝ) বিজ্ঞপ্তি রূপ : কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি।

(ঞ) বিকাররূপ : লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা।

(ট) লক্ষণ রূপ : উপচয়, সন্ততি, জরতা, অনিত্যতা।

বুদ্ধদর্শন জড়জগৎকে ইহার গুণ ও শক্তিতে পরিণত করেই পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বুঝেছে যে, ইহাও মনোজগতের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্তনের প্রবাহ মাত্র। যা শীতে সংকুচিত হয় এবং উত্তাপে প্রসারিত হয় তা-ই রূপ। 'রূপ' সাধারণ অর্থে জড় পদার্থ এবং বিশেষ অর্থে জড় পদার্থের গুণাবলীকে বুঝায়। অভিধর্মে এই বিশেষ অর্থেই ইহা আলোচিত হয়েছে।

জড় পদার্থ মাত্রই স্থান অধিকার করে থাকে। সুতরাং "স্থানাবরোধকতা" বা "বিস্তৃতি" জড়ের একটি মৌলিক গুণ। ইহার অন্তর্গত গুণ কঠিনতা-কোমলতা। জড়ের এই বিস্তৃতি ও কঠিনতা-কোমলতা গুণের পারিভাষিক নাম "পৃথিবী ধাতু"। জড়ের আরও একটি মৌলিক গুণ হচ্ছে "সংসক্তি"। এই সংসক্তি গুণের কারণে জড় পিণ্ডীভূত হতে পারে। জল দ্বিধা বিভক্ত হলেও স্বতঃ পুনঃ জড়ীভূত হয় এই সংসক্তি গুণের কারণেই। জলেই এই সংসক্তি গুণ প্রকট। অতএব এই সংসক্তি গুণের পারিভাষিক নাম "আপ ধাতু"। জড়ের তৃতীয় মৌলিক গুণ হচ্ছে তাপ। তাপহীন পদার্থ নেই। উষ্ণ-শীতল তাপের তুলনামূলক অবস্থা মাত্র। ইহার পারিভাষিক নাম "তেজ ধাতু"। জড়ের চতুর্থ মৌলিক গুণ হচ্ছে "গতিশীলতা"। ইহার পারিভাষিক নাম "বায়ু ধাতু"। যা প্রবাহিত হয় অর্থাৎ গতিশীল তা-ই বায়ু। চন্দ্র-সূর্যাদি বায়ুধাতু গুণেই স্ব স্ব কক্ষপথে ঘুরতে পারছে। আমাদের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনও এই বায়ু ধাতু বিদ্যমানতার কারণেই মন ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারে। এই হচ্ছে চারি মহাভূতরূপ জড়ের এই মৌলিক গুণ চতুষ্টয় হতেই বাকী ২৪ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয় এবং সেই ভূতোৎপন্ন রূপের প্রত্যেকটিতেই এই চারিগুণ প্রকৃতভাবে বিদ্যমান আছে। বিস্তারিত জানতে অভিধর্মার্থ-সংগ্রহের "রূপ-সংগ্রহ" পরিচ্ছেদটি দেখুন।

এতক্ষণ চিত্ত, চৈতসিক, চিত্তের বীথি-পর্যটন ও রূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো। আশা করি, এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও অত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তুর রসাস্বাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি যে, অত্র গ্রন্থটি অনুবাদের সময় ও অবতরণিকার উপকরণাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি বিরচিত 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ' সটীক বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ হতে যথেষ্ট সহয়তা নিয়েছি। আর যাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন আমার অত্যন্ত হিতকামী শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিধুর স্থবির মহোদয়। তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধন, প্রকাশক সংগ্রহ সহ সার্বিক তত্ত্বাবধান করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। কম্পিউটার কম্পোজের মতো শ্রমসাধ্য কাজটি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিয়েছেন স্নেহভাজন শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু। আমি তার নিকটও গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। বন্দর নগরী চট্টগ্রামস্থ মৈত্রী বন বিহারে ২য় কঠিন চীবর দান উপলক্ষে তথাকার 'উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ' এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে জনসাধারণের মাঝে ধর্মের প্রচার ও প্রসারে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আমি তাঁদের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করছি এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই পুণ্য প্রভাবে তাঁদের সকলের বুদ্ধজ্ঞান বিমণ্ডিত সুখী-সুন্দর জীবন লাভ হোক এই প্রার্থনা করছি।

পরিশেষে অত্র গ্রন্থটি যদি অভিধর্ম পিপাসু পাঠক ও গবেষকদের সামান্যতমও উপকারে আসে তাহলেই কেবল প্রকাশকসহ আমার ও সংশ্লিষ্ট সকলের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করবো।

"ইদম্মে পুঞ্ঞং দিট্ঠেব ধম্মে
আসবক্খয়ঞাণং পটিলাভায় সংবত্ততু,
নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতু।"

ইতি
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
৫ জুন ২০১১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১। হেতু-প্রত্যয়	১
২। আলম্বন-প্রত্যয়	৫
৩। অধিপতি-প্রত্যয়	৭
৪। অনন্তর-প্রত্যয়	১৩
৫। সমনন্তর-প্রত্যয়	১৭
৬। সহজাত-প্রত্যয়	১৯
৭। অন্যোন্য-প্রত্যয়	২০
৮। নিশ্রয়-প্রত্যয়	২১
৯। উপনিশ্রয়-প্রত্যয়	২৩
১০। পূর্বজাত-প্রত্যয়	২৯
১১। পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়	৩০
১২। আসেবন-প্রত্যয়	৩১
১৩। কর্ম-প্রত্যয়	৩৩
১৪। বিপাক-প্রত্যয়	৩৫
১৫। আহার-প্রত্যয়	৩৭
১৬। ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়	৩৯
১৭। ধ্যান-প্রত্যয়	৪২
১৮। মার্গ-প্রত্যয়	৪৩
১৯। সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয়	৪৪
২০। বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়	৪৫
২১। অস্তি-প্রত্যয়	৪৬
২২। নাস্তি-প্রত্যয়	৪৬
২৩। বিগত-প্রত্যয়	৪৬
২৪। অবিগত-প্রত্যয়	৪৬
স্বভাবানুসারে প্রত্যয়ের শ্রেণী বিভাগ	৪৬

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি

পঞ্চবিজ্ঞানে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি ৪৯
অহেতুক চিত্তোৎপত্তিতে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি.....৫২
অকুশল চিত্তোৎপত্তিতে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি.....৫৪
চিত্তোৎপত্তিসমূহে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি ৫৫
রূপকলাপসমূহে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি ৫৮

"সেই ভগবান অরহৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রণাম"

পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী

১। হেতু-প্রত্যয়

হেতু-প্রত্যয় কত প্রকার ও কি কি?

হেতু-প্রত্যয় ছয় প্রকার, যথা : লোভ হেতু-প্রত্যয়, দ্বেষ হেতু-প্রত্যয়, মোহ হেতু-প্রত্যয়, অলোভ হেতু-প্রত্যয়, অদ্বেষ হেতু-প্রত্যয় এবং অমোহ হেতু-প্রত্যয়।

হেতু-প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্মসমূহ কত প্রকার ও কি কি? লোভ সহজাত তথা লোভ হেতুর সহিত একসঙ্গে উৎপন্ন হয় এমন চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ ও রূপ-কলাপ ধর্মসমূহ, দ্বেষ সহজাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ ও রূপ-কলাপ ধর্মসমূহ, মোহ সহজাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ ও রূপ-কলাপ ধর্মসমূহ, অলোভ সহজাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ ও রূপ-কলাপ ধর্মসমূহ, অদ্বেষ সহজাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ ও রূপ-কলাপ ধর্মসমূহ, অমোহ সহজাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ ও রূপ-কলাপ ধর্মসমূহ। এই সমস্ত ধর্মই হচ্ছে হেতু-প্রত্যয় হতে উৎপন্ন "হেতু-প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম"।

সহজাত রূপ-কলাপসমূহ হচ্ছে সহেতুক প্রতিসন্ধিকের প্রতিসন্ধির সময় উৎপন্ন কর্মজরূপ এবং প্রবর্তনকালে সহেতুক চিত্তজরূপ। তথায় "প্রতিসন্ধির সময়" বলতে যখন প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয় তখন। আর "প্রবর্তন কাল" বলতে প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিতিক্ষণ হতে চ্যুতি চিত্তের আগ পর্যন্ত সময় কালকে বুঝায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'হেতু' বলা হয়? আর কি অর্থেই বা 'প্রত্যয়' বলা হয়? মূল তথা শিকড় অর্থে 'হেতু' আর উপকারক অর্থে 'প্রত্যয়' বলা হয়। মূল-যমকে বর্ণিত লোভ, দ্বেষ প্রভৃতি মূল ধর্মসমূহের মূলভাব তথা শিকড়-স্বভাবের মধ্যেই

মূলের অর্থ নিহিত আছে। সেই মূল তথা শিকড়ের অর্থ মূল-যমক দীপনীতে বৃক্ষমূলের সহিত তুলনা করে প্রদর্শিত হয়েছে।

অন্যদিকে একজন পুরুষ যদি একজন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তচিত্ত হন, যতক্ষণ না তিনি তার সেই আসক্তচিত্ত ত্যাগ করেন, ততক্ষণ সেই পুরুষের চিত্তে সেই স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে লোভ সহজাত কায়কর্ম, বাক্যকর্ম, মনঃকর্ম এবং লোভ-সমুত্থিত চিত্তজরূপ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে। সেই সমস্ত চিত্ত-চৈতসিক ও রূপ তখন সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি অনুরাগ, আসক্তি তথা লোভমূলক হয়ে থাকে। সেই লোভই তখন তাদের মধ্যে 'মূল' এই অর্থে 'হেতু' আর 'উপকারক' এই অর্থে 'প্রত্যয়'। সে কারণেই 'হেতু-প্রত্যয়' বলা হয়েছে। অবশিষ্ট আসক্তি বা অনুরাগ-উৎপাদনীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আসক্তি বা অনুরাগ বশে উৎপন্ন লোভাদির ক্ষেত্রে, দ্বেষ-উৎপাদনীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে দ্বেষ বশে উৎপন্ন দ্বেষাদির ক্ষেত্রে এবং মোহ-উৎপাদনীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে মোহ বশে উৎপন্ন মোহাদির ক্ষেত্রেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

বৃক্ষের মূল তথা শিকড় যেমন মাটির ভিতর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে মাটি ও জলের রস গ্রহণপূর্বক সেই বৃক্ষকে আমৃত্যুকাল পর্যন্ত সঞ্জীবিত রাখে এবং তাতে করে বৃক্ষটি দীর্ঘকাল যাবৎ বেড়ে উঠে ও বেঁচে থাকে; অনুরূপভাবে লোভও সেই সেই বিষয়াদিতে অনুরাগ তথা আসক্তি বশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই সেই বিষয়ের প্রিয়রূপ-রস ও সাতরূপ-রস গ্রহণ করত সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহকে কায়কর্ম ও বাক্যকর্মে রূপান্ত রিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সঞ্জীবিত রাখে এবং পরে কায়কর্মে বা বাক্যকর্মে রূপান্তরিত করে। ঠিক অনুরূপভাবে বলা যায় যে, দ্বেষ ক্রোধ বশে অপ্রিয়-রূপ ও অসাতরূপ হতে রস গ্রহণ করে

এবং মোহ নানাবিধ আলম্বনে মোহিত হয়ে নিরর্থক চিত্ত ক্রিয়া হতে রস বাড়িয়ে থাকে। এরূপে গ্রহণ ও বর্ধন করার ফলে লোভ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ ধর্ম অনুরাগ তথা আসক্তি উৎপাদনীয় প্রভৃতি বিষয় তথা আলম্বনাদিতে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহকে আনন্দের সহিত উপভোগ করতে করতে দীর্ঘকালব্যাপী উৎপন্ন ও প্রবাহিত করতে থাকে। তৎসমস্ত ধর্মসমূহও তদ্রূপভাবে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে। সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ সেভাবে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হওয়ার সময় সহজাত রূপ-কলাপগুলিও একই রকমভাবে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে। সেক্ষেত্রে "সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহকে সঞ্জীবিত রাখে" এর অর্থ হচ্ছে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ এই দুই রূপ হতে রস নিয়ে সেগুলোকে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহের নিকট উপনীত করায় বা প্রাপ্ত করায়।

সত্যজ্ঞানের উদয়ে সেই পুরুষ যখন কামের আদীনব তথা উপদ্রব দেখতে পান, তখন তিনি সেই আসক্তচিত্ত (অতি সহসা) ত্যাগ করেন এবং সেই স্ত্রীলোকটিকে কেন্দ্র করে তার অলোভ উৎপন্ন হতে থাকে। পূর্বে যেই সময় সেই স্ত্রীলোকটিকে কেন্দ্র করে লোভমূলক অশুদ্ধ, কলুষযুক্ত কায়-বাক্য-মনঃকর্ম উৎপন্ন হতো, এখনও ঠিক সেই সময়ে অলোভমূলক শুদ্ধ, নিষ্কলুষ কায়-বাক্য-মনঃকর্ম উৎপন্ন হয়। প্রব্রজিত-শীল সংযম অনুশীলিত হয় এবং পরিকর্ম ধ্যান ও অর্পণা ধ্যান উৎপন্ন হয়। তখন সেই অলোভই 'মূল' এই অর্থে 'হেতু' এবং 'উপকারক' এই অর্থে 'প্রত্যয়' হয়। সে কারণেই 'হেতু-প্রত্যয়' বলা হয়। ঠিক এভাবেই লোভের প্রতিপক্ষ হিসেবে অলোভ, দ্বেষের প্রতিপক্ষ হিসেবে অদ্বেষ এবং মোহের প্রতিপক্ষ হিসেবে অমোহ কাজ করে থাকে।

এক্ষেত্রে অলোভও বৃক্ষমূলের সহিত তুলনীয়। লোভনীয় বিষয় বা আলম্বনাদিতে লোভ পরিত্যাগ করত

লোভবিবেকসুখরস বর্ধিত করে থাকে। সেই সুখ সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহকে আনন্দের সহিত উপভোগ করতে করতে ধ্যানসুখ, সমাপত্তিসুখ অথবা মার্গসুখ, ফলসুখ পর্যন্ত পালন, রক্ষণ ও বর্ধন করে থাকে। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, অদ্বেষ দোষণীয় (দ্বেষ-উৎপাদনীয়) বিষয় বা আলম্বনাদিতে দ্বেষবিবেকসুখরস বর্ধিত করে থাকে এবং অমোহ মোহনীয় (মোহ-উৎপাদনীয়) বিষয় বা আলম্বনাদিতে মোহবিবেকসুখরস বর্ধিত করে থাকে। এভাবে লোভ-দ্বেষ-মোহ বিবেক সুখরস বর্ধিত হওয়ার ফলে অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এই তিনটি ধর্ম কুশলধর্মসমূহে তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহকে আনন্দের সহিত উপভোগ করতে করতে দীর্ঘকালব্যাপী উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে। তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহও তদ্রূপভাবে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে। সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ সেভাবে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হওয়ার সময় সহজাতরূপ কলাপগুলিও একই রকমভাবে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে।

তথায় 'বিবেক' অর্থে প্রস্থান, বিদূরণ। লোভের প্রস্থান তথা বিদূরণই হচ্ছে 'লোভবিবেক'। তাদৃশ লোভবিবেকের প্রতি সুখই হচ্ছে 'লোভবিবেকসুখ'। এক কথায় বলা যায় যে, লোভবিবেকজনিত উৎপন্ন সুখই হচ্ছে 'লোভবিবেকসুখ'। সেই লোভবিবেকসুখ হতে উৎপন্ন রসই হচ্ছে 'লোভবিবেকসুখরস'। এই হচ্ছে অভিধর্মের প্রস্থান নীতি।

'সূত্র' মতে অবিদ্যা নামক মোহ এবং তৃষ্ণা নামক লোভ এই দুটি ধর্মই সমস্ত প্রকার সংসারাবর্ত দুঃখ ধর্মের মূল কারণ। আর দ্বেষ হচ্ছে লোভের আশ্রয়ে উৎপন্ন পাপমূল বা অকুশলমূল। বিদ্যা নামক অমোহ এবং নিষ্কাম ধাতু নামক অলোভ এই দুটি ধর্মই পরমা শান্তিপ্রদ নির্বাণ ধর্মের মূল-কারণ। আর অদ্বেষ হচ্ছে অলোভের আশ্রয়ে উৎপন্ন কল্যাণমূল বা কুশলমূল।

এভাবেই ছয় প্রকার মূল সহজাত ও অসহজাত নামরূপ ধর্মসমূহের প্রত্যয় হয়ে থাকে। এই হচ্ছে সূত্রোক্ত প্রস্থান-নীতি।

[হেতু-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

২। আলম্বন-প্রত্যয়

আলম্বন-প্রত্যয় কত প্রকার ও কি কি? তিপ্পান্ন প্রকার চিত্ত-চৈতসিক, আটাশ প্রকার রূপ, নির্বাণ ও সকল প্রকার প্রজ্ঞপ্তিই হচ্ছে আলম্বন-প্রত্যয়। এক কথায় বলতে গেলে, জগতে এমন কোন ধর্ম বা বিষয় নেই যা চিত্ত চৈতসিকের আলম্বন হয় না। তবে আলম্বনকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা : রূপালম্বন, শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন, স্প্রষ্টব্যালম্বন ও ধর্মালম্বন।

কোন্ কোন্ ধর্মসমূহ আলম্বন-প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্ন? তিপ্পান্ন প্রকার চিত্ত-চৈতসিক ধর্মই আলম্বন-প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। এক কথায় বলতে গেলে, জগতে এমন কোন চিত্ত নেই যেই চিত্ত বিদ্যমান (ভূত) বা অবিদ্যমান (অভূত) আলম্বনের সাহায্য ব্যতীত উৎপন্ন হতে পারে।

বর্তমানকালীয় রূপালম্বন অহেতুক কুশল বিপাক ও অকুশল বিপাক এই দুই প্রকার চক্ষুবিজ্ঞান চিত্তের আলম্বন-প্রত্যয় হয়। তদ্রূপ বর্তমানকালীয় শব্দালম্বন দুই প্রকার শ্রোত্রবিজ্ঞান চিত্তের আলম্বন-প্রত্যয় হয়। বর্তমানকালীয় গন্ধালম্বন দুই প্রকার ঘ্রাণবিজ্ঞান চিত্তের আলম্বন-প্রত্যয় হয়। বর্তমানকালীয় রসালম্বন দুই প্রকার জিহ্বাবিজ্ঞান চিত্তের আলম্বন-প্রত্যয় হয়। বর্তমানকালীয় তিন প্রকার স্প্রষ্টব্যালম্বন দুই প্রকার কায়বিজ্ঞান চিত্তের আলম্বন-প্রত্যয় হয়। উপরোক্ত বর্তমানকালীয় পঞ্চবিধ আলম্বন এক পঞ্চদ্বারাবর্তন ও দুই সম্প্রতীচ্ছ–এই ত্রিবিধ মনোধাতু চিত্তের আলম্বন-প্রত্যয় হয়। উপরোক্ত সকল প্রকার অতীত, অনাগত ও বর্তমানকালীয় পঞ্চবিধ আলম্বন অথবা সকল

প্রকার ত্রিকালিক, কালবিমুক্ত ও ধর্মালম্বন ছিয়াত্তর প্রকার মনোবিজ্ঞান চিত্তের অবস্থানুসারে আলম্বন-প্রত্যয় হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'আলম্বন' বলা হয়? আর কি অর্থেই বা 'প্রত্যয়' বলা হয়? 'আলম্বিতব্য' এই অর্থে 'আলম্বন' আর 'উপকারক' এই অর্থে 'প্রত্যয়' বলা হয়।

এক্ষেত্রে 'আলম্বিতব্য' অর্থে আলম্বনকার্য হওয়া। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে চিত্ত-চৈতসিকসমূহের আলম্বন গ্রহণ কার্য হয়, আলম্বন আকর্ষণ কার্য হয়।

যেমন ধরা যাক, পৃথিবীতে লৌহধাতু বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী লোহার মিস্ত্রি আছে। সে লৌহধাতু কামনা করে, ইচ্ছা করে। সে এক লৌহখণ্ডের সমীপে উপনীত হয়ে সেই লৌহখণ্ডকে কামনা বা ইচ্ছা করায় লৌহখণ্ডের দিকে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে সেই লৌহখণ্ডের কাছে পৌঁছায়। অথবা লৌহখণ্ডকে নিজের দিকে টানতে থাকে। সেই লৌহখণ্ড ক্রমশ তার দিকে আসতে থাকে এবং একসময় তার কাছে পৌঁছায়। এই হচ্ছে লোহার মিস্ত্রির আলম্বন গ্রহণ কার্য। অনুরূপভাবে চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহের আলম্বন গ্রহণ কার্যও দ্রষ্টব্য। কেবলমাত্র আলম্বনসমূহে আলম্বন হয় না। পক্ষান্তরে চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ সত্ত্বগণের উৎপন্ন হওয়ার সময় ছয়দ্বারের মধ্যে কোন একটিতে আলম্বন উপস্থিত হলে সেগুলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হওয়ার পর সেগুলো আবার ক্ষণে ক্ষণে নিরুদ্ধ হয়।

যেমন, ঢোলবাদক ঢোল বাজানোর সময় হাত দিয়ে ঢোলে আঘাত করলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ঢোলের শব্দ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হওয়ার পরই তা ক্ষণে ক্ষণে নিরুদ্ধ হয়। বীণাবাদক বীণা বাজানোর সময় বীণার তারে বীণাদণ্ড দিয়ে আঘাত করলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বীণাশব্দ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হওয়ার

পরপরই তা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নিরুদ্ধ হয়। এমনকি ঘুমন্ত ব্যক্তির ভবাঙ্গ চিত্ত প্রবাহিত হওয়ার সময়ও পূর্বজন্মে মরণাসন্ন কালে ছয়দ্বারে উপস্থিত হওয়া কর্ম, কর্মনিমিত্ত ও গতিনিমিত্ত ভবাঙ্গ চিত্তের আলম্বন-প্রত্যয় হয়।

[আলম্বন-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

৩। অধিপতি-প্রত্যয়

অধিপতি-প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা : আলম্বনাধিপতি-প্রত্যয় এবং সহজাতাধিপতি-প্রত্যয়। তন্মধ্যে আলম্বনাধিপতি-প্রত্যয় কিরূপ? পূর্বোক্ত আলম্বন-প্রত্যয়ে বর্ণিত আলম্বনসমূহের মধ্যে যেই সমস্ত আলম্বন অতিইষ্ট, অতিকান্ত, অতিমনোজ্ঞ ও অত্যন্ত গুরুত্ববহ সেই সমস্ত আলম্বনই আলম্বনাধিপতি-প্রত্যয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, স্বভাবত ইষ্ট হোক বা অনিষ্ট হোক, সেই পুরুষের অতিঈপ্সিত আলম্বনই এখানে 'অতিইষ্ট' বুঝানো হয়েছে।

দুই প্রকার দ্বেষমূলক চিত্তোৎপত্তি, দুই প্রকার মোহমূলক চিত্তোৎপত্তি এবং দুঃখ সহজাত কায়বিজ্ঞান চিত্তোৎপত্তি ব্যতীত অবশিষ্ট সকল কামাবচর চিত্ত-চৈতসিক, রূপাবচর ও লোকোত্তর চিত্ত-চৈতসিক সাধারণত 'অতিইষ্ট' হয়ে থাকে।

তন্মধ্যে কামাবচর আলম্বনসমূহ যখন অত্যন্ত গুরুত্ব-সহকারে গৃহীত হয় তখন সেগুলো আলম্বনাধিপতি-প্রত্যয় হয়। আর অত্যন্ত গুরুত্ব-সহকারে গৃহীত না হলে তখন সেগুলো আলম্বনাধিপতি-প্রত্যয় হয় না। ধ্যানলাভী নিজের লব্ধ মহদ্‌গত ধ্যানকে এবং আর্যশ্রাবক নিজের লব্ধ লোকোত্তর ধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্ব-সহকারে গ্রহণ করেন না এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই।

কোন্ কোন্ ধর্মসমূহ সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্ন? আট প্রকার লোভচিত্ত, আট প্রকার কামাবচর কুশল-চিত্ত, চারি প্রকার কামাবচর জ্ঞানসম্প্রযুক্ত ক্রিয়াচিত্ত ও আট প্রকার লোকোত্তর চিত্ত, এই সমস্ত চিত্তই সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

তন্মধ্যে ছয় প্রকার লৌকিয় আলম্বন লোভমূলক চিত্তের প্রত্যয় হয়। সতের প্রকার লৌকিয় কুশল চারি প্রকার জ্ঞানবিপ্রযুক্ত কুশল চিত্তের প্রত্যয় হয়। সেই সতের প্রকার লৌকিয় কুশল, অরহত্ত্ব মার্গফল ব্যতীত অবশিষ্ট মার্গফল ও নির্বাণ চারি প্রকার জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কুশল চিত্তের প্রত্যয় হয়। অরহত্ত্ব মার্গফল ও নির্বাণ চারি প্রকার জ্ঞানসম্প্রযুক্ত ক্রিয়াচিত্তের প্রত্যয় হয় এবং একমাত্র নির্বাণ-ই অষ্ট লোকোত্তর চিত্তের প্রত্যয় হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'আলম্বন' বলা হয়? আর কি অর্থেই বা 'অধিপতি' বলা হয়? 'আলম্বিতব্য' অর্থে আলম্বন আর 'আধিপত্য' অর্থে অধিপতি। এখানে 'আধিপত্য' অর্থ কি? উৎপদ্যমান চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহের মধ্যে আলম্বন নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্ব-সহকারে গ্রহণ করত প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে এই অর্থে 'আধিপত্য'। আলম্বনাধিপতি-প্রত্যয় হচ্ছে 'প্রভু' সদৃশ এবং প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্মসমূহ হচ্ছে 'দাস' সদৃশ।

'সুতসোম' জাতকে নরমাংসখাদক ব্রহ্মদত্ত রাজা মনুষ্য মাংসকে অত্যন্ত গুরুত্ব-সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। অতএব তিনি মনুষ্য মাংসের জন্য রাজ্য ত্যাগ করে অরণ্যে বিচরণ করতেন। তথায় মনুষ্য মাংসের গন্ধ-রস ধর্মসমূহ হচ্ছে আলম্বনাধিপতি-প্রত্যয়। নরমাংসখাদক ব্রহ্মদত্ত রাজার লোভচিত্ত হচ্ছে প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। অন্যদিকে রাজা সুতসোম সত্যধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্ব-সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। অতএব তিনি তার সত্যধর্ম রক্ষার জন্যেই রাজ্যসম্পত্তি, জ্ঞাতিসঙ্ঘ, এমনকি নিজের

জীবনের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ না করে পুনরায় নরমাংসখাদক ব্রহ্মদত্ত রাজার নিকট ফিরে গিয়েছিলেন। তথায় সত্যধর্ম হচ্ছে আলম্বনাধিপতি-প্রত্যয়। রাজা সুতসোমের কুশলচিত্ত হচ্ছে প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। গুরুত্ব-সহকারে গৃহীত অন্যান্য সমস্ত আলম্বন সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

এখন 'সহজাতাধিপতি' কিরূপ? অধিপতি-স্বভাব-বিশিষ্ট ছন্দ, চিত্ত, বীর্য ও বীমাংসা তথা প্রজ্ঞা এই চারি ধর্মই 'সহজাতাধিপতি-প্রত্যয়'।

কোন্ কোন্ ধর্মসমূহ সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্ন? অধিপতি-সম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিক এবং অধিপতি-সমুত্থিত চিত্তজরূপ সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'সহজাত' বলা হয়? আর কি অর্থেই বা 'অধিপতি' বলা হয়? একসাথে উৎপন্ন হয় এই অর্থে 'সহজাত' আর সহজাত-ধর্মসমূহের মধ্যে প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে এই অর্থে 'অধিপতি'। তথায় যেই ধর্ম নিজে উৎপন্ন হওয়ার সময় নিজের সহজাত-ধর্মসমূহকে নিজের সাথে উৎপন্ন করায় অর্থাৎ তার নিজের সহজাত-ধর্মসমূহের সাথেই উৎপন্ন হয় এই অর্থে 'একসাথে উৎপন্ন হয়'।

পরাভূত করে বা পরাজিত করে এই অর্থেই 'প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে' বলা হয়েছে। রাজচক্রবর্তী যেমন নিজের পুণ্যঋদ্ধি বলে সকল দ্বীপবাসীকে পরাভূত বা পরাজিত করে নিজের বশে আনেন এবং সকল দ্বীপবাসীও তার বশ্যতা বা অধীনতা স্বীকার করে নেয়। তদ্রূপভাবে অধিপতি-স্বভাব-বিশিষ্ট এই চারিধর্মও আপন আপন সহজাত ধর্মসমূহকে পরাভূত বা পরাজিত করে নিজের বশে আনে এবং সহজাত ধর্মসমূহও তাদের নিকট বশ্যতা বা অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কঠিন শিলাস্তম্ভে যেমন পৃথিবীধাতু, বিপুল জলরাশিতে যেমন আপধাতু,

আগুনের মধ্যে যেমন তেজধাতু এবং বাতাসের মধ্যে যেমন বায়ুধাতু নিজের সহজাত অন্য তিনটি ধাতুর উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে স্ববশে আনয়ন করে এবং সহজাত ধর্মসমূহও তার বশে আসতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে অধিপতি-স্বভাব-বিশিষ্ট এই চারিধর্ম স্ববলে সহজাত ধর্মসমূহকে স্ববশে আনয়ন করে এবং সহজাত ধর্মসমূহও তাদের বশে আসতে বাধ্য হয়। এভাবেই সহজাতাধিপতি-প্রত্যয় সহজাত-ধর্মসমূহের মধ্যে প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলতে পারেন, সহজাত ধর্মসমূহের উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে এই অর্থেই যদি 'অধিপতি' বলা হয়, তাহলে তো ছন্দকে অধিপতি না বলে লোভকেই অধিপতি বলা উচিত। কারণ, 'লোভ' তো 'ছন্দ' হতে আরও বেশি বলবতী হয়ে সহজাত ধর্মসমূহের উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে উৎপন্ন হয়। এমনটি বলা হলে উত্তরে বলতে হয়—একমাত্র মূর্খ পৃথকজনেরাই 'ছন্দ' হতে 'লোভ' অধিক বলবান বলে থাকে। কিন্তু পণ্ডিতমাত্রেই বলে থাকেন যে, 'লোভ' হতে ছন্দই অধিক বলবান হয়ে সহজাত-ধর্মসমূহের উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে উৎপন্ন হয়। বাস্তবিকই যদি 'ছন্দ' হতে 'লোভ' অধিক বলবান হয়ে থাকতো, তাহলে এই সত্ত্বগণ লোভেরই হস্তগত এতসব ভবসম্পত্তি, ভোগসম্পত্তি পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যধর্ম পরিপূরণ করে সংসারাবর্ত দুঃখ হতে কিভাবে মুক্ত হতো? 'ছন্দ' লোভ হতে অধিক বলবান হওয়ায় এই সত্ত্বগণ লোভেরই হস্তগত এতসব ভবসম্পত্তি, ভোগসম্পত্তি পরিত্যাগ করে নৈষ্ক্রম্যধর্ম পরিপূরণ করত সংসারাবর্ত দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে থাকেন। তাই বলতে হয় 'ছন্দ' লোভ হতে অধিক

বলবান এবং ছন্দই অধিপতি, লোভ অধিপতি নহে। দ্বেষ প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

পৃথিবীতে যতসব মহৎ ও সুদুষ্কর পুরুষোচিত কর্ম আছে তার প্রত্যেকটিতেই এই চারি প্রকার অধিপতি কর্মসিদ্ধি তথা সফলতার দিকে পরিচালিত করে। কিভাবে?

পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছে যাদের ইচ্ছাশক্তি (ছন্দ) অত্যন্ত দুর্বল। তারা মহৎ ও সুদুষ্কর পুরুষোচিত কাজ দেখতে পেলেই তাদের মন থেকে সমূহ ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তারা কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করে না। 'ইহা আমাদের বিষয় নয়' এই বলে তারা বিষয়টির প্রতি উদাসীন হয়। যার ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল, তিনি তেমন পুরুষোচিত কাজ দেখতে পেলে আরও প্রবল উৎসাহী হন। তিনি কাজ করতে আরও বেশি ইচ্ছা পোষণ করেন। 'ইহা আমারই বিষয়' এই বলে তিনি দৃঢ়তর অবস্থান নেন। তিনি এমন এক ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান হন যে, যতক্ষণ না কাজটি শেষ করতে পারেন, ততক্ষণ সেই কাজ ছেড়ে দিতে নারাজ। এমন অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকার ফলে সেই কাজটি যত বড়ই হোক না কেন একসময় তিনি অবশ্যই সফল হবেন।

পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছে যারা হীনবীর্য। তেমন হীনবীর্য লোকেরা মহৎ ও সুদুষ্কর পুরুষোচিত কাজ দেখলেই তাদের বীর্যশক্তি লোপ পায়। 'আমি এই কাজ করলে শুধু শুধু বহু শারীরিক দুঃখ বা মনঃকষ্টের শিকার হবো' এই ভেবে সে পিছপা হয়। কিন্তু যিনি বীর্যবান দৃঢ়পরাক্রমী তিনি তেমন কাজ দেখলেই তার বীর্যশক্তি আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যাপক উদ্যম-সহকারে অতিসহসাই সেই কাজটি করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি দীর্ঘকালব্যাপী সেই কাজ করতে থাকেন। বহু শারীরিক দুঃখ বা মনঃকষ্টকে জয় করে তিনি সেই মহৎ

বীর্যকর্মের প্রতি মোটেও বিরক্ত হন না। ব্যাপক কর্মোদ্যম হতে মোটেও পিছপা হন না। তদুপরি তেমন প্রবল বীর্যবলে রাতদিন অতিবাহিত করার ফলে চিত্তে এক ধরণের সুখ অনুভব করেন। এহেন অদম্য বীর্যশক্তি থাকার ফলে সেই কাজটি যত বড়ই হোক না কেন একসময় তিনি অবশ্যই সফল হবেন।

পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছে যাদের চিত্ত অত্যন্ত হীন, নীচ। তেমন হীনচিত্ত মানুষেরা মহৎ ও সুদুষ্কর পুরুষোচিত কাজ দেখলেই তাদের চিত্ত কেমন যেন কুঁকড়ে যায়। তারা পুনরায় তা চিন্তাই করতে পারে না। কিন্তু যার চিত্ত বিশাল, বড় কেবল তিনিই তেমন কাজ দেখলে আনন্দিত চিত্ত হন। তিনি তার চিত্তকে তেমন কাজ করা থেকে আর নিবৃত্ত করতে পারেন না। তার চিত্ত তখন প্রতিনিয়ত সেই কাজের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। কাজটির প্রতি এমন নিবদ্ধচিত্ত হওয়ার ফলে তিনি দীর্ঘকালব্যাপী সেই কাজটি করতে থাকেন। বহু শারীরিক দুঃখ বা মনঃকষ্টকে জয় করে তিনি চিত্তকে সুসংগঠিত করতে পারেন। অতএব সেই কাজটি যত বড়ই হোক না কেন একসময় তিনি অবশ্যই সফল হবেন।

পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছে যাদের প্রজ্ঞা তথা জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত অর্থাৎ মন্দপ্রাজ্ঞ। তেমন মন্দপ্রাজ্ঞ লোকেরা মহৎ ও সুদুষ্কর পুরুষোচিত কাজ দেখলেই তাদের প্রজ্ঞা তথা জ্ঞানদৃষ্টি যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। সেই কাজটির আদি-অন্ত কিছুই তাদের জ্ঞানদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। তারা যেন অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকারেই প্রবেশ করে থাকে। তাদের চিত্ত আর সেই কাজ করতে এগোয় না। অথচ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি তেমন মহৎ কাজ দেখতে পেলেই যেন তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়। সেই কাজটির আদি-অন্ত সবকিছুই যেন তার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। একিসাথে সেই কাজটির ভাবী সুফলও তিনি অনায়াসে

দেখতে পান। সেই কাজটি যাতে যথাযথভাবে সুখে সুসম্পন্ন করা যায় তার নানাবিধ কৌশলও তার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে তিনি প্রবল উৎসাহ নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী সেই কাজটি করতে থাকেন। বহু শারীরিক দুঃখ বা মনঃকষ্টকে জয় করে তিনি সেই কাজের প্রতি মোটেও বিরক্ত চিত্ত হন না। অত্যন্ত কর্মদক্ষতার সহিত কাজ করায় চিত্তে এক ধরণের সুখ অনুভব করেন। ফলে সেই কাজটি যত বড়ই হোক না কেন একসময় তিনি অবশ্যই সফল হবেন।

এভাবে পৃথিবীতে যতসব মহৎ ও সুদুষ্কর পুরুষোচিত কাজ আছে তার প্রত্যেকটিতেই এই চারি প্রকার অধিপতি কর্মসিদ্ধি তথা সফলতার দিকে পরিচালিত করে। এই চারি প্রকার অধিপতি বিদ্যমান থাকার ফলেই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ দেখা যায়, সর্বজ্ঞ বোধিসত্ত্ব দেখা যায়, প্রত্যেক বুদ্ধ দেখা যায়, প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব দেখা যায়, অগ্রশ্রাবক দেখা যায়, মহাশ্রাবক ও শ্রাবক-বোধিসত্ত্ব দেখা যায়। মানুষদের মধ্যে এতাদৃশ বিশেষ পার্থক্য থাকার কারণেই পৃথিবীতে লোকের অর্থ-হিত-সুখের জন্য শিল্পজ্ঞানের পার্থক্য এবং পরিভোগ্য বস্তুর মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়।

[অধিপতি-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

৪। অনন্তর-প্রত্যয়

অনন্তর-প্রত্যয় কিরূপ? অবিচ্ছেদ্যভাবে ক্ষণে ক্ষণে নিরুদ্ধ চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ হচ্ছে অনন্তর-প্রত্যয়।

কোন্ কোন্ ধর্মসমূহ অনন্তর-প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্ন? সর্বশেষ নিরুদ্ধ চিত্তের পরক্ষণেই অবিচ্ছেদ্যভাবে উৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহই হচ্ছে সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

এক ভবের (জন্মের) প্রতিসন্ধি চিত্ত প্রথম ভবাঙ্গ চিত্তের অনন্তর-প্রত্যয়। প্রথম ভবাঙ্গ চিত্ত দ্বিতীয় ভবাঙ্গ চিত্তের অনন্তর-প্রত্যয় প্রভৃতি এভাবেই গৃহীতব্য।

ধর্মযমকে বর্ণিত মতে 'শুদ্ধাবাস ব্রহ্মগণের দ্বিতীয় অকুশল চিত্ত বিদ্যমান থাকে। ফলে সেই সত্ত্বের নিজের অভিনব আত্মা সম্পর্কে "ইহা আমার, ইহাই আমি, ইহাই আমার আত্মা" এরূপে ভবনিকান্তি নামক তৃষ্ণাসহগত চিত্ত উৎপন্ন হয়। তখন প্রথমে দুইবার ভবাঙ্গ চলন হয়। তারপর মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয়। তারপর ভবনিকান্তি নামক সপ্ত জবন উৎপন্ন হয়। তারপর আবার ভবাঙ্গপাত হয়।

অধিকন্তু সেই সত্ত্ব তখন বর্তমানে প্রত্যুৎপন্ন ভবের কিছুই জানতে পারে না, পূর্বভবে নিজের অনুভূত আলম্বনই অনুস্মরণ করতে করতে অবস্থান করতে থাকে। বাস্তুর দুর্বলতার কারণে সেই আলম্বন অপরিবর্তীতই থাকে। তখন সেই আলম্বনকে ভিত্তি করে ঔদ্ধত্যসহগত চিত্তই বহুলভাবে উৎপন্ন হতে থাকে।

গর্ভে থাকাকালে দুই মাসের কিছু বেশি সময় অতিক্রান্ত হলে পরে নবজাতকের শরীর কিছুটা বেড়ে থাকে। তখন তার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণতা লাভ করে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হলেও আলোকাদি আবশ্যকীয় কিছু প্রত্যয় বিদ্যমান না থাকার ফলে চক্ষু বিজ্ঞানাদি চারি প্রকার বিপাক বিজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। তবে কায়বিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হতে থাকে। সেই সত্ত্ব তখন মায়ের ঈর্যাপথ পরিবর্তন করার সময় অর্থাৎ নড়াচড়া করার সময় বহুদুঃখ দৌর্মনস্য প্রত্যক্ষ অনুভব করে থাকে। প্রসবের সময়ও বহু দুঃখ ভোগ করে থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও যতক্ষণ বাস্তুরূপাদি মৃদু অবস্থায় থাকে, পরিপূর্ণ না হয়, ততক্ষণ সেই সত্ত্ব অত্যন্ত কষ্টের সহিত উত্তানশায়ী হয়ে বসবাস করে থাকে। বর্তমান কালের

কোন আলম্বন সে দেখতে পায় না। সাধারণত পূর্বজন্ম হতে প্রাপ্ত আলম্বন অনুসারেই তার বিপাক বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। যদি সে নিরয় লোক হতে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে কুৎসিত কদাকার মুখের অধিকারী হয়। পূর্বজন্মের নিরয়ালম্বনগুলিকে ভিত্তি করে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে কুৎসিত কদাকার মুখমণ্ডলই তার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়। অন্যদিকে দেবলোক থেকে জন্মগ্রহণ করে থাকলে সে দিব্য-আলম্বন অনুসারেই সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডলের অধিকারী হয় এবং তদনুসারে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলই তার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়।

কিন্তু যখন বাস্তুরূপসমূহ তীক্ষ্ণ হয়, পরিপক্ব হয় এবং বিপাক বিজ্ঞানগুলি সুস্পষ্টভাবে উৎপন্ন হতে থাকে, তখন সে মন্দভাবে না থেকে খেলায়, লীলায় বেশ আমোদ-প্রমোদে অবস্থান করতে থাকে। সে বর্তমান কালের আলম্বনসমূহকে দেখতে পায়। মায়ের জ্যোতি দেখতে পায়। তখন তার ইহলোক অনুসারে বিপাক বিজ্ঞান বহুলভাবে উৎপন্ন হতে থাকে। সে আগের জন্মকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে যে, এই সময় কি সকল সত্ত্বই আগের জন্মকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়? না, এই সময় সকল সত্ত্ব আগের জন্মকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় না। কোন কোন সত্ত্ব গর্ভে থাকা অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত দুঃখে প্রপীড়িত হওয়ার কারণে গর্ভে থাকা অবস্থায়ই সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। কোন কোন সত্ত্ব প্রসবের সময় আবার কোন কোন সত্ত্ব এই সময়েই সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। তারপর কোন কোন সত্ত্ব শৈশবে ভুলে যায়। কোন কোন সত্ত্ব প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ভুলে যায়। কোন কোন সত্ত্ব আবার আমরণকাল পর্যন্ত ভুলে যায় না। কোন কোন সত্ত্ব এমনকি দুই, তিন জন্ম পর্যন্ত অনুস্মরণ করতে পারে। এই সকল সত্ত্ব জাতিস্মরধারী অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্ম স্মরণ করতে সমর্থবান হন।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই ছয়দ্বারিক বীথি চিত্ত উৎপন্ন হতে থাকে। বর্তমানকালীয় আলম্বন স্পষ্টভাবে অনুভূত হওয়ার পর থেকেই ছয়দ্বারিক বীথিচিত্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে উৎপন্ন হতে থাকে। সর্বত্রই এইমাত্র নিরুদ্ধ সর্বশেষ চিত্তটিই অবিচ্ছেদ্যভাবে উৎপন্ন পরবর্তী চিত্তের সহিত অনন্তর-প্রত্যয়। অনন্তর-প্রত্যয়ের এই চিত্তপরম্পরা ধারাবাহিকতা অনাদিকাল থেকে সংসারে প্রচলিত আছে। যখন কোন সত্ত্ব অরহত্ত্বমার্গ লাভ করত স্কন্ধ নির্বাণ প্রাপ্ত হন, তখনই কেবল এই চিত্তপরম্পরা ধারাবাহিকতা চিরতরে ছিন্ন হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'অনন্তর' বলা হয়? আর কি অর্থেই বা 'প্রত্যয়' বলা হয়? নিজের অব্যবহিত পরে অবিকল আরও একটি ধর্ম উৎপন্ন করে এই অর্থে 'অনন্তর' আর উপকারক এই অর্থে 'প্রত্যয়' বলা হয়। এখানে 'অবিকল' অর্থে সালম্বন অবস্থায় নিজ সদৃশ। 'সালম্বন' অর্থে যেই ধর্ম আলম্বনের সাহায্য ভিন্ন উৎপন্ন হতে পারে না। এরূপে সালম্বন অবস্থায়। 'আরও একটি ধর্ম উৎপন্ন করে' অর্থে পূর্বের চিত্ত নিরুদ্ধ হয়ে গেলেও চিত্তক্রিয়ার যে বেগ বা গতি তা কিন্তু থেমে যায় না। সেই বেগ বা গতি পরে আরও একটি চিত্ত উৎপন্ন করিয়েই তারপর থেমে যায়। তাই 'আরও একটি ধর্ম উৎপন্ন করে' বলা হয়েছে।

এককথায় বলতে গেলে পূর্বেকার মাতৃ পরম্পরার ন্যায় হচ্ছে 'অনন্তর-প্রত্যয় পরম্পরা'। আর শেষের কন্যা পরম্পরার ন্যায় হচ্ছে 'প্রত্যয়োৎপন্ন পরম্পরা'। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তাহলে কি অরহৎগণের সর্বশেষ পরিনির্বাণ চিত্তটিও পুনরায় প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন করে থাকে? না, উৎপন্ন করে না। তার কারণ হচ্ছে এই, তখন তাঁর চিত্ত চিত্তের কর্মক্লেশ অনবশেষ

ধ্বংস হওয়ার ফলে চিত্তের যে বেগ বা গতি তা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয় বা থেমে যায়।

[অনন্তর-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

৫। সমনন্তর-প্রত্যয়

প্রত্যয় ধর্মের শ্রেণী বিভাগ ও প্রত্যয়োৎপন্নধর্মের শ্রেণী বিভাগ উভয়ই অনন্তর-প্রত্যয় সদৃশ।

তাহলে কি অর্থে 'সমনন্তর' বলা হয়েছে? 'সুষ্ঠু অনন্তর' এই অর্থে 'সমনন্তর' বলা হয়েছে। যেমন কঠিন শিলাস্তম্ভাদিতে রূপকলাপসমূহ যতই নিখুত, নিরেট একাবদ্ধ হোক না কেন, রূপধর্মের স্বভাব বিদ্যমান থাকার কারণে তন্মধ্যে পরিচ্ছেদরূপ তথা সচ্ছিদ্রতা-রূপ আকাশধাতু বিদ্যমান থাকবেই। দুটি রূপকলাপের মধ্যে অবশ্যই অন্তর বা ফাঁক থাকবে। তবে পূর্বের ও পরের দুটি চিত্ত-চৈতসিক কলাপের মধ্যে তাদৃশ কোন অন্তর বা ফাঁক নেই। তারা অরূপধর্মের স্বভাবধর্মী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে কোন পরিচ্ছেদ বা সচ্ছিদ্রতা বিদ্যমান থাকে না। তারা সর্বতোভাবে অন্তর রহিত হয়ে থাকে। সাধারণত এই দুটি কলাপের মধ্যে কোন অন্তর বা ফাঁক দেখা যায় না। এতে করে সত্ত্বগণ চিত্তকে নিত্য, ধ্রুব, স্থাবর ও অবিপরিনামধর্মী মনে করে। এভাবে তারা চিত্তের প্রতিও নিত্য ধারণা পোষণ করে। এভাবে 'সুষ্ঠু অনন্তর' অর্থে সমনন্তর। 'অনন্তর' অর্থ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যা নিজের অব্যবহিত পরে অবিকল আরও একটি ধর্ম উৎপন্ন করে, তা-ই অনন্তর।

এমনটি বলা হলেও নিরোধ সমাপত্তির সময় কিন্তু নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন চিত্তই পূর্বচিত্ত আর আর্যফল চিত্তই পরচিত্ত। এই দুটি চিত্তের মধ্যে এক দিবা-রাত্রি, দুই দিবা-রাত্রি করে সাত দিবা-রাত্রি পর্যন্ত চিত্তহীন (অচিত্তক) অবস্থায় থাকে। অসংজ্ঞ সত্ত্বভূমিতেও পূর্ব কামভবের চ্যুতি চিত্তই 'পূর্বচিত্ত' আর

পরের কামভবের প্রতিসন্ধি চিত্তই 'পরচিত্ত'। এই দুটি চিত্তের মধ্যে অসংজ্ঞসত্ত্ব পুদ্‌গল পাঁচশত কল্প পর্যন্ত চিত্তহীন অবস্থায় থাকে। এতে করে মনে হতে পারে যে, এই দুটি পূর্বচিত্তের নিজের অব্যবহিত পরে নিজ সদৃশ অবিকল অন্য আরও একটি চিত্ত উৎপন্ন করার শক্তি নেই। এমনটি কখনও নহে। মহৎ ভাবনা প্রণিধি বলে প্রবাহিত হওয়ার কারণে পূর্বচিত্তসমূহ নিরুদ্ধ হওয়ার সময় নিজেদের অনন্তরে অন্য একটি চিত্ত উৎপন্ন করার শক্তিসম্পন্ন হয়েই নিরুদ্ধ হয়। পরচিত্তসমূহ উৎপন্ন হওয়ার সময় দলবদ্ধভাবে পরক্ষণেই উৎপন্ন না হয়ে দীর্ঘকাল পর উৎপন্ন হয়ে থাকে। এতে করে পূর্বচিত্তসমূহের নিজেদের অনন্তরে অন্য একটি চিত্ত উৎপন্ন করার শক্তি নেই এবং তারা অনন্তর প্রত্যয় ধর্ম নহে এমনটি বলা যায় না। তার কারণ, যেমন একজন রাজার অনেক যোদ্ধা আছে। একসময় রাজা সময় বুঝে যোদ্ধাদের বললেন–"তোমরা এখন যুদ্ধ করিও না, এখন যুদ্ধের সময় নহে। অমুক সময়ে তোমরা যুদ্ধ করিও।" তারপর থেকে সেই যোদ্ধারা যুদ্ধ না করে বিচরণ করতে লাগল। এতে করে সেই যোদ্ধাদের যুদ্ধ করার শক্তি নেই কিংবা তারা যোদ্ধা নহে এমনটি বলা যাবে না।

এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, পূর্বে বলা হয়েছে "এই প্রত্যয়ে তারা অরূপধর্মের স্বভাবধর্মী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে কোন পরিচ্ছেদ বা সচ্ছিদ্রতা বিদ্যমান থাকে না। তারা সর্বতোভাবে অন্তর রহিত হয়ে থাকে। এবং ইতোপূর্বে আলম্বন প্রত্যয়েও ভেরীশব্দ ও বীণাশব্দের উপমা দিয়ে বলা হয়েছে যে, চিত্ত প্রতি ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। এখন তাহলে আমরা সেটিকে কিভাবে সত্য বলে স্বীকার করব? ইহা স্বীকৃত যে, এক চিত্তক্ষণের মধ্যেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন

চিত্তের পূর্বাপর পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহার বিস্তারিত অর্থ পূর্বে চিত্তযমক দীপনীতে বর্ণিত হয়েছে।

[সমনন্তর-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

৬। সহজাত-প্রত্যয়

প্রত্যয় ধর্মের শ্রেণী বিভাগ ও প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের শ্রেণী বিভাগ ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। একত্রে উৎপন্ন সমস্ত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মই পরস্পর যুগপৎভাবে সহজাত প্রত্যয় ও সহজাত-প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। প্রতিসন্ধির সময় নামস্কন্ধ (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) এবং সহজাত হৃদয়বাস্তু পরস্পর যুগপৎভাবে সহজাত-প্রত্যয় ও সহজাত-প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। চারি মহাভূতরূপও পরস্পর সহজাত-প্রত্যয় ও সহজাত-প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তিক্ষণে সমস্ত কর্মজরূপ এবং প্রবর্তনের সময় সেই সেই চিত্তের উৎপত্তিক্ষণে সেই সেই চিত্ত দ্বারা জাত সমস্ত চিত্তজরূপ সহজাত চিত্তের প্রত্যয়োৎপন্ন। সমস্ত প্রকার মহাভূতোৎপন্নরূপ সহজাত চারিমহাভূতরূপের প্রত্যয়োৎপন্ন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'সহজাত' বলা হয়? আর কি অর্থেই বা 'প্রত্যয়' বলা হয়? একসাথে উৎপন্ন করে অর্থে 'সহজাত' আর উপকারক অর্থে 'প্রত্যয়' বলা হয়। তথায় 'একসাথে উৎপন্ন করে' বলতে যেই ধর্ম উৎপন্ন হওয়ার সময় নিজের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের সহিত নিজেই উৎপন্ন হয় এবং নিজের প্রত্যয়োৎপন্নধর্মসমূহকে নিজের সহিতই উৎপন্ন করায়।

সূর্য যেমন নিজে উদিত হওয়ার সময় সূর্যতাপ ও সূর্যালোক উভয়কেই নিজের সহিত উৎপন্ন করায়ে উদিত হয়। প্রদীপ যেমন প্রজ্বলনকালে তাপ ও আলো উভয়কেই নিজের সহিত উৎপন্ন করায়ে প্রজ্বলিত হয়। অনুরূপভাবে এই প্রত্যয় ধর্ম উৎপন্ন হওয়ার সময় নিজের প্রত্যয়োৎপন্নধর্মসমূহকে নিজের সহিতই উৎপন্ন করে। সেক্ষেত্রে একেকটি ধর্ম সূর্য সদৃশ,

তৎসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ সূর্যতাপ সদৃশ আর সূর্যালোক সদৃশ সহজাতরূপ ধর্মসমূহ। তদ্রূপ একেকটি মহাভূতরূপ সূর্য সদৃশ, সহজাত মহাভূতরূপসমূহ সূর্যতাপ সদৃশ আর সূর্যালোক সদৃশ সহজাত-মহাভূতোৎপন্ন রূপসমূহ। প্রদীপ উপমা সম্বন্ধেও অনুরূপ।

[সহজাত-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

৭। অন্যোন্য-প্রত্যয়

সহজাত-প্রত্যয় বর্ণনায় যেই যেই প্রত্যয়ধর্ম বর্ণিত হয়েছে, সেই সেই প্রত্যয় ধর্মই এখানে যুগপৎভাবে প্রত্যয়ধর্ম ও প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। সমস্ত চিত্ত-চৈতসিকধর্ম যুগপৎভাবে অন্যোন্য-প্রত্যয় ও অন্যোন্য-প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। সহজাত চারি মহাভূতরূপও যুগপৎভাবে অন্যোন্য-প্রত্যয় ও অন্যোন্য-প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। প্রতিসন্ধির সময় নামস্কন্ধ এবং সহজাত হৃদয়বাস্তুরূপ যুগপৎভাবে অন্যোন্য-প্রত্যয় ও অন্যোন্য-প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। ইহার অর্থ অত্যন্ত সহজবোধ্য।

যেমন তিনটি দণ্ড পরস্পরের সাহায্যে, পরস্পরের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান থাকে। তন্মধ্যে কোন একটি তুলে নিলে অন্য দুটি ভূপতিত হয় অথবা কোন একটি ভূপতিত হলে অন্য দুটিও ভূপতিত হয়, তদ্রূপ অন্যোন্য-প্রত্যয় ধর্মসমূহ জ্ঞাতব্য।

এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, সমস্ত চৈতসিক ধর্ম চিত্ত প্রত্যয় লাভ না করলে উৎপন্ন হতে পারে না, ইহা ঠিক। কারণ স্পর্শ প্রভৃতি চৈতসিক কৃত্য হতে চিত্তের বিজানন কৃত্যই পূর্বগামী হওয়ার ফলে 'মনোপুব্বঙ্গমা' তথা 'মনই পূর্বগামী' বলা হয়েছে। বরঞ্চ চিত্তই চৈতসিক প্রত্যয় লাভ না করলে উৎপন্ন হতে পারে না, ইহা ঠিক নয়। ইহার কারণ, চৈতসিক ধর্মসমূহ চিত্তেরই 'সহায়ক-অঙ্গ' মাত্র। তবে ইহাও ঠিক যে, সেই চৈতসিক ধর্মসমূহের সাহায্য ছাড়া চিত্তও উৎপন্ন হতে পারে না।

চারি মহাভূতরূপ সম্বন্ধেও অনুরূপ। মহাভূতোৎপন্ন রূপ কিন্তু মহাভূতরূপের পরিণতিস্বরূপ হওয়ার কারণে 'সহায়ক-অঙ্গ' হয় না। আহাররূপ, জীবিতরূপও প্রত্যয় বিশেষত্বের কারণে 'সহায়ক-অঙ্গ' হয় না। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, তারা কেবল স্থিতির সময়ই 'সহায়ক-অঙ্গ' হয়, উৎপন্ন হওয়ার সময় হয় না। কিন্তু এখানে উৎপন্ন হওয়ার সময়ও 'সহায়ক-অঙ্গ' হতে হয়। ইহাই অভিপ্রেত।

[অন্যোন্য-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

৮। নিশ্রয়-প্রত্যয়

নিশ্রয়-প্রত্যয় তিন প্রকার, যথা : সহজাত-নিশ্রয়, বাস্তুপূর্বজাত-নিশ্রয় ও বাস্তু-আলম্বন পূর্বজাত-নিশ্রয়।

তন্মধ্যে সহজাত-নিশ্রয় কিরূপ? সমস্ত সহজাত প্রত্যয়ই সহজাত নিশ্রয়। তাই এক্ষেত্রে প্রত্যয়ের শ্রেণী বিভাগ ও প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে সহজাত প্রত্যয়ে বর্ণিত বর্ণনা মতেই জ্ঞাতব্য।

বাস্তুপূর্বজাত-নিশ্রয় কিরূপ? বাস্তুরূপ ছয় প্রকার, যথা : চক্ষুবাস্তু, শ্রোত্রবাস্তু, ঘ্রাণবাস্তু, জিহ্বাবাস্তু, কায়বাস্তু ও হৃদয়বাস্তু। এই ছয়টি বাস্তু প্রবর্তনের সময় সত্ত্বগণের বিজ্ঞান ধাতুসমূহের বাস্তু-পূর্বজাত-নিশ্রয় হয়।

বাস্তুরূপ পূর্বজাত হয়ে নিশ্রয় হয় বিধায় বাস্তু-পূর্বজাত-নিশ্রয় বলা হয়। তথায় চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহের নিশ্রয়স্থান এই অর্থে 'বাস্তু'। আর এই ছয়বাস্তুরূপ নিজ নিজ প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের উৎপন্ন হওয়ার পূর্বক্ষণেই জাত হয়, উৎপন্ন হয় এই অর্থে 'পূর্বজাত'।

সেক্ষেত্রে প্রতিসন্ধি চিত্ত তখন পূর্বজাত বাস্তুরূপের অভাবে নিজ সহোৎপন্ন হৃদয়বাস্তুরূপকে আশ্রয় করেই উৎপন্ন হয়। প্রথম ভবাঙ্গ চিত্তও প্রতিসন্ধি চিত্তের সহোৎপন্ন হৃদয়বাস্তুরূপকে আশ্রয়

করে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় ভবাঙ্গ চিত্ত প্রথম ভবাঙ্গ চিত্তের সহোৎপন্নকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়। এভাবে তৃতীয় ভবাঙ্গ চিত্ত দ্বিতীয় ভবাঙ্গ চিত্তকে আশ্রয় করে প্রভৃতি মরণাসন্নকাল পর্যন্ত মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতুর বাস্তু-পূর্বজাত-নিশ্রয় জ্ঞাতব্য।

যেমন বীণার তারে বীণাদণ্ড দ্বারা আঘাত করলেই কেবল বীণাশব্দ উৎপন্ন হয়, অন্যথায় বীণাশব্দ উৎপন্ন হয় না। তদ্রূপ পঞ্চবাস্তুর অন্তর্গত পঞ্চদ্বারের মধ্যে পাঁচ প্রকার আলম্বন উপস্থিত হলেই কেবল পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অন্যথায় উৎপন্ন হয় না।

এক বা একাধিক চিত্তক্ষণ অতীত হবার পর স্থিতিপ্রাপ্ত কালে পঞ্চালম্বনের কোন এক আলম্বন পঞ্চদ্বারের যথোচিত দ্বারে উপস্থিত হয়। দ্বারপথে আলম্বন উপস্থিত হওয়ার পর দুই চিত্তক্ষণ ভবাঙ্গ-চলন হয়। দুই চিত্তক্ষণ ভবাঙ্গ-চলনের পর এক চিত্তক্ষণের জন্য আবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয়। আবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হওয়ার পর সেই পঞ্চবিজ্ঞানের কোন একটি উৎপন্ন হয়। তাই চক্ষাদি পঞ্চবাস্তুরূপ পূর্বে অতীত ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপত্তি ক্ষণেই উৎপন্ন হয় বিধায় পঞ্চবিজ্ঞানধাতুর বাস্তু-পূর্বজাত-প্রত্যয় হয়।

মরণাসন্নকালে ছয়বাস্তুর সবকটি চ্যুতি চিত্তের আগে সতেরতম ভবাঙ্গ চিত্তের উৎপত্তি ক্ষণেই কেবল উৎপন্ন হয়, তারপর উৎপন্ন হয় না। তাই মরণাসন্নকালে ভবাঙ্গ চিত্তসমূহ, সমস্ত ছয়দ্বারিক বীথিচিত্ত ও চ্যুতিচিত্ত পূর্বোৎপন্ন সবকটিই নিজ নিজ বাস্তুর আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। ইহাই হচ্ছে বাস্তু-পূর্বজাত-নিশ্রয়।

বাস্তু-আলম্বন-পূর্বজাত নিশ্রয় কিরূপ? নিজ আধ্যাত্ম বা দেহস্থ বাস্তুরূপকে কেন্দ্র করে যেই রূপের আশ্রয়ে আমার মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় 'ইহাই আমার, ইহাই আমি, ইহাই আমার আত্মা' এভাবে তৃষ্ণা-মান-দৃষ্টি দ্বারা গ্রহণ করার কারণে অথবা 'ইহা অনিত্য, ইহা দুঃখ, ইহা অনাত্মা' এভাবে সংমর্শন

জ্ঞানযোগে আবর্তন প্রভৃতি মনোদ্বারিক চিত্তসমূহ যখন উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে। তখন সেই সেই বাস্তুরূপের প্রত্যেকটি সেই চিত্তসমূহের যুগপৎ নিশ্রয়বাস্তু ও আলম্বন হয়। তাই সেই সেই হৃদয়রূপ সেই সেই চিত্তোৎপত্তির বাস্তু-আলম্বন-পূর্বজাত নিশ্রয় হয়। ইহাই হচ্ছে 'বাস্তু-আলম্বন-পূর্বজাত-নিশ্রয়'। এভাবে নিশ্রয়-প্রত্যয় তিন প্রকার।

এখানে এখন সূত্রোক্ত নিশ্রয়ের কথা বলা হচ্ছে। এই সমস্ত মানুষ, তির্যকপ্রাণী অথবা বৃক্ষরাজি সবকিছুই মহাপৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাপৃথিবীও নিম্নস্থ বিপুল জলরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিপুল জলরাশির নিম্নস্থ উন্মুক্ত আকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাবায়ুও নিম্নস্থ উন্মুক্ত আকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ গৃহের মধ্যে, ভিক্ষু বিহারের মধ্যে, দেবতারা দিব্যবিমানে প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাপরম্পরা জেনেই নিশ্রয়-প্রত্যয় জ্ঞাতব্য।

[নিশ্রয়-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

৯। উপনিশ্রয়-প্রত্যয়

উপনিশ্রয়-প্রত্যয় তিন প্রকার, যথা : আলম্বনোপনিশ্রয়, অনন্তরোপনিশ্রয় ও প্রকৃতি-উপনিশ্রয়। তন্মধ্যে আলম্বনোপনিশ্রয় 'আলম্বনাধিপতি' সদৃশ এবং অনন্তরোপনিশ্রয় 'অনন্তর-প্রত্যয়' সদৃশ।

প্রকৃতি-উপনিশ্রয় কিরূপ? অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্ম ও বাহ্যভূত চিত্ত-চৈতসিকধর্ম, রূপ, নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি সমস্তই বর্তমানকালীয় সর্ববিধ চিত্ত-চৈতসিক ধর্মের যথোপযুক্তভাবে প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হয়।

তথায় বুদ্ধ, ধর্ম ও আর্যশ্রাবকগণ যাঁরা বহুকাল অতীতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন, তাঁরা গুরুশিষ্য পরম্পরা আমাদের মতো পরবর্তী প্রজন্মের কুশল উৎপত্তির জন্য প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হয়। তদ্রূপ পৃথিবীতে অতীতে কালগত হয়েছেন এমন

মাতা-পিতা, আচার্য, পণ্ডিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, বিখ্যাত অন্যতীর্থিয় আচার্যগণ, মহাপ্রতাপশালী মহানুভব প্রাচীন রাজাগণ, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কুশল, অকুশল ও সুখ-দুঃখ উৎপত্তির জন্য প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হয়। তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণের জন্য বহুবিধ সদ্ধর্ম-প্রজ্ঞপ্তি, অসদ্ধর্ম-প্রজ্ঞপ্তি অথবা নানাবিধ লোকহিতমূলক-কাজ পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী প্রজন্ম তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দান-শীল-ভাবনাদি কুশলকর্ম, লোকাচার, কুলাচার, গোত্রাচার, নানা মতবাদ, নানা কর্মায়তন, শিল্পায়তন, বিদ্যালয়, যথাপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম, নিগম, ক্ষেত্রভূমি, দীঘি, পুষ্করিণী, বিশাল বিশাল বনভূমি, গৃহ, রথ, শকট, নৌকা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হয়ে পৃথিবীতে সেগুলোর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে থাকে।

অনাগতে মৈত্রেয় (আর্যমিত্র) বুদ্ধ, তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত সংঘও অনুরূপভাবে বহু মানুষের পুণ্যপারমী উৎপত্তির জন্য প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হয়। তদ্রূপ এই জন্মের পরবর্তীকালে প্রাপ্তব্য আধিপত্য, প্রভূত বিত্ত-বৈভব সম্পত্তি পূর্ববর্তী বহু মানুষের নানা কর্মানুষ্ঠানের প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হয়। অনাগত জন্মে উপভোগ্য ভবসম্পত্তি, ভোগসম্পত্তি, মার্গফল, নির্বাণ সম্পত্তি প্রভৃতি পুণ্যকর্মের প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হয়। যেমন, মানুষেরা হেমন্তকালে ধান্যফল লাভ করব এই আশায় বর্ষাকালে ক্ষেত্রকর্ষণ, শষ্যবপন প্রভৃতি কর্ম শুরু করে দেয় অথবা কর্ম সাফল্যমণ্ডিত হলে প্রভূত ধন-সম্পত্তি লাভ করব এই আশায় আগে থেকেই সুকৌশলে কর্মপ্রয়াস শুরু করে দেয়। তথায় ধান্যফল লাভ ও ধন-সম্পত্তি লাভ সেই সেই কর্ম প্রচেষ্টার অনাগত প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় এবং সেই সেই কর্ম প্রচেষ্টা ধান্যফল লাভের ও ধন-সম্পত্তি লাভের অতীত প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়। অনুরূপভাবে নানাবিধ কর্মের ভাবী সুফল

দেখতে পাওয়ায় ও আকাঙ্ক্ষা করায় বহু মানুষ বর্তমানে নানাবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে। তথায় পুণ্যফল হচ্ছে পুণ্যকর্মের অনাগত প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়। আর পুণ্যকর্ম হচ্ছে পুণ্যফলের অতীত প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়। অতএব অনাগত প্রকৃতি-উপনিশ্রয় প্রত্যয়ও অতীত প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়ের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ প্রত্যয়।

বর্তমান কালের বুদ্ধগণ, দেব-মনুষ্য-ব্রহ্মাগণ ও মাতা-পিতাগণ তাঁদের বর্তমান কালের জীবিত পুত্র-কন্যাদিগের বর্তমান প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হয়। ইহা সুবিদিতই।

বুদ্ধাদি জীবিত সত্ত্বগণের উৎপন্ন প্রত্যয়ধর্মই হচ্ছে আধ্যাত্মভূত প্রকৃতি-উপনিশ্রয়ধর্ম। আর বাহ্যভূত প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হচ্ছে সত্ত্বগণের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পৃথিবী, পর্বত, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি এবং সেই সেই সত্ত্বগণের বহু উপকারী অরণ্য, বন, বৃক্ষ, তৃণ, লতাপাতা, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, বাতাস, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি। উক্ত সমস্ত কিছুই সত্ত্বগণের কুশল, অকুশল ও সুখ-দুঃখ উৎপত্তির বলবান প্রত্যয় হয়।

এই সমস্ত মানুষ যদি "দৃষ্টধর্মে তথা ইহ জীবনেই পরিনির্বাণ লাভ করব" এই ভেবে সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয়ধর্ম অনুশীলন করে অথবা অনাগত বুদ্ধের সময়ে পরিনির্বাণ লাভ করব এই ভেবে পারমী সম্ভার পূরণ করে, তখন নির্বাণই তাদের সেই ধর্মসমূহের উৎপত্তির জন্য বলবান প্রত্যয় হয়।

পৃথিবীতে নানাবিধ ব্যবহারিক ক্ষেত্রের নাম-প্রজ্ঞপ্তি এবং বুদ্ধশাসনে ত্রিপিটক পরিয়ত্তি ধর্মের অন্তর্গত নাম-প্রজ্ঞপ্তিও সেই সমস্ত অর্থ জানার জন্য বলবান প্রত্যয় হয়।

তথায় 'সংস্কৃত-ধর্ম' অর্থে যেই ধর্ম প্রত্যয় বিদ্যমান থাকলে উৎপন্ন হয় আর বিদ্যমান না থাকলে উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন

হওয়ার পরও প্রত্যয় বিদ্যমান থাকলে টিকে থাকতে পারে আর প্রত্যয় বিদ্যমান না থাকলে টিকে থাকতে পারে না। তাই সেই সমস্ত সংস্কৃতধর্মের উৎপত্তি বা স্থিতির জন্য প্রত্যয় আবশ্যক। নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি কিন্তু অসংস্কৃত ধর্ম, যার জন্মও নেই, উৎপত্তিও নেই, ধ্বংসও নেই এবং যা যা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত। তাই সেই অসংস্কৃতধর্মের উৎপত্তি বা স্থিতির জন্য প্রত্যয় প্রয়োজন হয় না।

কুশল কুশলের উপনিশ্রয়। শ্রদ্ধার উপনিশ্রয়ে দান দেয়, শীল গ্রহণ করে প্রভৃতি সুবিদিত। তদ্রূপ রাগ তথা লোভের উপনিশ্রয়ে প্রাণী হত্যা করা হয়, চুরি করা হয় প্রভৃতি; উপযুক্ত ঋতু ও ভোজনের উপনিশ্রয়ে কায়িক সুখানুভব হয় প্রভৃতি এবং অকুশল অকুশলের ও অব্যাকৃত অব্যাকৃতের উপনিশ্রয় হয়। ইহাও সুবিদিত।

তবে কুশল অকুশলেরও বলবান উপনিশ্রয় হয়। যেমন দান করার পর সেই দানের দ্বারা আত্মপ্রশংসা করে এবং পরকে অবজ্ঞা করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তদ্রূপ শীল পালন করে, সমাধি উৎপন্ন করে এবং প্রজ্ঞাবান হয়েও আত্মপ্রশংসা করে এবং পরকে অবজ্ঞা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।

কুশল অব্যাকৃতেরও বলবান উপনিশ্রয় হয়। যেমন চারি ভূমির সমস্ত কুশলকর্ম বা তদন্তর্গত অন্যান্য কুশলসমূহ কালান্তরে চারি ভূমির বিপাক হয়ে অব্যাকৃতের বলবান উপনিশ্রয় হয়। দান পারমী পূরণ করার সময় মানুষ বহু কায়িক দুঃখ ভোগ করে। তদ্রূপ শীল পারমী, নৈষ্ক্রম্য পারমী, প্রজ্ঞা পারমী, বীর্য পারমী, ক্ষান্তি পারমী, সত্য পারমী, অধিষ্ঠান পারমী, মৈত্রী পারমী, উপেক্ষা পারমী পূরণ করার সময়ও মানুষ বহু কায়িক দুঃখ ভোগ করে। ধ্যান-ভাবনা, মার্গ-ভাবনা প্রভৃতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আবার অকুশলও কুশলের বলবান উপনিশ্রয় হয়। কেউ কেউ পাপ করার পর পরবর্তীতে উৎকণ্ঠিত হয়ে সেই পাপকে ক্ষয় করার জন্য দান, শীল, ধ্যান, মার্গ প্রভৃতি কুশলকর্ম সম্পাদন করে। সেই পাপই তাদের সেই কুশল কর্মের বলবান উপনিশ্রয় হয়।

অকুশল অব্যাকৃতেরও বলবান উপনিশ্রয় হয়। বহু মানুষ আছে যারা নানা দুষ্কর্ম করে চারি অপায়ে পতিত হয়ে অপায় দুঃখ ভোগ করতেছে। এমনকি ইহ জীবনেই কেউ কেউ নিজের বা পরের দুষ্কর্মের কারণে বহু দুঃখ ভোগ করতেছে। কেউ কেউ দুষ্কর্মের দরুন প্রভূত বিত্তসম্পত্তি লাভ করে সুখ ভোগ করতেছে। বহু মানুষ রাগ বা লোভমূলক বহু দুঃখ ভোগ করতেছে। তদ্রূপ দ্বেষমূলক, দৃষ্টিমূলক, মানমূলক বহু দুঃখ ভোগ করতেছে।

আবার অব্যাকৃতও কুশলের বলবান উপনিশ্রয় হয়। ধন-সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য দান দেয়, শীল পরিপূর্ণ করে, প্রজ্ঞা পরিপূরণ করে, ভাবনার উপযোগী আবাস, লেন, গুহা, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত বা ভিক্ষাচর্যার গ্রাম, উপযুক্ত ঋতু, উপযুক্ত আহার লাভ করে সেই সেই ভাবনা অনুশীলন করে থাকে।

অব্যাকৃত অকুশলেরও বলবান উপনিশ্রয় হয়। মানুষ পৃথিবীতে চক্ষু সম্পদের আশ্রয়ে বহু দর্শনমূলক অকুশল উৎপন্ন করে থাকে। শ্রোত্রসম্পদ (কর্ণ), ঘ্রাণসম্পদ (নাক), জিহ্বাসম্পদ, কায়সম্পদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনুরূপ। তদ্রূপ হস্তসম্পদ। পাদসম্পদ, শস্ত্রসম্পদ, তলোয়ারসম্পদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে। এভাবেই উপনিশ্রয় প্রত্যয় ত্রিবিধ হয়।

এখন সূত্রোক্ত উপনিশ্রয়ের কথা বলা হচ্ছে। কল্যাণমিত্রের উপনিশ্রয়ে পাপমিত্রের উপনিশ্রয়ে, গ্রামের উপনিশ্রয়ে, অরণ্যের

উপনিশ্রয়ে প্রভৃতি বহুভাবেই ইহা আলোচিত। অপরদিকে কর্ম, চিত্ত, ঋতু, বীজ ও ধর্মনিয়ম এই পঞ্চনিয়ম ধর্ম সত্ত্বলোক, সংস্কার লোক, অবকাশ লোক নামক তিন লোকের অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হওয়ার বলবান প্রত্যয় হয়। ইহার বিস্তারিত অর্থ নিয়ম-দীপনীতে আলোচিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী অর্থে 'আলম্বনোপনিশ্রয়' বলা হয়? অধিপতিভূত আলম্বনই আলম্বন-স্বভাব সম্পন্ন ধর্মসমূহের বলবান নিশ্রয় বা আশ্রয় হয় এই অর্থে 'আলম্বনোপনিশ্রয়'।

কী অর্থে 'অনন্তরোপনিশ্রয়' বলা হয়? পূর্ববর্তী অনন্তর চিত্তই পরবর্তী অনন্তর চিত্তোৎপত্তির জন্য বলবান নিশ্রয় বা আশ্রয় হয় এই অর্থে 'অনন্তরোপনিশ্রয়'। এক্ষেত্রে পূর্বচিত্ত হচ্ছে মাতা সদৃশ আর পরচিত্ত হচ্ছে পুত্র সদৃশ। মাতা যেমন নিজের অনন্তরে পুত্রের উৎপত্তির জন্য বলবান উপনিশ্রয় হয়, তদ্রূপ পূর্বচিত্তই পরচিত্ত উৎপত্তির জন্য বলবান উপনিশ্রয় হয়।

কী অর্থে 'প্রকৃতি-উপনিশ্রয়' বলা হয়? পণ্ডিতগণের দ্বারা পৃথিবীতে স্বাভাবিক নিয়মে প্রকটিত উপনিশ্রয়ই হচ্ছে 'প্রকৃতি-উপনিশ্রয়'।

এক্ষেত্রে স্মর্তব্য এই যে, অনন্তরোপনিশ্রয়ের প্রভাব শুধু অনন্তর চিত্তেই প্রসারিত হয়। আর প্রকৃতি-উপনিশ্রয়ের প্রভাব কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। যেমন এই জন্মে বিগত কোন দিনে বা মাসে অথবা বৎসরে দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা বা জ্ঞাত হওয়া কোন বিষয় পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত প্রত্যয় লাভে শতবর্ষ পরেও মনোদ্বারে উপস্থিত হয়। তার অর্থ হচ্ছে এই, পূর্বে দৃষ্ট, শ্রুত বিষয়াদিই সত্ত্বগণ অনুস্মরণ করছে। ঔপাপাতিক সত্ত্বগণ কিন্তু আগের জন্মও স্মরণ করতে পারে। তদ্রূপ মানুষের মধ্যেও কিছু সংখ্যক জাতিস্মর জ্ঞানলাভী আছেন যাঁরা পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। তদ্রূপ

অতীতে দৃষ্ট, শ্রুত প্রভৃতি অনেক শতসহস্র বিষয়াদির মধ্যে পরবর্তী সময়ে মাত্র একক্ষণে কোন একটি বিষয় দেখলে বা শুনলে মূহুর্তের মধ্যেই বহু মনোবিজ্ঞান (চিত্ত) দ্রুত প্রসারিত হয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

[উপনিশ্রয়-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১০। পূর্বজাত-প্রত্যয়

পূর্বজাত প্রত্যয় তিন প্রকার। যথা : বাস্তু-পূর্বজাত-প্রত্যয়, আলম্বন-পূর্বজাত-প্রত্যয় এবং বাস্তু-আলম্বন পূর্বজাত-প্রত্যয়। তন্মধ্যে 'বাস্তু-পূর্বজাত' ও 'বাস্তু-আলম্বন পূর্বজাত-প্রত্যয়' সম্বন্ধে পূর্বে 'নিশ্রয়-প্রত্যয়' বর্ণনার সময় বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমানকালীয় আঠার প্রকার নিষ্পন্নরূপই হচ্ছে আলম্বন-পূর্বজাত-প্রত্যয়। তন্মধ্যে বর্তমানকালীয় রূপ, শব্দাদি পঞ্চালম্বনই নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চবিজ্ঞান বীথি চিত্তের আলম্বন-পূর্বজাত-প্রত্যয় হয়। যেমন বীণার তারে বীণাদণ্ড দ্বারা আঘাত করলেই কেবল বীণাশব্দ উৎপন্ন হয়। এতে করে সেই শব্দ পূর্বজাত হলেও বীণার তার ও বীণাদণ্ড ব্যতীত উৎপন্ন হতে পারে না। অনুরূপভাবে পঞ্চবিজ্ঞান বীথি চিত্তসমূহও পঞ্চবাস্তু দ্বারে পঞ্চবিধ আলম্বন উপস্থিত হলেই কেবল উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চদ্বারিক আলম্বন যুগপৎভাবে দুই দ্বারের মধ্যেই উপস্থিত হয়। তখন সেই পঞ্চ আলম্বন কেবল সেই পঞ্চবাস্তুর মধ্যেই উপস্থিত হয় না, একই সঙ্গে ভবাঙ্গে তথা মনোদ্বারেও উপস্থিত হয়। মনোদ্বারে সেই আলম্বন উপস্থিত হওয়ার পর দুইবার ভবাঙ্গচলন হয়ে ভবাঙ্গোপচ্ছেদ হয়। তার পরপরই মনোদ্বারাবর্তন, জবন, তদালম্বন এই তিনটি বীথিচিত্ত উৎপন্ন হয়। এতে করে বুঝা যায় যে, এই তিনটি বীথিচিত্ত পূর্বজাত-বাস্তু-দ্বারালম্বন ব্যতীত উৎপন্ন হতে পারে না। সেই আঠার প্রকার নিষ্পন্নরূপগুলি নিরুদ্ধ হয়ে গেলে 'অতীত', অনুৎপন্ন থাকলে 'অনাগত' এবং উৎপন্ন হলে

'বর্তমান'। উপরোক্ত সমস্ত আলম্বনই মনোবিজ্ঞান বীথিচিত্তের আলম্বন হয়। তন্মধ্যে বর্তমানকালীয় আলম্বনসমূহ তাদের আলম্বন-পূর্বজাত-প্রত্যয় হয়। যখন দূরে বা প্রতিচ্ছন্নে স্থিত কোন আলম্বনীয় বাস্তু মনের আলম্বন হয় তখন যদি সেই বস্তু সেখানে বিদ্যমান থাকে, তবেই বর্তমান নাম প্রাপ্ত হয়।

[পূর্বজাত-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১১। পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়

পরবর্তী সময়ে উৎপন্ন চিত্ত কর্ম-চিত্ত-ঋতু-আহার এই চতুর্সমুত্থিত পূর্বজাত রূপকায়ের বর্ধন ও পোষণ করে এই অর্থে পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়। পরবর্তী সময়ে বর্ষাকালে বর্ষিত বৃষ্টির জলরাশি যেমন পূর্ববর্তী সময়ে রোপিত গাছপালাকে ক্রমশ বর্ধন ও পোষণ করে, পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়ও ঠিক তদ্রূপ।

তথায় 'পরবর্তী সময়ে উৎপন্ন চিত্ত' বলতে প্রথম ভবাঙ্গ চিত্তের পর থেকে চ্যুতিচিত্ত পর্যন্ত সমস্ত চিত্ত। 'পূর্বজাত-রূপকায়' বলতে প্রতিসন্ধি চিত্তের সহোৎপন্ন কর্মজরূপকায় সহ আধ্যাত্ম সমুৎপন্ন চতুর্সমুত্থিত সমস্ত রূপকায়।

প্রতিসন্ধি চিত্তের সহোৎপন্ন কর্মজরূপকায়ের প্রথম ভবাঙ্গাদি পনেরটি ভবাঙ্গ চিত্তই পশ্চাজ্জাত প্রত্যয়। প্রতিসন্ধি চিত্ত সেই রূপকায়ের সহোৎপন্ন বিধায় পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয় হয় না। ষোলতম ভবাঙ্গচিত্তটি সেই কায়ের ভাঙন ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় বিধায় এটিও প্রত্যয় হয় না। তাই পনেরটি ভবাঙ্গচিত্ত বলা হয়েছে।

প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিতিক্ষণে কিন্তু দুটি রূপকায় উৎপন্ন হয়। যথা : কর্মজ রূপকায় ও ঋতুজ রূপকায়। ভবাঙ্গ ক্ষণেও তদ্রূপ। প্রথম ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপত্তিক্ষণে কিন্তু তিনটি রূপকায় উৎপন্ন হয়। যথা : কর্মজ রূপকায়, ঋতুজ রূপকায় ও চিত্তজ রূপকায়। বাহ্যিক আহারের স্পর্শে আধ্যাত্ম আহার যখন আহারজ রূপকায়

উৎপাদন করে, তারপর থেকে চতুর্সমুত্থানিক চতুর্বিধ রূপকায় জ্বলন্ত প্রদীপ সদৃশ আমরণকাল পর্যন্ত উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে। উৎপত্তিক্ষণ অতিক্রমের পর স্থিতিক্ষণ পর্যন্ত তারা তাকে ধারণ ও পালন করে। তাই পনেরটি চিত্ত সেই কায়ের পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয় হয়।

'বর্ধন ও পোষণ করে' অর্থে কর্ম-চিত্ত-ঋতু-আহার এই চতুর্সমুত্থানিক রূপ-সন্ততিকে (প্রবাহকে) উপর্যুপরি বর্ধন ও পোষণ করে। এভাবে যদি পূর্ববর্তী চারি প্রকার রূপকায় পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয় পুনঃপুন লাভ করে, তখন তারা নিরুদ্ধ হলেও পরবর্তী রূপসন্ততি পরম্পরার বর্ধন, পোষণ ও বিপুলতার জন্য বলবান প্রত্যয় হয়েই নিরুদ্ধ হয়।

[পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১২। আসেবন-প্রত্যয়

দ্বাদশ অকুশল চিত্ত, সতের প্রকার লোকিয় কুশল চিত্ত এবং মনোদ্বারাবর্তন ও পঞ্চদ্বারাবর্তন এই চিত্তদ্বয় বর্জিত আঠার প্রকার ক্রিয়া চিত্ত, এই সাতচল্লিশ প্রকার লোকিয় জবন চিত্তই আসেবন-প্রত্যয়। তন্মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত জবন সন্ততিতে পতিত হয়ে প্রত্যেকের পূর্ববর্তী জবন চিত্তই আসেবন-প্রত্যয়। চারি মার্গচিত্তসহ প্রত্যেক পূর্ববর্তী জবন চিত্তের পরবর্তী জবন চিত্তই হচ্ছে আসেবন-প্রত্যয়োৎপন্ন।

কি অর্থে 'আসেবন' বলা হয়? প্রগুণভাব বা ক্রমবর্ধনশীল দক্ষতা ও শক্তি বর্ধনের জন্য পৌনঃপুনিক অভ্যাস, পরিচর্যা বা সম্পাদনই এই অর্থে 'আসেবন'।

তথায় 'প্রগুণভাব' বলতে কোন গ্রন্থ পুনঃপুন অধ্যয়নে যেমন প্রত্যেক নতুন পঠনের সহিত উহা ক্রমে ক্রমে আরও ভালভাবে অধিগত করতে সহায়তা করে, তেমনি জবন-স্থানে স্থান-কৃত্য বিশেষে জবন-কৃত্যে প্রথম জবন-চিত্তের পৌনঃপুনিক

অভাসের দরুন পরবর্তী জবন চিত্তটি তার কাছ থেকে শক্তি পেয়ে থাকে।

'পৌনঃপুনিক অভ্যাস, পরিচর্যা' বলতে কৌশেয় বস্ত্রকে যেমন পুনঃপুন সুগন্ধি দ্বারা সুরভিত করা হয়, তেমনি চিত্তের মধ্যেও পুনঃপুন অভ্যাসের মাধ্যমে লোভাদি অকুশলে অথবা অলোভাদি কুশলে পরিপূর্ণ করা। পূর্ববর্তী জবন-চিত্ত নিরুদ্ধ হয়ে গেলেও সেই জবনের গতি বা বেগ কিন্তু শেষ হয়ে যায় না। সেই জবনের গতি বা বেগ পরবর্তী চিত্তের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হয়ে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হতে থাকে। তাই পূর্ববর্তী জবন-চিত্ত উৎপন্ন হওয়ার পর সেই বেগ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে পরবর্তী জবন চিত্তটি আরও শক্তিশালী হয়ে উৎপন্ন হয়। এভাবে পূর্ববর্তী জবন-চিত্ত নিজের শক্তিকে পরবর্তী চিত্তের মধ্যে সঞ্চারিত করে এবং পরবর্তী চিত্ত পূর্ববর্তী চিত্তের প্রদত্ত শক্তিকে গ্রহণ করে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়। এভাবে জবনে জবনে শক্তি সঞ্চিত হলেও সেই জবন-বেগ কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সাতচিত্তক্ষণ জবিত হওয়ার পর শেষ হয়ে যায়। তারপর তদালম্বন বিপাকচিত্ত উৎপন্ন হয় অথবা ভবাঙ্গ চিত্ত প্রবাহিত হয়।

এখন সূত্রোক্ত আসেবনের কথা বলা হচ্ছে। স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলন করে, সম্যকপ্রধান অনুশীলন করে, স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ অনুশীলন করে, সম্যকসংকল্প অনুশীলন করে প্রভৃতি নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। তথায় 'অনুশীলন করে' অর্থে একদিন অনুশীলন করে, সাতদিন অনুশীলন করে, একমাস অনুশীলন করে, সাতমাস অনুশীলন করে, একবৎসর অনুশীলন করে, সাত বৎসর অনুশীলন করে বুঝতে হবে।

পূর্ব পূর্ব ভবে (জন্মে) বারবার অনুশীলিত (আসেবিত), ভাবিত, বহুলীকৃত কুশল বা অকুশল পরবর্তী ভবে আরো অধিক বলবান কুশল বা অকুশল উৎপত্তির জন্য আসেবন-প্রত্যয় হয়।

কালান্তরে বা ভবান্তরে তাদৃশ কুশলাকুশল উৎপত্তির জন্য যেই প্রত্যয় হয় তা উপনিশ্রয়-প্রত্যয়। আর তাদৃশ কুশলাকুশলকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য যেই প্রত্যয় হয় তা-ই আসেবন-প্রত্যয়।

পৃথিবীতে যত বড় বড় মহৎ চিত্ত-ভাবনা-কর্ম, বাক্য-ভাবনা-কর্ম, কায়-ভাবনা-কর্ম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাবনা কর্ম, নির্দোষ কর্মায়তন, শিল্পায়তন ও বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি কর্মের মধ্যে পৌনঃপুনিক অভ্যাস, পরিচর্যা ও অনুশীলনের বহু সুফল তথা সৎগুণ পরিলক্ষিত হয়।

সমস্ত কিছু উদয়-ব্যয়শীল ক্ষণিক ধর্মের অধীন হলেও তন্মধ্যে এমন আসেবন-প্রত্যয় বিদ্যমান থাকার ফলেই এবং পুরুষ বল ও পুরুষ শক্তিতে উপর্যুপরি বর্ধন ও পোষণের ফলেই যেই কাজ যত দীর্ঘদিনই চলতে থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত তা একদিন না একদিন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, এমনকি সর্বজ্ঞবুদ্ধত্ব পর্যন্ত লাভ করা সম্ভব হয়।

[আসেবন-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১৩। কর্ম-প্রত্যয়

কর্ম-প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা : সহজাত-কর্ম-প্রত্যয় ও নানাক্ষণিক-কর্ম-প্রত্যয়। উৎপত্তিক্ষণ, স্থিতিক্ষণ ও ভঙ্গক্ষণ এই ক্ষণত্রয়ের অন্তর্গত সমস্ত কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত চেতনাই হচ্ছে সহজাত-কর্ম-প্রত্যয়। চেতনাসম্প্রযুক্ত সমস্ত চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম, প্রতিসন্ধি চিত্তের সহোৎপন্ন কর্মজরূপ ও প্রবর্তনের সময় সমস্ত চিত্তজরূপ সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

অতীত কুশলাকুশল চেতনাই নানাক্ষণিক-কর্ম-প্রত্যয়। বত্রিশ প্রকার লোকিয় বিপাক চিত্ত, চৈতসিক ধর্মসমূহ ও সমস্ত কর্মজরূপ ধর্ম সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'কর্ম' বলা হয়? ক্রিয়া বিশেষার্থেই 'কর্ম' বলা হয়। সমস্ত কর্মের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা প্রধান হওয়ার কারণে চেতনাকেই ক্রিয়া বা কর্ম বলা হয়। সেই চেতনা-সমুত্থিত কায়-বাক্য-মন সমস্ত কর্মের মধ্যে সেই সেই কর্মকে নিষ্পত্তির জন্য সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহকে চিন্তা করায়, পরিচালিত করায়, যোগ করায় এবং একত্রে কর্মসিদ্ধির জন্য প্ররোচিত করায় এই অর্থে 'চেতনা' সমস্ত কর্মের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা প্রধান। এভাবেই ক্রিয়া বিশেষার্থেই 'কর্ম' নাম প্রাপ্ত হয়েছে। অথবা কাজ করে এই অর্থেও 'কর্ম' বলা হয়। কি করে? কায়কর্ম করে, বাক্যকর্ম করে এবং মনঃকর্ম করে। তথায় কায়কর্ম বলতে দাঁড়ান, গমন, উপবেশন, শয়ন, সংকোচন, প্রসারণ প্রভৃতি এমনকি চোখের ভ্রু-র উঠা-নামা পর্যন্ত। বাক্যকর্ম অর্থে বাক্যদ্বার দিয়ে সম্পাদিত সমস্ত কর্মই বাক্যকর্ম। মনঃকর্ম অর্থে সুচিন্তাই হোক বা দুশ্চিন্তাই হোক, চিন্তা করা মাত্রই মনঃকর্ম, এমনকি পঞ্চবিজ্ঞানের দর্শন, শ্রবণাদি পর্যন্ত। এই সমস্ত কার্য সত্ত্বগণ চেতনা দ্বারাই সম্পাদন করে থাকে; নিষ্পত্তি করে থাকে। তাই সেই চেতনা 'কর্ম' নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

নিজের প্রত্যুৎপন্নের সহিত উৎপন্ন হয় এই অর্থে-সহজাত। সেই কর্মও সহজাত এই অর্থে সহজাত-কর্ম। সহজাত-কর্মও প্রত্যয় হয় বিধায় 'সহজাত-কর্ম-প্রত্যয়'।

কর্মের উৎপত্তিক্ষণ ও বিপাকের উৎপত্তিক্ষণ পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। এভাবে উৎপত্তিক্ষণের পার্থক্যের কারণেই 'নানাক্ষণিক' নাম প্রাপ্ত হয়েছে। সেই কর্মও নানাক্ষণিক এই অর্থে নানাক্ষণিক-কর্ম। নানাক্ষণিক-কর্মের প্রত্যয় হয় বিধায় 'নানাক্ষণিক-কর্ম-প্রত্যয়'। আর্যমার্গ সম্প্রযুক্ত চেতনা নিজের নিরুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আর্যফল বিপাক উৎপন্ন করে, তাই সেই চেতনাও নানাক্ষণিক।

এক্ষেত্রে দশবিধ কুশল চেতনার প্রত্যেক চেতনাই নিজের সহজাত চিত্ত-চৈতসিক সমূহের এবং কায়িক-বাচনিক কর্মের অন্তর্গত চিত্তজরূপসমূহের 'সহজাত-কর্ম-প্রত্যয়' হয়। সেই চেতনার দ্বারা ভবিষ্যতে সময়ান্তরে উৎপদ্যমান বিপাকস্কন্ধ ও কর্মজরূপ-স্কন্ধের নানাক্ষণিক-কর্ম-প্রত্যয় হয়। এভাবে একই কর্মপথপ্রাপ্ত সুচরিত-দুশ্চরিত চেতনা এই সময়ে দুটি প্রত্যয়োৎপন্নের দুই প্রত্যয়শক্তি দ্বারাই প্রত্যয় হয়।

এখানে নানাক্ষণিক-কর্ম-প্রত্যয়ের কর্মই হচ্ছে বিশেষ ক্রিয়া। চেতনা নিরুদ্ধ হয়ে গেলেও সেই বিশেষ ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় না। তা (সংস্কাররূপে) চিত্তসন্ততিতে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবহমান থাকে। যখনই বিপাক প্রদানের সুযোগ পায়, তখন সেই বিশেষ ক্রিয়াটি এক ভব হতে চ্যুতির পরপরই একটি শরীর হয়ে বিপাক প্রদান করে বা আবির্ভূত হয়। বিপাক প্রদানের সুযোগ না পেলে শতজন্ম, সহস্র জন্ম এমনকি শতসহস্র জন্ম পর্যন্ত সেই বিশেষ ক্রিয়াটি (সংস্কাররূপে) চিত্তসন্ততিতে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবহমান থাকে। মহদ্গত কর্ম কিন্তু সুযোগ পেয়ে দ্বিতীয় জন্মেই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মশরীর হয়ে বিপাক প্রদান করে বা আবির্ভূত হয়। সুপরিপক্ব কর্ম হওয়ার ফলে ইহা দ্বিতীয় জন্মেই নিঃশেষ হয়ে যায়, তারপর আর প্রবহমান থাকে না।

[কর্ম-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১৪। বিপাক-প্রত্যয়

ছত্রিশ প্রকার বিপাকভূত সহজাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মই বিপাক-প্রত্যয়। তন্মধ্যে প্রত্যেকটি বিপাক চিত্তের প্রতিসন্ধিক্ষণে উৎপন্ন কর্মজরূপ এবং প্রবর্তনের সময় বিপাক চিত্তজাত চিত্তজরূপই বিপাক প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'বিপাক' বলা হয়? বিপাক প্রদান করে এই অর্থে বিপাক। এক্ষেত্রে 'বিপাক' অর্থে তরুণ

অবস্থা অতিক্রম করে পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। এখানে কোন্ ধর্মের তরুণ অবস্থা আর কোন্ ধর্মের পরিপক্ব অবস্থা বুঝানো হয়েছে? নানাক্ষণিক কর্ম প্রত্যয় নামক অতীত কর্মের তরুণ অবস্থা আর সেই সমস্ত কর্মের পরিপক্ব অবস্থা।

তথায় একেকটি কর্মের চারিটি অবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা : চেতনাবস্থা, কর্মাবস্থা, নিমিত্তাবস্থা ও বিপাকাবস্থা।

তথায় সেই চেতনা নিরুদ্ধ হয়ে গেলেও সেই ক্রিয়ার বিশেষ অবস্থা কিন্তু নিরুদ্ধ হয় না। তা চিত্তসন্ততিতে (ভবাঙ্গ-প্রবাহে) প্রবহমান অবস্থায় থাকে। ইহাই হচ্ছে কর্মাবস্থা।

'নিমিত্তাবস্থা' বলতে সেই কর্ম প্রবর্তনের সময় বিপাক প্রদানের সুযোগ না পেলে মরণাসন্নকালে সেই ব্যক্তির সেই কর্মই তখন স্মৃতিপটে উপস্থিত হয়। তখন সেই ব্যক্তির মনে হয় যেন সে নিজে দান করছে, শীল পালন করছে অথবা প্রাণীহত্যা করছে প্রভৃতি। অথবা 'কর্মনিমিত্ত' আকারে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পূর্বে দান, শীল, প্রাণীহত্যা প্রভৃতি কর্ম সম্পাদনকালীন সময় রূপ, শব্দ, গন্ধাদি যেমন যেমন অনুভূত হয়েছিল বা সম্পাদনের উপকরণ হয়েছিল, তখন সেই ব্যক্তির হস্তগত হওয়ার ন্যায় সেই উপকরণভূত আলম্বনই 'কর্মনিমিত্ত' আকারে উপস্থিত হয়। অথবা 'গতিনিমিত্ত' আকারে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তখন সেই ব্যক্তি মরণাসন্নকালে দিব্য-বিমান বা নিরয়াগ্নি প্রভৃতি উৎপদ্যমান ভবের উপভোগ্য বা অনুভবযোগ্য আলম্বন দেখতে পায়। ইহাই হচ্ছে 'নিমিত্তাবস্থা'।

আর 'বিপাকাবস্থা' হচ্ছে সেই ব্যক্তি যদি মরণাসন্নকালে উপস্থিত সেই কর্ম, কর্মনিমিত্ত বা গতিনিমিত্তের যে কোন একটি আলম্বনকে ত্যাগ না করে মৃত্যুবরণ করে, তখন সেই কর্ম সেই ভবে বিপাক প্রদান করে অর্থাৎ সেই কর্ম সেই ভবে একটি শরীর হয়ে আবির্ভূত হয়। তখন পূর্বোক্ত তিনটি অবস্থার মধ্যে সেই

কর্ম তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরে বিপাকাবস্থায় পতিত হয়ে পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হয়েছে, তরুণ অবস্থা অতিক্রম করে পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এভাবে পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহই হচ্ছে বিপাক-প্রত্যয়।

যেমন আম যখন পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেটি সম্পূর্ণরূপে নরম ও উজ্জ্বলবর্ণের অধিকারী হয়। অনুরূপভাবে বিপাক ধর্মসমূহও উৎসাহ-উদ্যমহীন হয়ে সম্পূর্ণরূপে শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তেমন শান্ত অবস্থার দরুন ভবাঙ্গ চিত্তের আলম্বন অবিভূত হয় এবং ভবাঙ্গ হতে উত্থানের সময় সেই আলম্বনকে আর জানতে পারে না। তদ্রূপ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার সময় পূর্বভবে (জন্মে) মরণাসন্নকালে যথাগৃহিত কর্ম, কর্মনিমিত্ত, গতিনিমিত্তের কোন এক আলম্বনকে নির্ভর করে ভবাঙ্গ স্রোত প্রবহমান অবস্থায়ও সেই ভবাঙ্গ স্রোতের সেই আলম্বনকে আশ্রয় করে 'ইহা আমার পূর্বভবে (জন্মে) দৃষ্ট আলম্বন' এভাবে পূর্ব পরিচিত বীথিচিত্ত উৎপত্তির প্রত্যয় হয় না। সেই ব্যক্তি এমনকি নিদ্রা যাওয়ার সময় বা জাগ্রত অবস্থায়ও পূর্বভবে উপলব্ধ সেই নিমিত্ত জানতে পারে না। এভাবে উৎসাহ-উদ্যমহীন শান্ত অবস্থা দ্বারাই বিপাক প্রত্যয়ের উপকারিতা দেখা যায়।

[বিপাক-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১৫। আহার-প্রত্যয়

আহার-প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা : রূপাহার-প্রত্যয় ও অরূপাহার-প্রত্যয়।

তথায় 'রূপাহার-প্রত্যয়' বলতে কবলীকৃতাহার নামক ওজরূপকেই বুঝায়। তাও আবার আধ্যাত্ম ও বাহ্য ভেদে দুই প্রকার। কবলীকৃতাহার ভোজী সত্ত্বগণের চতুর্সমুত্থানিক সমস্ত রূপধর্মই সেই দুই প্রকার রূপাহারের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

'অরূপাহার' কিন্তু তিন প্রকার। যথা : স্পর্শাহার, মনোসঞ্চেতনাহার ও বিজ্ঞানাহার। সেই তিনটি ধর্মই সহজাত নামরূপ ধর্মের আহার প্রত্যয় হয় এবং সহজাত নামরূপই তাদের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'আহার' বলা হয়? শক্তি সঞ্চার করে এই অর্থে আহার। কার্যকরভাবে সুরক্ষা করে এবং দীর্ঘকালব্যাপী স্থিতির জন্য, বৃদ্ধির জন্য, অভিবৃদ্ধির জন্য, বিপুলতা প্রাপ্তির জন্য সহায়তা করে এই অর্থে 'শক্তি সঞ্চার করে' বলা হয়েছে। আহারের উৎপাদন-শক্তি থাকলেও উপস্তম্ভন বা পরিপোষণ শক্তিই ইহাতে প্রবল।

তথায় দুই প্রকার রূপাহার আধ্যাত্ম মধ্যে স্থিত চতুর্সমুত্থানিক রূপকায়কে বর্ধিত ও পরিপুষ্ট করতে গিয়ে শক্তি সঞ্চার করে, কার্যকরভাবে চালিত করে, দীর্ঘকালব্যাপী বাঁচিয়ে রাখে এবং তা আয়ুকল্পের শেষ সীমা পর্যন্ত রক্ষা ও পরিপোষণ করে এই অর্থে 'আহার'।

স্পর্শাহার আলম্বনসমূহে ইষ্টানিষ্ট রস প্রবাহিত করে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহে শক্তি সঞ্চার করে। মনোসঞ্চেতনাহার কায়-বাক্য-মনঃকর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা উৎপাদন করে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহে শক্তি সঞ্চার করে। বিজ্ঞানাহার আলম্বন বিজাননের জন্য পূর্বগামী তথা অগ্রগামী কাজ করে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহে শক্তি সঞ্চার করে, কার্যকরভাবে চালিত করে, দীর্ঘকালব্যাপী বাঁচিয়ে রাখে। সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহে শক্তি সঞ্চার করতে গিয়ে একি সঙ্গে সহজাত রূপধর্মসমূহেও শক্তি সঞ্চার করে থাকে।

এখন সূত্রোক্ত নিয়মের কথা বলা হচ্ছে। শকুন যেমন চক্ষুদ্বারাই দিগ্‌বিদিক অবলোকন করে। পত্রপল্লব হতে বৃক্ষে, বন হতে বনে আকাশ পথে উড়ে গিয়ে ঠোঁট দিয়ে ফলমূল খেয়েই সে জীবন ধারণ করে। তদ্রূপ এই সত্ত্বগণ চক্ষু, শ্রোত্র,

ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন এই ষড়বিধ বিজ্ঞানের দ্বারাই আলম্বনসমূহ অবগত হয়। ছয় প্রকার মনোসঞ্চেতনাহার হতে আলম্বন-বাস্তু লাভের চেষ্টা করে। এবং ছয় প্রকার স্পর্শাহারের দ্বারা আলম্বনে রস উৎপাদন করে সুখ-দুঃখ অনুভব করে। অথবা বিজ্ঞান দ্বারাই আলম্বন অবগত হয়ে নামরূপ-সম্পত্তি উৎপাদন করে। স্পর্শ দ্বারা আলম্বনের মধ্যে রস উৎপাদন করে আলম্বনের রসানুভব করে তৃষ্ণায় জড়িত হয়ে পড়ে। চেতনা দ্বারাই তৃষ্ণামূলক নানাবিধ কর্মের জন্ম দিয়ে ভব হতে ভবে তথা জন্ম-জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করে। এভাবেই আহার ধর্মসমূহের বিরাট আহার-কৃত্য জ্ঞাতব্য।

[আহার-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১৬। ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়

ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় তিন প্রকার। যথা : সহজাত ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়, পূর্বজাত ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় ও রূপজীবিতেন্দ্রিয়-প্রত্যয়।

তথায় পনের প্রকার ইন্দ্রিয় ধর্মই হচ্ছে সহজাত ইন্দ্রিয় প্রত্যয়। যথা : জীবিতেন্দ্রিয়, মনিন্দ্রিয়, সুখিন্দ্রিয়, দুঃখিন্দ্রিয়, সৌমনস্যিন্দ্রিয়, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয়, উপেক্ষিন্দ্রিয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, 'অজ্ঞাতকে জানব' এই চিন্তেন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়।

পঞ্চেন্দ্রিয় রূপই হচ্ছে পূর্বজাত-ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়। যথা : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়। পঞ্চবিজ্ঞান চিত্ত চৈতসিক ধর্মসমূহই তার প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

একমাত্র রূপজীবিতেন্দ্রিয়ই হচ্ছে রূপজীবিতেন্দ্রিয়। জীবিত-রূপ বর্জিত সমস্ত কর্মজ-রূপই তার প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'ইন্দ্রিয়' বলা হয়? ইন্দ্রত্ব করে এই অর্থে ইন্দ্রিয় বলা হয়। কোথায় ইন্দ্রত্ব করে? নিজ নিজ

প্রত্যয়োৎপন্নধর্মসমূহের মধ্যে ইন্দ্রত্ব করে। কোন্ কোন্ কৃত্যে ইন্দ্রত্ব করে? নিজ নিজ কৃত্যে ইন্দ্রত্ব করে। জীবিতরূপ সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহের জীবন-কৃত্যে ইন্দ্রত্ব করে। 'জীবন-কৃত্য' বলতে আয়ু বর্ধনের কাজে ও রূপসন্ততি স্থিতির জন্য দীর্ঘস্থিতি কাজে। মনিন্দ্রিয় আলম্বন গ্রহণ কৃত্যে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহে ইন্দ্রত্ব করে। অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের অর্থ পূর্বে ইন্দ্রিয়-যমক দীপনীতে বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, স্ত্রীইন্দ্রিয় ও পুরুষইন্দ্রিয় এই দুটি ইন্দ্রিয়ধর্ম ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও কেন ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ে পৃথকভাবে গৃহীত হয়নি? প্রত্যয়-কৃত্য না থাকার দরুন। প্রত্যয়-কৃত্য তিন প্রকার। যথা : উৎপাদন-কৃত্য, উপস্তম্ভন তথা পরিপোষণ-কৃত্য ও অনুপালন তথা সংরক্ষণ-কৃত্য। তথায় যেই প্রত্যয় প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম উৎপত্তির প্রত্যয় তথা কারণ হয় এবং যার অবিদ্যমানে প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম উৎপন্ন হতে পারে না, সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়-কৃত্যই হচ্ছে উৎপাদন-কৃত্য। যেমন অনন্তর-প্রত্যয়।

যেই প্রত্যয় প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের স্থিতি, বৃদ্ধি ও পরিপোষণের জন্য প্রত্যয় হয়, যার অবিদ্যমানে প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম স্থিত হতে পারে না, বৃদ্ধি হতে পারে না ও পরিপুষ্ট হতে পারে না, সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়-কৃত্যই হচ্ছে উপস্তম্ভন তথা পরিপোষণ-কৃত্য। যেমন পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়।

যেই প্রত্যয় প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের বেঁচে থাকার প্রত্যয় হয়, যার সাহায্য ছাড়া প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম দীর্ঘকালব্যাপী প্রবর্তিত হতে পারে না, সন্ততি তথা প্রবাহ ছিন্ন হয়, সেই প্রত্যয়ের প্রত্যয়-কৃত্যই হচ্ছে অনুপালন তথা সংরক্ষণ-কৃত্য। যেমন রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়-প্রত্যয়। অথচ এই দুটি ইন্দ্রিয় ধর্ম উপরোক্ত তিনটি প্রত্যয়-কৃত্যের মধ্যে একটি কৃত্যও সম্পাদন করে না।

অতএব এই দুটি ইন্দ্রিয়ধর্ম ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ে পৃথকভাবে গৃহীত হয়নি।

প্রশ্ন আসে, এমনটি হলে তো এই দুটি ধর্মকে ইন্দ্রিয়ও বলা যায় না। না, সেটি বলা যাবে না। কারণ এই দুটির মধ্যে ইন্দ্রিয়কৃত্য বিদ্যমান আছে। তাহলে ইহাদের ইন্দ্রিয়-কৃত্য কিরূপ? লিঙ্গ, নিমিত্ত, হাবভাব, চালচলন, আকার-বিকার, বাহ্য-আরম্বর প্রভৃতিতে ইন্দ্রত্ব করে ইহাই হচ্ছে ইহাদের ইন্দ্রিয়-কৃত্য। যেমন যেই পুদ্‌গলের প্রতিসন্ধিক্ষণে স্ত্রীইন্দ্রিয়রূপ উৎপন্ন হয়, তখন কর্মাদি চারি প্রত্যয়ে উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধও স্ত্রীভাব বা স্ত্রীস্বভাব প্রাপ্ত হয়। সেই শরীরও নিশ্চিৎভাবে স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রীনিমিত্ত, স্ত্রী হাবভাব, চালচলন, আকার-বিকার ও বাহ্যারম্বর সম্পন্ন হয়। কোনভাবেই এর ব্যত্যয় ঘটে না। এটি ঠিক যে, স্ত্রীইন্দ্রিয়রূপ সেই পঞ্চস্কন্ধকে উৎপন্ন, পরিপোষণ বা পরিবর্ধন কিছুই করে না বটে, তবে সেই পঞ্চস্কন্ধ নিজ নিজ প্রত্যয় লাভে উৎপন্ন হওয়ার সময় 'এভাবে এভাবে উৎপন্ন হোক' এরূপে আদেশ করার ন্যায় এই পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে নিজ প্রভাব বিস্তার করে। তখন সেই পঞ্চস্কন্ধ সেভাবেই উৎপন্ন হয়, এর ব্যত্যয় ঘটে না। ইহাই হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে স্ত্রীইন্দ্রিয়রূপের ইন্দ্রত্ব। পুরুষ-লিঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে পুরুষ-ইন্দ্রিয়রূপের ইন্দ্রত্বও ঠিক তদ্রূপ। এভাবেই এই দুই ধর্মের লিঙ্গ প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়-কৃত্য বিদ্যমান আছে বিধায় 'ইন্দ্রিয়' নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

হৃদয়-বাস্তু কিন্তু মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতু এই দুটি বিজ্ঞান ধাতুর নিশ্রয়-বাস্তু-কৃত্য সম্পাদন করলেও তাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়-কৃত্য তথা ইন্দ্রত্ব করতে পারে না। ভাবিতচিত্ত পুদ্‌গলের হৃদয়রূপে প্রসন্নতা উৎপন্ন হোক বা অপ্রসন্নতা উৎপন্ন হোক মনোবিজ্ঞান ধাতুদ্বয় কিন্তু কখনও তদনুরূপ হয় না।

[ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১৭। ধ্যান-প্রত্যয়

সাত প্রকার ধ্যানাঙ্গই হচ্ছে ধ্যান-প্রত্যয়। যথা : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, উপেক্ষা ও একাগ্রতা। পঞ্চবিজ্ঞান বর্জিত তাদেরই সহজাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ ও রূপধর্মসমূহ ধ্যান-প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'ধ্যান' বলা হয়? গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করে এই অর্থে ধ্যান। অর্থাৎ মনকে আলম্বনে নিয়ে গিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করায় ও গভীরভাবে দর্শন করায় এই অর্থেও ধ্যান। তীরন্দাজ যেমন দূরে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র লক্ষ্যবস্তুতে তীর প্রবেশ করানোর সময় হাত দিয়ে তীরকে সোজা ও স্থির করে এবং লক্ষ্যবস্তুর প্রতি স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রবেশ করায়। অনুরূপভাবে এই সমস্ত ধ্যানাঙ্গ দিয়েই চিত্তকে সোজা, সরল, স্থির করে এবং আলম্বনকে আরও স্পষ্ট করে দেখে নিয়েই একজন পুদ্গল গভীরভাবে চিন্তা করে। এভাবে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার পর যা কিছু কায়কর্ম, বাক্যকর্ম বা মনঃকর্ম করুক না কেন তখন অনায়াসেই তা সম্পাদন করতে পারে।

তথায় 'কায়কর্ম' বলতে সংকোচন-প্রসারণ প্রভৃতিকে বুঝায়। 'বাক্যকর্ম' বলতে অক্ষর-বর্ণ-পরিপূর্ণ বাক্য প্রকাশ করাকেই বুঝায়। আর 'মনঃকর্ম' বলতে মনে মনে যা কিছু আলম্বন চিন্তা করে তৎসমস্তই 'মনঃকর্ম' বুঝায়। দানকর্ম অথবা প্রাণীহত্যা কর্ম প্রভৃতি অনুরূপ ধ্যানাঙ্গের সাহায্য ছাড়া দুর্বল চিত্তে সম্পাদন করা কখনও সম্ভব নয়। অবশিষ্ট কুশলাকুশলকর্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

'বিতর্ক' প্রভৃতি ধ্যানাঙ্গের অর্থ পৃথক পৃথক স্বভাব, লক্ষণ দ্বারা বর্ণনা করা প্রয়োজন। সম্প্রযুক্ত ধর্মে আলম্বনকে আরোহণ করানো বিতর্কের লক্ষণ, ইহা চিত্তকে আলম্বনে শক্ত করে বেঁধে

রাখে। আলম্বন অনুমজ্জন তথা পরীক্ষা করা বিচারের লক্ষণ, ইহা চিত্তকে আলম্বনে আরও শক্ত করে সংযোজিত করে। আলম্বনকে প্রফুল্লিত করা প্রীতির লক্ষণ, ইহা চিত্তকে আলম্বনে পরিতুষ্ট তথা সন্তুষ্ট রাখে। আলম্বনের রসানুভবই হচ্ছে ত্রিবিধ বেদনার লক্ষণ, ইহা ইষ্টানিষ্ট ও মধ্যস্থ রসানুভব দ্বারা চিত্তকে আলম্বনে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। আর একাগ্রতার লক্ষণ হচ্ছে অবিক্ষেপতা। ইহা চিত্তকে একটি মাত্র আলম্বনে নিশ্চল করে রাখে।

[ধ্যান-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১৮। মার্গ-প্রত্যয়

বার প্রকার মার্গাঙ্গই হচ্ছে মার্গ-প্রত্যয়। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা প্রচেষ্টা ও মিথ্যা সমাধি। অবশিষ্ট মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম ও মিথ্যা জীবিকা এই তিনটি ধর্ম পৃথক কোন চৈতসিক ধর্ম নয়। ইহারা মিথ্যা বাক্য প্রভৃতি বশে উৎপন্ন চারি অকুশল স্কন্ধেরই অন্য নাম। তাই তারা মার্গ-প্রত্যয়ে পৃথকভাবে গৃহীত হয়নি। সমস্ত সহেতুক চিত্ত-চৈতসিকধর্ম ও সহেতুক চিত্তসহজাত রূপধর্ম সেই মার্গ প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি অর্থে 'মার্গ' বলা হয়? ইহা সুগতি, দুর্গতি, নির্বাণ প্রভৃতি স্থানে উপনীত করায় এই অর্থে মার্গ বলা হয়। সম্যক দৃষ্টি প্রভৃতি অষ্ট সম্যক মার্গাঙ্গ সুগতি লোকে ও নির্বাণে উপনীত হওয়ার জন্য পরিচালনা করে। চারি মিথ্যা-মার্গাঙ্গ দুর্গতিতে উপনীত হওয়ার জন্য পরিচালনা করে।

এক্ষেত্রে ধ্যান-প্রত্যয় আলম্বনে চিত্তকে সোজা করে, স্থির করে এবং অর্পণাময় করে। 'অর্পণাময়' বলতে গভীর জলে প্রক্ষিপ্ত মৎসের ন্যায় কৃৎস্ন নিমিত্তাদিতে নিমিত্তালম্বনের গভীরে

অনুপ্রবিষ্ট হওয়া মার্গ-প্রত্যয় বর্ত তথা সংসার পথে চেতনাকর্মকে এবং বিবর্ত তথা মুক্তিপথে ভাবনাকর্মকে সোজা করে, স্থির করে এবং কর্মপথ প্রাপ্ত করায়। একই সঙ্গে বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি, বিপুলতাও প্রাপ্ত করায় এবং ভূম্যন্তর প্রাপ্ত করায়। এই হচ্ছে এই দুই প্রত্যয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য।

তথায় 'কর্মপথ প্রাপ্ত' অর্থে প্রাণীহত্যাদি কুশলাকুশল কর্মের অঙ্গ পরিপূরণের জন্য প্রতিসন্ধি উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন কর্মগতি প্রাপ্ত চেতনাকর্ম।

'ভূম্যন্তর প্রাপ্ত' অর্থে ভাবনা কর্মের মাধ্যমে অনুক্রমে কামভূমি হতে লোকুত্তর ভূমি পর্যন্ত একেকটি ঈর্যাপথে পৌনঃপুনিক অনুশীলিত ভাবনাকর্ম। ধ্যান-প্রত্যয়ে বর্ণিত বর্ণনার ন্যায় এখানেও সম্যক দৃষ্টি প্রভৃতি মার্গাঙ্গ-ধর্মসমূহের পৃথক পৃথক স্বভাব-লক্ষণ বর্ণিতব্য।

[মার্গ-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

১৯। সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয়

সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয় এই দুটি এক যুগল। অস্তি-প্রত্যয় ও নাস্তি-প্রত্যয় এই দুটি এক যুগল। বিগত-প্রত্যয় ও অবিগত-প্রত্যয় এই দুটি এক যুগল। এই তিনটি প্রত্যয় যুগল পৃথক কোন প্রত্যয় বিশেষ নহে। পূর্বে বর্ণিত প্রত্যয়গুলোর মধ্যে কোন কোন প্রত্যয় নিজের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়ে প্রত্যয় হয়, কোন কোনটি বিপ্রযুক্ত হয়ে, কোন কোনটি বিদ্যমান হয়ে, কোন কোনটি অবিদ্যমান হয়ে, কোন কোনটি বিগত হয়ে, আবার কোন কোনটি অবিগত হয়ে প্রত্যয় হয়। এটি দেখানোর জন্যেই এই তিনটি প্রত্যয় যুগল বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে 'অস্তি' বলতে দুটির মধ্যে ইহা এক অংশ এবং 'নাস্তি' বলতে দ্বিতীয় অংশ। এভাবে বিভিন্ন স্থানে অস্তি-নাস্তি শব্দদ্বয় দ্বারা যথাক্রমে শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ বুঝায়। তাই

এমন অর্থের পুনঃপ্রবর্তনের জন্যেই বিগত ও অবিগত এই যুগল বর্ণিত হয়েছে।

সমস্ত সহজাত চিত্ত-চৈতসিকধর্মই পরস্পরের সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয় এবং প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম।

কি অর্থে 'সম্প্রযুক্ত' বলা হয়? একত্রে উৎপত্তি হয়, একত্রে নিরুদ্ধ হয়, একই বাস্তু গ্রহণ করে এবং একই আলম্বন গ্রহণ করে, এই চারি প্রকার সংযোগ অঙ্গ-সমন্বিত হয়েই যুক্তাবস্থায় বা এক অভিন্ন অবস্থায় উপনীত হয় এই অর্থে সম্প্রযুক্ত।

তথায় 'এক অভিন্ন অবস্থায় উপনীত হয়' অর্থে চক্ষুবিজ্ঞান স্পর্শাদি সপ্ত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিকের সহিত এক অভিন্ন অবস্থায় উপনীত হয় এবং দর্শন কার্যটিও একইভাবে সম্পন্ন হয়। সপ্ত চৈতসিক ও চিত্ত এই আটটি ধর্ম পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। অবশিষ্ট সমস্ত চিত্তোৎপত্তি সম্বন্ধেও অনুরূপ।

[সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

২০। বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়

বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয় চারি প্রকার। যথা : সহজাত-বিপ্রযুক্ত, বাস্তু-পূর্ব্বজাত-বিপ্রযুক্ত, বাস্তু-আলম্বন পূর্বজাত-বিপ্রযুক্ত ও পশ্চাজ্জাত-বিপ্রযুক্ত।

তথায় 'সহজাত-বিপ্রযুক্ত' বলতে দুটি সহজাত-প্রত্যয় প্রত্যয়োৎপন্ন নামরূপের মধ্যে নাম রূপের অথবা রূপ নামের বিপ্রযুক্ত হয়ে প্রত্যয় হয়। সেখানে 'নাম' অর্থে প্রবর্তনের সময় বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারি নামস্কন্ধ। 'রূপের' অর্থে চিত্তজরূপের। 'রূপ' অর্থে প্রতিসন্ধিক্ষণে উৎপন্ন হৃদয় বাস্তুরূপ। 'নামের' অর্থে প্রতিসন্ধির সময় চারি নামস্কন্ধের। অবশিষ্ট তিনটি বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয় সম্বন্ধে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

[বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

২১। অস্তি-প্রত্যয়

অস্তি-প্রত্যয় সাত প্রকার। যথা : সহজাত অস্তি-প্রত্যয়, বাস্তু-পূর্বজাত অস্তি-প্রত্যয়, আলম্বন-পূর্বজাত অস্তি-প্রত্যয়, বাস্তু-আলম্বন-পূর্বজাত অস্তি-প্রত্যয় ও রূপজীবিতেন্দ্রিয় অস্তি-প্রত্যয়।

তথায় সহজাত-প্রত্যয়ই হচ্ছে সহজাত অস্তি-প্রত্যয়। অবশিষ্ট ছয় প্রকার অস্তি-প্রত্যয় সম্বন্ধেও অনুরূপ। প্রত্যয় ও প্রত্যয়োৎপন্ন বিভাগ সম্বন্ধেও পূর্বে যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

কি অর্থে 'অস্তি-প্রত্যয়' বলা হয়? নিজের ক্ষণিক অস্তি ভাবের দ্বারা বর্তমানকালীয় ধর্মের প্রত্যয় হয় বিধায় অস্তি-প্রত্যয়।

২২। নাস্তি-প্রত্যয়
২৩। বিগত-প্রত্যয়
২৪। অবিগত-প্রত্যয়

সমস্ত অনন্তর প্রত্যয়ই হচ্ছে নাস্তি-প্রত্যয়। তদ্রূপ বিগত-প্রত্যয়। অবিগত-প্রত্যয় অস্তি-প্রত্যয়ের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। অস্তি ও অবিগত এই শব্দদ্বয় অর্থের দিক দিয়েও একই। তদ্রূপ নাস্তি ও বিগত।

[নাস্তি, বিগত, অবিগত-প্রত্যয় বর্ণনা সমাপ্ত]

[প্রত্যয়-দীপনী সমাপ্ত]

স্বভাবানুসারে প্রত্যয়ের শ্রেণী বিভাগ

এখন প্রত্যয়ের শ্রেণী বিভাগের কথা বলা হচ্ছে। সহজাত স্বভাবসম্পন্ন প্রত্যয় পনের প্রকার। যথা : চারি মহাসহজাত, চারি মধ্যম-সহজাত ও সপ্ত ক্ষুদ্র-সহজাত। তথায় 'চারি মহাসহজাত' বলতে সহজাত, সহজাত-নিশ্রয়, সহজাত অস্তি ও সহজাত-অবিগত। 'চারি মধ্যম-সহজাত' বলতে অন্যোন্য, বিপাক, সম্প্রযুক্ত ও সহজাত-বিপ্রযুক্ত। 'সপ্ত ক্ষুদ্র-সহজাত'

বলতে হেতু, সহজাতাধিপতি, সহজাত-কর্ম, সহজাত-আহার, সহজাত-ইন্দ্রিয়, ধ্যান ও মার্গ।

রূপাহার তিন প্রকার। যথা : রূপাহার, রূপাহার-অস্তি ও রূপাহার-অবিগত।

রূপজীবিতেন্দ্রিয় তিন প্রকার। যথা : রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়, রূপজীবিতেন্দ্রিয়-অস্তি ও রূপজীবিতেন্দ্রিয়-অবিগত।

পূর্বজাত-স্বভাব-সম্পন্ন প্রত্যয় সতের প্রকার। যথা : ছয় বাস্তু-পূর্বজাত, ছয় আলম্বন-পূর্বজাত ও পঞ্চ পূর্বজাত-নিশ্রয়। তন্মধ্যে 'ছয় বাস্তু-পূর্বজাত' হচ্ছে বাস্তু-পূর্বজাত, বাস্তু-পূর্বজাত-নিশ্রয়, বাস্তু-পূর্বজাত-ইন্দ্রিয়, বাস্তু-পূর্বজাত-বিপ্রযুক্ত, বাস্তু-পূর্বজাত-অস্তি ও বাস্তু-পূর্বজাত-অবিগত। 'ছয় আলম্বন-পূর্বজাত' হচ্ছে আলম্বন-পূর্বজাত। কিছু আলম্বন, কিছু আলম্বনাধিপতি, কিছু আলম্বনুপনিশ্রয়, আলম্বন-পূর্বজাত-অস্তি ও আলম্বন-পূর্বজাত-অবিগত, 'কিছু আলম্বন' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে 'কিছু' শব্দের দ্বারা বর্তমান নিষ্পন্নরূপকেই বুঝানো হয়েছে। পঞ্চ বাস্তু-আলম্বন পূর্বজাত হচ্ছে–বাস্তু-আলম্বন পূর্বজাত, বাস্তু-আলম্বন পূর্বজাত-নিশ্রয়, বাস্তু-আলম্বন-পূর্বজাত বিপ্রযুক্ত, বাস্তু-আলম্বন পূর্বজাত অস্তি ও বাস্তু-আলম্বন-পূর্বজাত অবিগত।

পশ্চাজ্জাত-স্বভাব-সম্পন্ন প্রত্যয় চারি প্রকার। যথা : পশ্চাজ্জাত, পশ্চাজ্জাত-বিপ্রযুক্ত, পশ্চাজ্জাত অস্তি ও পশ্চাজ্জাত অবিগত।

অনন্তর-প্রত্যয় ছয় প্রকার। যথা : অনন্তর, সমনন্তর, অনন্তরোপনিশ্রয়, আসেবন-অনন্তরকর্ম, নাস্তি ও বিগত। এক্ষেত্রে 'অনন্তরকর্ম' বলতে আর্যমার্গ চেতনাকে বুঝায়। এই আর্যমার্গ চেতনা নিজের অনন্তরেই আর্যফল উৎপন্ন করে।

পাঁচটি পৃথক প্রত্যয়। যথা : অবশিষ্ট আলম্বন, অবশিষ্ট আলম্বনাধিপতি, অবশিষ্ট আলম্বনুপনিশ্রয়, সমস্ত

প্রকৃতি-উপনিশ্রয় ও অবশিষ্ট নানাক্ষণিক-কর্ম। এই হচ্ছে পট্‌ঠানোক্ত চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের স্বভাবানুসারে চুয়ান্ন প্রকার সবিস্তার শ্রেণী বিভাজন।

তন্মধ্যে সকল সহজাত স্বভাবসম্পন্ন প্রত্যয়, সকল পূর্বজাত স্বভাবসম্পন্ন প্রত্যয়, সকল পশ্চাজ্জাত স্বভাবসম্পন্ন প্রত্যয়, রূপাহার ও রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় এই সমস্তই হচ্ছে বর্তমান-প্রত্যয়। সকল অনন্তর স্বভাব সম্পন্ন প্রত্যয় ও সকল নানাক্ষণিক কর্ম এইগুলি হচ্ছে অতীত-প্রত্যয়। আলম্বন ও প্রকৃতি-উপনিশ্রয় এইগুলি হচ্ছে 'ত্রিকালিক'। আর নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি হচ্ছে 'কালবিমুক্ত'।

নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি এই দুটি ধর্ম অপ্রত্যয় ও অসংস্কৃত। কেন? কারণ ইহাদের জন্ম নেই। যাদের জন্ম আছে, তাদের উৎপত্তিও আছে। আর 'সপ্রত্যয়' অর্থ হচ্ছে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বা কার্যকারণে উৎপন্ন। এই দুটি ধর্মের জন্ম নেই, উৎপত্তি নেই এবং ইহারা প্রত্যয়াধীনও নহে বিধায় 'অপ্রত্যয়', 'অসংস্কৃত' নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

সপ্রত্যয় ধর্মগুলির মধ্যে এমন একটি ধর্মও পাওয়া যাবে না যেটি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল। সেই সমস্ত সপ্রত্যয় ধর্ম ক্ষয় হয়, ব্যয় হয় এই অর্থে 'অনিত্য'। কেন? নিজে প্রত্যয়-ধর্মের অধীন হওয়ার কারণে এবং প্রত্যয়-ধর্মের অনিত্য স্বভাবের কারণে। তবে নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি এই দুটি প্রত্যয় নহে। তারা নিত্য, ধ্রুব বিধায় সত্য। নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি এই দুটি কোন প্রকার প্রত্যয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। অন্যান্যগুলি বহু প্রত্যয়ের সমাবেশেই উৎপন্ন হয়। অতএব সেই প্রত্যয়গুলি অনিত্য ও অধ্রুব।

যেই সমস্ত ধর্ম অনিত্য সেগুলি বিদ্যমান থাকাকালে সত্ত্বগণকে ত্রিবিধ দুঃখাঘাতে প্রপীড়িত করে, উৎপীড়িত করে।

তাই সেই সমস্ত ধর্মে ভীত হয় এই অর্থেও দুঃখ। তথায় ত্রিবিধ দুঃখাঘাত বলতে দুঃখ-দুঃখতা, সংস্কার-দুঃখতা ও বিপরিণাম-দুঃখতা।

যা কিছু অনিত্য তৎসমস্তই একটিমাত্র ঈর্যাপথেই পুনঃপুন ভগ্ন হয়। তাহলে সেগুলি কিভাবে নিত্য ধারণার বশবর্তী সত্ত্বপুদ্গালের 'আত্মা' হতে পারে? অথবা 'সারবস্তু' হতে পারে? যা কিছু দুঃখপূর্ণ সেগুলি কিভাবে দুঃখবিরাগী সুখকামী সত্ত্বগণের 'আত্মা' হতে পারে? অথবা 'সারবস্তু' হতে পারে? তদ্ধেতু সেই সমস্ত ধর্ম 'অসার' এই অর্থে 'অনাত্মা'।

যদিও এই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় দেশনা করার সময় এই অর্থই শুধু প্রদর্শিত হয়েছে, তথাপি সেই সমস্ত সংস্কৃতধর্ম প্রত্যয়াধীনই হয়ে থাকে; সত্ত্বগণের বশানুবর্তী নহে। সেই সমস্ত প্রত্যয়াধীন ধর্মসমূহের মধ্যে একটি ধর্মও অল্প কিছু প্রত্যয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে তারা বহু প্রত্যয়ের সমাবেশেই উৎপন্ন হয়। তাই এই দেশনায় শুধু ধর্মসমূহের 'অনাত্ম' লক্ষণই গুরুত্ব-সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

[স্বভাবানুসারে প্রত্যয়ের শ্রেণী বিভাগ সমাপ্ত]

প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি

পঞ্চবিজ্ঞানে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি

এখন প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। একেকটি প্রত্যয় উৎপন্ন হওয়ার সময় বহু প্রত্যয়ের সমাবেশেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, ইহাকেই বলা হয় প্রত্যয়-ঘটনা। যেই সমস্ত ধর্মসমূহকে সপ্রত্যয়, সংস্কৃত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলা হয়, সেই সমস্ত ধর্মের উৎপত্তি ও স্থিতি এই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই সপ্রত্যয় নাম প্রাপ্ত হয়েছে। সপ্রত্যয় হওয়ার ফলে সংস্কৃত নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

সংস্কৃত হওয়ার ফলে প্রতীত্যসমুৎপন্ন নাম প্রাপ্ত হয়েছে। সেই সমস্ত ধর্মগুলি কি কি? একশত একুশ প্রকার চিত্ত, বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক ও আটাশ প্রকার রূপ।

তথায় একশত একুশ প্রকার চিত্তকে ধাতুবশে বিভাগ করলে মাত্র সাত প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। যথা : চক্ষুবিজ্ঞান ধাতু, শ্রোত্রবিজ্ঞান ধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞান ধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞান ধাতু, কায়বিজ্ঞান ধাতু, মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতু। তন্মধ্যে দুই প্রকার চক্ষুবিজ্ঞানই চক্ষুবিজ্ঞান ধাতু। দুই প্রকার শ্রোত্রবিজ্ঞানই শ্রোত্রবিজ্ঞান ধাতু। দুই প্রকার ঘ্রাণবিজ্ঞানই ঘ্রাণবিজ্ঞান ধাতু। দুই প্রকার জিহ্বাবিজ্ঞানই জিহ্বাবিজ্ঞান ধাতু। দুই প্রকার কায়বিজ্ঞানই কায়বিজ্ঞান ধাতু। পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ও সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত এই দুটি মনোধাতু। অবশিষ্ট একশত আটটি চিত্ত মনোবিজ্ঞান ধাতু।

বায়ান্ন প্রকার চৈতসিককে রাশি তথা গুচ্ছ অনুসারে ভাগ করলে চারি প্রকার হয়। যথা : সপ্ত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক, ছয় প্রকীর্ণ চৈতসিক, চৌদ্দ অকুশল চৈতসিক ও পঁচিশটি কল্যাণ তথা শোভন চৈতসিক।

চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের মধ্যে পনেরটি প্রত্যয় সর্বচিত্তোৎপত্তি সাধারণ। যথা : আলম্বন, অনন্তর, সমনন্তর, সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, উপনিশ্রয়, কর্ম, আহার, ইন্দ্রিয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি, নাস্তি, বিগত ও অবিগত। এমন কোন চিত্ত বা চৈতসিক নেই যা আলম্বনের সাহায্য ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে। অনন্তর প্রত্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনুরূপ। আটটি প্রত্যয় কোন কোন চিত্তোৎপত্তির প্রত্যয় সাধারণ হয়। যেমন–হেতু, অধিপতি, পূর্বজাত, আসেবন, বিপাক, ধ্যান, মার্গ ও বিপ্রযুক্ত। এই আটটি প্রত্যয়ের মধ্যে হেতু-প্রত্যয় সহেতুক চিত্তোৎপত্তির, অধিপতি-প্রত্যয় অধিপতিযুক্ত জবন চিত্তের, পূর্বজাত-প্রত্যয় কোন কোন

চিত্তোৎপত্তির, আসেবন-প্রত্যয় কুশলাকুশল ও ক্রিয়া জবনের, বিপাক-প্রত্যয়, বিপাক চিত্তোৎপত্তির, ধ্যান-প্রত্যয় মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতু চিত্তোৎপত্তির, মার্গ-প্রত্যয় সহেতুক চিত্তোৎপত্তির প্রত্যয় হয়। তবে বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয় অরূপলোকে চিত্তোৎপত্তির নহে। পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয় রূপধর্মসমূহের পৃথকীভূত প্রত্যয় হয়ে থাকে।

ইহার বিস্তারিত অর্থ হচ্ছে এই–সপ্ত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক, যথা : স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় ও মনস্কার। তথায় 'চিত্ত' অধিপতি স্বভাব বিশিষ্ট, আহার-প্রত্যয় ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়। 'স্পর্শ' আহার প্রত্যয়। 'বেদনা' ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় ও ধ্যান-প্রত্যয়। 'চেতনা' কর্ম-প্রত্যয় ও আহার-প্রত্যয়। 'একাগ্রতা' ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়, ধ্যান-প্রত্যয় ও মার্গ-প্রত্যয়। অবশিষ্ট দুটি ধর্ম বিশেষ কোন প্রত্যয় হয় না।

চক্ষুবিজ্ঞানে সপ্ত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক বিদ্যমান থাকে। তাই এখানে বিজ্ঞানসহ মোট আটটি নামধর্ম বিদ্যমান। সেই সমস্ত ধর্ম সাত প্রকার প্রত্যয়ের সহিত পরস্পরের প্রত্যয় হয়। যথা : চারি মহাসহজাতের সহিত এবং বিপ্রযুক্ত বর্জিত তিন মধ্যমসহজাতের সহিত। সেই আটটি ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞান শেষোক্ত সাতটি ধর্মের আহার-প্রত্যয় ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয় হয়। 'স্পর্শ' আহার-প্রত্যয় দ্বারা, 'বেদনা' ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় দ্বারা, 'চেতনা' কর্ম-প্রত্যয় ও আহার-প্রত্যয় দ্বারা, 'একাগ্রতা' ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় দ্বারা, 'জীবিতেন্দ্রিয়' শেষোক্ত সাতটি ধর্মের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয় হয়। চক্ষু-বাস্তু-রূপ কিন্তু সেই আটটি ধর্মের ছয় বাস্তুপূর্বজাত প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয় হয়। সেই চক্ষুবাস্তুর মধ্যে উপস্থিত বর্তমানকালীয় রূপালম্বনসমূহ সেই আটটি ধর্মের চারি আলম্বন-পূর্বজাত-প্রত্যয় দ্বারা, 'অনন্তর' নিরুদ্ধ পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত' পঞ্চ অনন্তর-প্রত্যয় দ্বারা, 'পূর্বকৃত কুশলকর্ম'

কুশল বিপাকের এবং 'অকুশলকর্ম' অকুশল বিপাকের নানাক্ষণিককর্ম-প্রত্যয় দ্বারা, কর্মসহায়ভূত পূর্বজন্মের অবিদ্যা-তৃষ্ণা-উপাদানসমূহ এবং এই জন্মের আবাস-পুদ্‌গল-ঋতু-ভোজন প্রভৃতি সেই আটটি ধর্মের প্রকৃতি-উপনিশ্রয় প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয় হয়। এই চিত্তে অর্থাৎ চক্ষুবিজ্ঞানে হেতু, অধিপতি, পশ্চাজ্জাত, আসেবন, ধ্যান ও মার্গ এই ছয়টি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। ঠিক তদ্রূপ শ্রোত্রবিজ্ঞানাদিতেও এই ছয়টি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। মাত্র আঠার প্রকার প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে।

[পঞ্চবিজ্ঞান প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি সমাপ্ত]

অহেতুক চিত্তোৎপত্তিতে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি

প্রকীর্ণ চৈতসিক ছয় প্রকার; যথা : বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য, প্রীতি ও ছন্দ। তন্মধ্যে 'বিতর্ক' ধ্যান-প্রত্যয় ও মার্গ-প্রত্যয়। 'বিচার' শুধু ধ্যান-প্রত্যয়। 'বীর্য' অধিপতি স্বভাব বিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় ও মার্গ-প্রত্যয়। 'প্রীতি' শুধু ধ্যান-প্রত্যয়। 'ছন্দ' শুধু অধিপতি স্বভাব বিশিষ্ট। কিন্তু 'অধিমোক্ষ' বিশেষ কোন প্রত্যয় নয়।

এক পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত, দুই সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত এবং দুই উপেক্ষা সন্তীরণ চিত্ত মোট এই পাঁচটি চিত্তে দশটি চৈতসিক বিদ্যমান থাকে। যথা : সপ্ত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক ও প্রকীর্ণ চৈতসিকের মধ্যে বিতর্ক, বিচার ও অধিমোক্ষ। 'বিজ্ঞান'-সহ প্রত্যেকটিতে মোট এগারটি নামধর্ম যুক্ত থাকে। এই সমস্ত চিত্তগুলিতে ধ্যান-প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে। বেদনা, একাগ্রতা, বিতর্ক ও বিচারই ধ্যান-প্রত্যয়ের কৃত্য সাধন করে। পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ক্রিয়াচিত্ত হওয়ার ফলে ইহাতে বিপাকপ্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। নানাক্ষণিককর্ম উপনিশ্রয় আকারে থাকে। বিপাক-প্রত্যয়সহ মোট ছয়টি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। ধ্যান-প্রত্যয়সহ মোট আঠারটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে। শেষোক্ত

চারটি বিপাক চিত্তের পাঁচটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। বিপাক-প্রত্যয় ও ধ্যান-প্রত্যয়সহ মোট একুশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে।

সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্তে 'প্রীতি'সহ মোট এগার প্রকার চৈতসিক যুক্ত হয়। মনোদ্বারাবর্তন চিত্তেও বীর্যসহ মোট এগার প্রকার চৈতসিক যুক্ত হয়। তাই এই চিত্তদ্বয়ে 'বিজ্ঞান'সহ মোট বার প্রকার নামধর্ম বিদ্যমান থাকে। হাসিতুৎপাদ চিত্তে কিন্তু প্রীতি ও বীর্য এই চৈতসিকদ্বয়সহ মোট বারটি চৈতসিক যুক্ত হয়। তাই এই চিত্তে 'বিজ্ঞান'সহ মোট তের প্রকার নামধর্ম বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্তে ধ্যানাঙ্গের মধ্যে প্রীতির মাত্রা একটু বেশিই থাকে এবং পূর্বোক্ত উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্তদ্বয়ের ন্যায় পাঁচটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। মাত্র উনিশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে। মনোদ্বারাবর্তন চিত্তে কিন্তু বীর্যের পরিমাণই একটু বেশি থাকে এবং এটি ইন্দ্রিয়-কৃত্য ও ধ্যান-কৃত্য এই দুটি কৃত্য সম্পাদন করে। তবে অধিপতি-কৃত্য ও মার্গ-কৃত্য সম্পাদন করতে পারে না। এই মনোদ্বারাবর্তন চিত্তটি ক্রিয়াচিত্ত হওয়ার ফলে ইহাতে বিপাক প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। পূর্বোক্ত পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্তের ন্যায় ইহাতে বিপাক প্রত্যয়সহ মোট ছয়টি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। এবং ধ্যান-প্রত্যয়সহ মোট আঠার প্রকার প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে। হাসিতুৎপাদ চিত্তও ক্রিয়াচিত্ত হওয়ার ফলে ইহাতে বিপাক-প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। তবে ইহা জবন-চিত্ত হওয়ার ফলে আসেবন-প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে। এই চিত্তে বিপাক-প্রত্যয়সহ মোট পাঁচটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। এবং আসেবন-প্রত্যয়সহ মোট উনিশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে।

[অহেতুক চিত্তোৎপত্তিতে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি সমাপ্ত]

অকুশল চিত্তোৎপত্তিতে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি

অকুশল চিত্ত বার প্রকার। যথা : দুটি মোহমূলক চিত্ত, আটটি লোভমূলক চিত্ত এবং দুটি দ্বেষমূলক চিত্ত। অকুশল চৈতসিক চৌদ্দ প্রকার। যথা : মোহ, অহ্রী (নির্লজ্জতা) অনপত্রপা (নির্ভয়তা), ঔদ্ধত্য এই চারিটিকে বলা হয় 'মোহচতুষ্ক'। লোভ, দৃষ্টি, মান এই তিনটিকে বলা হয় 'লোভত্রিক'। দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য এই চারিটিকে বলা হয় 'দ্বেষচতুষ্ক'। স্ত্যান, মিদ্ধ, বিচিকিৎসা এই তিনটিকে বলা হয় 'পৃথকত্রিক'।

তন্মধ্যে লোভ, দ্বেষ, মোহ এই তিনটি মূল স্বভাবসম্পন্ন চৈতসিক হচ্ছে হেতু-প্রত্যয়, দৃষ্টি চৈতসিক মার্গ-প্রত্যয়। অবশিষ্ট দশটি কোন বিশেষ প্রত্যয় হয় না।

তথায় দুটি মোহমূলক চিত্ত বলতে বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত ও ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত চিত্ত। বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্তে পনেরটি চৈতসিক উৎপন্ন হয়। যথা : সপ্ত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক, প্রকীর্ণ চৈতসিকের মধ্যে বিতর্ক, বিচার, বীর্য এবং অকুশল চৈতসিকের মধ্যে মোহচতুষ্ক ও বিচিকিৎসা। 'চিত্ত'সহ মোট ষোলটি নামধর্ম ইহাতে বিদ্যমান থাকে। এই চিত্তে হেতু-প্রত্যয় ও মার্গ-প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে 'মোহ' হেতু-প্রত্যয়, 'বিতর্ক' ও 'বীর্য' মার্গ-প্রত্যয়। তবে 'একাগ্রতা' বিচিকিৎসার দ্বারা দূষিত হওয়ার কারণে এই চিত্তে ইন্দ্রিয়-কৃত্য ও মার্গ-কৃত্য সম্পাদন করতে পারে না। শুধুমাত্র ধ্যান-কৃত্য সম্পাদন করতে পারে। অধিপতি, সহজাত ও বিপাক এই তিনটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না; শুধু অবশিষ্ট একুশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে। ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত চিত্তেও বিচিকিৎসা ব্যতীত অধিমোক্ষসহ মোট পনেরটি চৈতসিক ও ষোলটি নামধর্ম বিদ্যমান থাকে। এই চিত্তে একাগ্রতা ইন্দ্রিয়-কৃত্য, ধ্যান-কৃত্য ও

মার্গ-কৃত্য সাধন করতে পারে। এখানেও অধিপতি, সহজাত ও বিপাক এই তিনটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না; শুধু অবশিষ্ট একুশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে।

আট লোভমূলক চিত্তে কিন্তু সপ্ত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক, ছয় প্রকীর্ণ চৈতসিক এবং অকুশল চৈতসিকের মধ্যে মোহচতুষ্ক, লোভত্রিক ও স্ত্যান-মিদ্ধ এই বাইশটি চৈতসিক উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে লোভ ও মোহ এই দুইমূল হেতু-প্রত্যয়। ছন্দ, চিত্ত ও বীর্য এই তিনটি অধিপতি স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে কদাচিৎ অধিপতি-কৃত্য সাধন করে, তবে এক্ষেত্রে বিশেষত আলম্বনাধিপতি-কৃত্যই করে থাকে। 'চেতনা' শুধু কর্ম-প্রত্যয়। ত্রিবিধ আহার আহার-প্রত্যয়। চিত্ত, বেদনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় ও বীর্য এই পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ ধ্যান-প্রত্যয়। বিতর্ক, একাগ্রতা, দৃষ্টি ও বীর্য এই চারি মার্গাঙ্গ মার্গ-প্রত্যয়। পশ্চাজ্জাত ও বিপাক এই দুটি প্রত্যয় আট লোভমূলক চিত্তে বিদ্যমান থাকে না। শুধু অবশিষ্ট বাইশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে।

এই দ্বেষমূলক চিত্তে প্রীতি ও লোভত্রিক ব্যতীত দ্বেষচতুষ্কসহ বাইশটি চৈতসিক উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে দ্বেষ ও মোহ এই দুই মূল, তিনটি অধিপতি স্বভাবসম্পন্ন, তিনটি আহার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, চারি ধ্যানাঙ্গ, তিনটি মার্গাঙ্গ। এখানেও পূর্বানুরূপ দুটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না, শুধু বাইশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে।

[অকুশল চিত্তোৎপত্তিতে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি সমাপ্ত]

চিত্তোৎপত্তিসমূহে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি

শোভন চিত্ত একানব্বই. প্রকার। যথা : চব্বিশ প্রকার কামাবচর শোভন চিত্ত, পনের প্রকার রূপাবচর চিত্ত, বার প্রকার অরূপাবচর চিত্ত ও চল্লিশ প্রকার লোকুত্তর চিত্ত। তন্মধ্যে চব্বিশ প্রকার কামাবচর শোভন চিত্ত হচ্ছে যথাক্রমে আট কামাবচর

কুশল চিত্ত, আট কামাবচর শোভন বিপাক চিত্ত ও আট কামাবচর শোভন ক্রিয়া চিত্ত।

কল্যাণ তথা শোভন চৈতসিক পঁচিশ প্রকার। যথা : অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এই তিনটি কল্যাণ তথা শোভনমূলক; শ্রদ্ধা, স্মৃতি, হ্রী (লজ্জা), অপত্রপা (ভয়), তত্রমধ্যস্থতা, কায়-প্রশ্রদ্ধি, চিত্ত প্রশ্রদ্ধি, কায়লঘুতা, চিত্তলঘুতা, কায়মৃদুতা, চিত্তমৃদুতা, কায়কর্মণ্যতা, চিত্তকর্মণ্যতা, কায়প্রগুণতা, চিত্তপ্রগুণতা, কায়ঋজুতা, চিত্তঋজুতা; সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম ও সম্যকজীবিকা নামক ত্রিবিরতি এবং করুণা, মুদিতা নামক দুই অপ্রমেয় চৈতসিক।

তন্মধ্যে কল্যাণ তথা শোভনমূলক তিনটি চৈতসিক হেতু-প্রত্যয়। তবে 'অমোহ' অধিপতি-প্রত্যয়ে বীমাংসাধিপতি, ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় এবং মার্গ-প্রত্যয়ে সম্যকদৃষ্টি নাম প্রাপ্ত হয়। 'শ্রদ্ধা' ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়। 'স্মৃতি' ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ে স্মৃতিন্দ্রিয়, মার্গ-প্রত্যয়ে সম্যকস্মৃতি। 'ত্রিবিরতি' শুধু মার্গ-প্রত্যয় হয়। অবশিষ্ট সতেরটি বিশেষ কোন প্রত্যয় হয় না।

আট কামাবচর কুশল চিত্তে মোট আটত্রিশটি চৈতসিক যুক্ত হয়। যথা : সপ্ত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক, ছয় প্রকীর্ণ চৈতসিক ও পঁচিশ প্রকার শোভন চৈতসিক। তন্মধ্যে 'প্রীতি' শুধু চারি সৌমনস্য সহগত চিত্তে 'অমোহ' চারি জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তে, 'ত্রিবিরতি' শুধুমাত্র শিক্ষাপদ শীল পরিপূরণকালে এবং দুই অপ্রমেয় সত্ত্বগণের প্রতি করুণা ও মুদিতা প্রদর্শনের সময় বিদ্যমান থাকে। এই আটটি চিত্তের মধ্যে দুই বা তিনটি কুশলমূলই হেতু-প্রত্যয়। ছন্দ, চিত্ত, বীর্য ও বীমাংসা (প্রজ্ঞা) এই চারিটি অধিপতি স্বভাবসম্পন্নের মধ্যে একসময় একটি করে কখনও কখনও অধিপতি-প্রত্যয় হয়। 'চেতনা' শুধু কর্ম-প্রত্যয় হয়। ত্রিবিধ আহার শুধু আহার-প্রত্যয় হয়। চিত্ত, বেদনা,

একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য ও প্রজ্ঞা এই আটটি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় হয়। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, বেদনা ও একাগ্রতা এই পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ ধ্যান-প্রত্যয় হয়। প্রজ্ঞা, বিতর্ক, ত্রিবিরতি, স্মৃতি, বীর্য ও একাগ্রতা এই আটটি মার্গাঙ্গ মার্গ-প্রত্যয় হয়। এই আটটি চিত্তের মধ্যেও পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয় ও বিপাক-প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। শুধু অবশিষ্ট বাইশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে।

আট কামাবচর শোভন ক্রিয়া চিত্তে শুধু ত্রিবিরতি বিদ্যমান থাকে না এবং কুশলচিত্তের ন্যায় এখানেও দুটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না, অবশিষ্ট বাইশটি প্রত্যয়ই মাত্র বিদ্যমান থাকে।

আট কামাবচর শোভন বিপাক চিত্তে কিন্তু ত্রিবিরতি ও দুই অপ্রমেয় এই পঞ্চ চৈতসিক বিদ্যমান থাকে না। অধিপতি, পশ্চাজ্জাত ও আসেবন এই তিনটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না, শুধু অবশিষ্ট একুশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে।

রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর চিত্তের মধ্যেও বাইশটি প্রত্যয়ই শুধু বিদ্যমান থাকে। তাই চারি জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কুশল চিত্তের ন্যায়ই এই চিত্তোৎপত্তির প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি জ্ঞাতব্য।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, তাহলে এই চিত্তগুলি কামাবচর চিত্ত হতে কেন মহত্ত্বতর ও উৎকৃষ্টতর হয়? উত্তরে বলতে হয়, এই চিত্তগুলির আসেবন মহত্ত্বতার কারণেই কামাবচর চিত্ত হতে মহত্ত্বতর ও উৎকৃষ্টতর হয়। এই সমস্ত চিত্তগুলির একমাত্র বিশেষ বিশেষ ভাবনা কর্মের মধ্যে সেই অর্জন করা সম্ভব। তাই তাদের আসেবন-প্রত্যয় মহৎ ও উৎকৃষ্ট হয়। আসেবন-প্রত্যয় মহৎ হওয়ার কারণে ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়, ধ্যান-প্রত্যয়, মার্গ-প্রত্যয় এবং অন্যান্য প্রত্যয়গুলিও মহৎ হয়।

প্রত্যয়গুলির অধিকতর মহত্ত্বতার ফলে সেইগুলিও কামাবচর চিত্ত হতে অধিকতর মহৎ ও উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে।

[চিত্তোৎপত্তিসমূহে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি সমাপ্ত]

রূপকলাপসমূহে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি

রূপকলাপসমূহের প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি বলতে আটাশ প্রকার রূপকে বুঝায়। যথা : পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু এই চারি মহাভূতরূপ। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় এই পঞ্চ প্রসাদরূপ। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পষ্টব্য এই পঞ্চ গোচররূপ। তথায় 'স্পষ্টব্য' বলতে পৃথিবী-স্পষ্টব্য, তেজ-স্পষ্টব্য ও বায়ু-স্পষ্টব্য এই তিন স্পষ্টব্যকে বুঝায়। স্ত্রীভাব ও পুংভাব এই দুই প্রকার ভাবরূপ। জীবিতেন্দ্রিয় নামক এক প্রকার জীবিতরূপ। হৃদয়-বাস্তু নামক এক প্রকার হৃদয়-রূপ। কবলীকৃত আহার নামক এক প্রকার আহার-রূপ। এক প্রকার আকাশ-ধাতুরূপ। কায়বিজ্ঞপ্তি ও বাক্যবিজ্ঞপ্তি এই দুই প্রকার বিজ্ঞপ্তিরূপ। লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা এই তিন প্রকার বিকাররূপ। উপচয়, সন্ততি, জরতা ও অনিত্যতা এই চার প্রকার লক্ষণরূপ।

তথায় 'ছয়টি রূপধর্ম' রূপধর্মের প্রত্যয়। যথা : চারি মহাভূত, জীবিতরূপ ও আহাররূপ। তন্মধ্যে 'চারি মহাভূতরূপ' পঞ্চ প্রত্যয়ের দ্বারা পরস্পরের প্রত্যয় হয়। সেই পঞ্চ প্রত্যয় হচ্ছে সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, অস্তি ও অবিগত। অন্যোন্য-প্রত্যয় ছাড়া বাকী চারি প্রত্যয়ের দ্বারা সহজাত মহাভূতোৎপন্ন রূপের প্রত্যয় হয়। জীবিতরূপ সহজাত কর্মরূপের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়। আহার-রূপ সহজাত ও অসহজাত সমস্ত আধ্যাত্ম-রূপধর্মের আহার-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়।

তথায় তের প্রকার রূপ নামের প্রত্যয় বিশেষ হয়। সেই তের প্রকার রূপ হচ্ছে পঞ্চ প্রসাদ-রূপ, সপ্ত গোচর-রূপ ও হৃদয়-বাস্তু-রূপ। তন্মধ্যে পঞ্চ প্রসাদ-রূপ পঞ্চবিজ্ঞান ধাতুর

পুত্রের মাতার ন্যায় বাস্তু-পূর্বজাত, বাস্তু-পূর্বজাত-ইন্দ্রিয় ও বাস্তু-পূর্বজাত-বিপ্রযুক্ত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়। সপ্ত গোচর-রূপ পঞ্চবিজ্ঞান ধাতুর ও মনোধাতুত্রিকের পুত্রের পিতার ন্যায় আলম্বন-পূর্বজাত প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়। হৃদয়-বাস্তু-রূপ মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতু এই দুয়ের বৃক্ষদেবতাদের বৃক্ষের ন্যায় যথোপযুক্তভাবে প্রতিসন্ধিক্ষণে সহজাত-নিশ্রয়-প্রত্যয়ের দ্বারা এবং প্রবর্তনের সময় বাস্তু-পূর্বজাত ও বাস্তু-পূর্বজাত-বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়।

রূপকলাপ তেইশ প্রকার। চুলকে রশি বা ফিতা দ্বারা বেণীবদ্ধ করলে যেমন 'চুলগুচ্ছ' বলা হয়, বহু তৃণকে একত্র করে রশি দ্বারা বাঁধলে যেমন 'তৃণগুচ্ছ' বলা হয়, তেমনি রূপ উৎপত্তির সময়ও একই সঙ্গে কতগুলি গুচ্ছাকারে তথা পিণ্ডীভূতাকারে রূপধর্মের উৎপত্তি হয়, তা-ই হচ্ছে 'রূপ-কলাপ'।

তন্মধ্যে চারি মহাভূতরূপ ও বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ এই আটটি হচ্ছে 'সর্বমূলকলাপ'। ইহাকে 'শুদ্ধাষ্টক' বা 'অবিনিভাজ্য-রূপ'ও বলা হয়।

কর্মজরূপ-কলাপ নয় প্রকার। যথা : জীবিতনবক, বাস্তুদশক, কায়দশক, স্ত্রীভাবদশক, পুংভাবদশক, চক্ষুদশক, শ্রোত্রদশক, ঘ্রাণদশক ও জিহ্বাদশক। তথায় শুদ্ধাষ্টক ও জীবিতরূপকে 'জীবিতনবক' বলা হয়েছে। ইহাই হচ্ছে কর্মজ রূপ-কলাপগুলির 'মূলনবক'। এই মূলনবক ও যথাক্রমে হৃদয়-বাস্তু-রূপাদি আটটি রূপসহ বাস্তু দশকাদি আটটি দশক হয়ে থাকে। তন্মধ্যে জীবিতনবক, কায়দশক ও ভাবদশক এই চারি কলাপ সমস্ত শরীরেই প্রবর্তিত হয়ে থাকে। তথায় জীবিত নবককে 'পাচকাগ্নি' ও 'কায়াগ্নি' বলা হয়। 'পাচকাগ্নি' বলতে উদরের মধ্যে পাচক শক্তি-সম্পন্ন তেজ। সেই তেজই

পাকস্থলিতে অম্লরস উৎপন্ন করে আমাদের খাদিত, ভোজিত ও পানকৃত সমস্ত কিছুই পরিপাক করে বা হজম করে। আর 'কায়াগ্নি' বলতে আমাদের সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত উষ্ণ তেজকে বুঝায়। সেই উষ্ণ তেজ আমাদের সমস্ত শরীরে উৎপন্ন হয়ে পিত্ত, শ্লেষ্মা, রক্ত প্রভৃতি অশুচি পদার্থকে বিশোধিত করে। এই দুটি বিশেষ গুণ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলে মানুষের বহু রোগ উৎপন্ন হয় আর সমানভাবে প্রবাহিত হলে অল্পবিস্তর রোগ উৎপন্ন হয়। এই উভয় গুণই জীবিতনবককে সত্ত্বগণের যথাযুক্কাল. বাঁচিয়ে রাখে। বর্ণ উৎপাদন করে। কায়দশক সমস্ত শরীরে সুখ-দুঃখ স্পর্শ অনুভব করে। ভাবদশকে স্ত্রীলোকেরা সবকিছু স্ত্রী আকারে লাভ করে এবং পুরুষেরা সবকিছু পুরুষাকারে লাভ করে থাকে। অবশিষ্ট বাস্তুদশকাদি পঞ্চদশককে 'প্রদেশ-দশক' বলা হয়। তন্মধ্যে 'বাস্তুদশক' হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবর্তিত হয়ে সত্ত্বগণের নানা প্রকার সুচিন্তা-দুশ্চিন্তা উৎপন্ন করায়। চক্ষু দশকাদি শেষোক্ত চারি দশক চক্ষুগোলকে, কানের পর্দায়, নাসারন্ধ্রে ও জিহ্বাতলে প্রবর্তিত হয়ে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও রসাস্বাদন উৎপন্ন করে।

চিত্তজরূপ-কলাপ আট প্রকার। যথা : শুদ্ধাষ্টক, শব্দনবক, কায়বিজ্ঞপ্তি নবক, শব্দ-বাক্যবিজ্ঞপ্তি দশক, শুদ্ধাষ্টক ও লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতাসহ 'লঘুতাদি একাদশক', শব্দনবক ও লঘুতাদি একাদশকসহ 'শব্দ লঘুতাদি দ্বাদশক', কায়বিজ্ঞপ্তি লঘুতাদি, একাদশকসহ 'কায়বিজ্ঞপ্তি লঘুতাদি দ্বাদশক' এবং বাক্ বিজ্ঞপ্তি, শব্দ, লঘুতাদি একাদশকসহ 'ত্রয়োদশক'।

তন্মধ্যে শরীরস্থ ধাতুর বিষম প্রতিকূল অবস্থায় ও অসুস্থাবস্থায় শুধু শুদ্ধাষ্টকই প্রবর্তিত হয়ে থাকে। তখন তার শরীর ভারী, শক্ত অথবা অকর্মণ্য হয় এবং আপন ইচ্ছানুসারে ঈর্যাপথ পরিবর্তন করতে বা হস্ত-পদ সংকোচন-প্রসারণ করতে,

এমনকি কথা বলতেও অসুবিধা হয়। শরীরস্থ ধাতু সমানভাবে কাজ করলে ও সুস্থাবস্থায় শরীরে ভারীত্ব, কঠিনতা অথবা অকর্মণ্যতা দেখা না দিলে তখন বিকার রূপসহ প্রবর্তিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে চিত্ত অনুসারে শরীর চলনের সময় দুটি কায়বিজ্ঞপ্তি কলাপ প্রবর্তিত হতে থাকে। চিত্তানুযায়ী মুখ দিয়ে কথা বলার সময় দুটি বাক্যবিজ্ঞপ্তি কলাপ প্রবর্তিত হতে থাকে। চিত্তানুযায়ী মুখ দিয়ে শব্দ করার সময় দুটি শব্দ কলাপ প্রবর্তিত হতে থাকে। শেষের সময়ও দুটি করে কলাপ প্রবর্তিত হতে থাকে।

ঋতুজ কলাপ চার প্রকার। যথা : শুদ্ধাষ্টক, শব্দনবক, লঘুতাদি একাদশক ও শব্দলঘুতাদি দ্বাদশক। তন্মধ্যে এই শরীর ঈর্যাপথ অনুসারেই আজীবন চলতে থাকে। তাই ঈর্যাপথ ভিন্নতার কারণে এই শরীরে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ধাতু সমানভাবে অথবা বিষম প্রতিকূলভাবে প্রবর্তিত হতে দেখা যায়। তদ্রূপ ঋতু ভিন্নতার কারণে, আহার ভিন্নতার কারণে, বায়ু-তাপ ভিন্নতার কারণে, দেহ পরিচর্যা ভিন্নতার কারণে এবং নিজের চেষ্টা ও পরের চেষ্টার ভিন্নতার কারণেও এই শরীরে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ধাতু সমানভাবে অথবা বিষম প্রতিকূলভাবে প্রবর্তিত হতে দেখা যায়। তথায় বিষম প্রতিকূলভাবে প্রবর্তিত হওয়ার সময় দুটি মূল-কলাপই মাত্র প্রবর্তিত হয় এবং সমানভাবে প্রবর্তিত হওয়ার সময় দুটি বিকারযুক্ত মূল-কলাপ প্রবর্তিত হয়। তন্মধ্যে দুটি শব্দ-কলাপ চিত্তজ-শব্দ হতে পরম্পরা শব্দ আকারে এবং অন্যান্য লোকে নানা প্রকার শব্দ আকারে প্রবর্তিত হয়।

আহারজ রূপকলাপ দুই প্রকার। যথা : শুদ্ধাষ্টক ও লঘুতাদি একাদশক। এই দুই রূপকলাপ উপযোগী বা অনুপযোগী আহারের দ্বারা জাত বা উৎপন্ন সমান বা বিষম প্রতিকূল বশে জ্ঞাতব্য।

আকাশধাতু ও লক্ষণ-রূপ এই পঞ্চরূপ কলাপমুক্ত। তন্মধ্যে 'আকাশ ধাতু' দুটি রূপকলাপের মধ্যে পরিচ্ছেদ তথা সচ্ছিদ্রতা হওয়ার কারণে কলাপমুক্ত। আর 'লক্ষণরূপ' সংস্কৃতভূত রূপকলাপের ক্ষণস্থায়ীভাব জানার জন্যই ব্যবহৃত হয় বিধায় কলাপমুক্ত।

এই তেইশটি রূপকলাপ সত্ত্বগণের আধ্যাত্ম মধ্যে অর্থাৎ জীবদেহের শরীরে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়। কিন্তু জীবদেহের বাইরেও ঋতুজ কলাপ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়। তাই এই দুই রূপ-কলাপ-সন্ততি যুগপৎভাবে জীবদেহের শরীরে ও বাইরে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়। এখানে 'বাইরে' বলতে পৃথিবী, পর্বত, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃতিকে বুঝায়। সেক্ষেত্রে জীবদেহের শরীরে আটাশটি রূপ ও তেইশটি রূপকলাপ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়।

তথায় 'প্রতিসন্ধি নামধর্মসমূহ' প্রতিসন্ধিক্ষণে কর্মজরূপ কলাপের ছয়টি প্রত্যয় হয়। যথা : চারি মহাসহজাত, বিপাক ও বিপ্রযুক্ত। তবে হৃদয়-বাস্তুরূপের 'অন্যোন্য'সহ সাতটি প্রত্যয় হয়। সেই সমস্ত নামধর্মের মধ্যে 'হেতুধর্ম' হেতু আকারে, 'চেতনা' কর্ম আকারে, 'আহারধর্ম' আহার আকারে, 'ইন্দ্রিয়ধর্ম' ইন্দ্রিয় আকারে, 'ধ্যানধর্ম' ধ্যান আকারে, 'মার্গধর্ম' মার্গ আকারে যথোপযুক্তভাবে ছয়টি প্রত্যয় হয়। অতীত কুশলাকুশল ধর্মসমূহ একমাত্র কর্ম-প্রত্যয়ের দ্বারাই প্রত্যয় হয়। প্রথম ভবাঙ্গাদি পশ্চাজ্জাত নামধর্মসমূহ পূর্বজাত কর্মজরূপ কলাপের একমাত্র পশ্চাজ্জাত প্রত্যয়ের দ্বারাই প্রত্যয় হয়। এখানে 'পশ্চাজ্জাত' শব্দ দ্বারা চারি প্রকার পশ্চাজ্জাত স্বভাবসম্পন্ন প্রত্যয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে অতীত কর্মসমূহ শুধু এক প্রকারেই প্রত্যয় হয়। এভাবে 'নামধর্ম' কর্মজরূপ কলাপের যথোপযুক্তভাবে চৌদ্দ প্রকার প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয় হয়। এখানে যেই দশটি প্রত্যয়

বিদ্যমান থাকে না সেই দশটি প্রত্যয় যথাক্রমে আলম্বন, অধিপতি, অনন্তর, সমনন্তর, উপনিশ্রয়, পূর্বজাত, আসেবন, সম্প্রযুক্ত, নাস্তি ও বিগত।

প্রবর্তনের সময় রূপোৎপাদক নামধর্মসমূহ নিজের সহজাত চিত্তজরূপ কলাপের পাঁচটি প্রত্যয় হয়। যথা : চারি প্রকার মহাসহজাত ও বিপ্রযুক্ত। সেই নামধর্মসমূহের মধ্যে 'হেতুধর্ম' হেতু আকারে, 'অধিপতিধর্ম' অধিপতি আকারে, 'চেতনা' কর্ম আকারে, 'বিপাকধর্ম' বিপাক আকারে, 'আহারধর্ম' আকার আকারে, 'ইন্দ্রিয়ধর্ম' ইন্দ্রিয় আকারে, 'ধ্যানধর্ম' ধ্যান আকারে, 'মার্গধর্ম' মার্গ আকারে যথোপযুক্তভাবে আটটি প্রত্যয় হয়। সমস্ত পশ্চাজ্জাত নামধর্মসমূহ পূর্বজাত চিত্তজরূপ কলাপের এক প্রকার পশ্চাজ্জাত প্রত্যয় হয়। এভাবে নামধর্ম চিত্তজরূপ কলাপের যথোপযুক্তভাবে চৌদ্দ প্রকার প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়। এখানেও দশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না। যথা : আলম্বন, অনন্তর, সমনন্তর, অন্যোন্য, উপনিশ্রয়, পূর্বজাত, আসেবন, সম্প্রযুক্ত, নাস্তি ও বিগত।

প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিতিকালের পর থেকে প্রবর্তনের সময় নামধর্ম ঋতুজ ও আহারজ সকল রূপকলাপের একমাত্র পশ্চাজ্জাত প্রত্যয় দ্বারাই প্রত্যয় হয়। এরূপে এখানেও 'পশ্চাজ্জাত' শব্দের দ্বারা পশ্চাজ্জাত স্বভাব সম্পন্ন চারি প্রত্যয়কে বুঝানো হয়েছে। অবশিষ্ট বিশটি প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না।

তেইশ প্রকার রূপকলাপের সবকটির মধ্যে চারি মহাভূতরূপ পরস্পরের পাঁচটি প্রত্যয় হয়। যথা : চারি মহাসহজাত ও অন্যোন্য। সহজাত মহাভূতোৎপন্ন রূপের চারি মহাসহজাত প্রত্যয়ের দ্বারা চারি প্রকার প্রত্যয় হয়। আহার-রূপ সহজাত ও অসহজাত সমস্ত আধ্যাত্ম-রূপ কলাপের আহার প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়। নয়টি কর্মজরূপ কলাপের মধ্যে

জীবিতরূপ সহজাত রূপের ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয় হয়। এভাবে আধ্যাত্ম-রূপ ধর্ম আধ্যাত্ম-রূপ ধর্মের সাত প্রকার প্রত্যয় হয়। বাহ্য-রূপধর্ম কিন্তু বাহ্যভূত দুটি ঋতুজরূপ কলাপের পাঁচ প্রকার প্রত্যয় হয়।

[রূপকলাপসমূহে প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি সমাপ্ত]

পরিশেষে এখন 'পট্‌ঠান' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। 'প্রধান-কারণ' এই অর্থে পট্‌ঠান। তন্মধ্যে 'প্রধান' অর্থ মূখ্য আর 'কারণ' অর্থ প্রত্যয়। তাই ইহাকে মূখ্য প্রত্যয়, প্রমুখ-প্রত্যয় ও একান্ত-প্রত্যয় বলা হয়। এখন সেই একান্ত-প্রত্যয়কে একান্ত-প্রত্যয়োৎপন্নের আকারে বিশ্লেষণ করা হবে।

প্রত্যয়োৎপন্ন দুই প্রকার। যথা : মূখ্য-প্রত্যয়োৎপন্ন ও বিপাক-প্রত্যয়োৎপন্ন। তন্মধ্যে মূখ্য-প্রত্যয়োৎপন্ন হচ্ছে মূলপ্রত্যয়োৎপন্ন এবং বিপাক-প্রত্যয়োৎপন্ন হচ্ছে পরম্পরা-প্রত্যয়োৎপন্ন। আবার মূল-প্রত্যয়োৎপন্ন হচ্ছে একান্ত-প্রত্যয়োৎপন্ন। সেটি নিজের প্রত্যয় (কারণ) বিদ্যমান থাকলে অবশ্যই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হবে না, ইহা হতে পারে না। আর পরম্পরা-প্রত্যয়োৎপন্ন হচ্ছে অনেকান্ত-প্রত্যয়োৎপন্ন। সেটি প্রত্যয় বা কারণ বিদ্যমান থাকলেও কখনও কখনও উৎপন্ন হয়, আবার কখনও কখনও উৎপন্ন হয় না। তথায় সেই প্রত্যয় একান্ত-প্রত্যয়োৎপন্নের কারণেই 'একান্ত প্রত্যয়' নাম প্রাপ্ত হয়েছে। তাই এই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় ও এই মহাপ্রকরণকেই 'পট্‌ঠান' বা 'প্রধান-কারণ' বলা হয়েছে।

একদিন এক মানুষের মনে ধন-ধান্য লাভের লোভ উৎপন্ন হলো। সে লোভের বশবর্তী হয়ে সেখান থেকে উঠে গিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলো। একস্থানে ক্ষেত্র তৈরী করলো। একস্থানে বাস্তুভূমি তৈরী করলো। একস্থানে উদ্যান তৈরী করলো। এভাবে করার ফলে সেই লোকটি বহু ধন-ধান্য লাভ করলো। পরে

এগুলো নিজে পরিভোগ করতে লাগল। স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ করতে লাগল। বহু পুণ্যকর্ম করতে লাগল। ভবিষ্যতে সে নিশ্চয় সেই পুণ্যফল পরিভোগ করবে।

তথায় লোভ সহজাত নামরূপসমূহ 'মূখ্য-প্রত্যয়োৎপন্ন'। তারপর ভবিষ্যৎ জন্মে পুণ্যফল পরিভোগ না করা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন ফলই সেই লোভের 'বিপাক-প্রত্যয়োৎপন্ন'। উপরোক্ত দুটি প্রত্যয়োৎপন্নের মধ্যে মূখ্য-প্রত্যয়োৎপন্ন বশেই পট্‌ঠানে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। বিপাক-প্রত্যয়োৎপন্ন কিন্তু সূত্র মতেই বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করতে হয়। তথায় সূত্রের বর্ণনারীতি হচ্ছে এরকম :-

"ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌স উপ্‌পাদা ইদং উপ্‌পজ্জতি" অর্থাৎ ইহা থাকলে ইহা হয়, ইহা উৎপন্ন হলে ইহা উৎপন্ন হয়।

এভাবেই সূত্রের মধ্যে প্রস্থান-নীতি বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে লোভ, দ্বেষ, মোহ এই তিনটি ধর্ম সমস্ত সত্ত্বলোকের, সমস্ত সংস্কারলোকের ও সমস্ত অবকাশলোকের বিপত্তি তথা অন্ত রায়ের মূলকারণ। তাই ইহারা 'হেতু' নাম প্রাপ্ত হয়েছে। আর অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এই তিনটি ধর্ম পরম সুখের মূলকারণ এই অর্থে 'হেতু' নাম প্রাপ্ত হয়েছে। পট্‌ঠানে বর্ণিত সকল প্রত্যয় সম্বন্ধেও অনুরূপ জ্ঞাতব্য। এমনটি বলা হলেও সবকিছুর উৎপত্তির পেছনে এই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের মূখ্য প্রত্যয়োৎপন্নের সহিত বিপাক প্রত্যয়োৎপন্নও ক্রিয়াশীল থাকে বলে ধরে নিতে হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যয়সমূহের অর্থ বিশ্লেষণ, শ্রেণী বিভাগ ও প্রত্যয়-ঘটনা-নীতি এই তিন প্রকারে ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে 'পট্‌ঠানুদ্দেশ-দীপনী' সমাপ্ত করা হলো।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—